সহীহ দূআ
ঝাড়ফূঁক ও যিকর
আবদুল হামীদ ফাইযী

সহীহ
দু'আ ঝাড়ফুঁক ও যিক্‌র

সঙ্কলনে
আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

সহীহ দু'আ ঝাড়ফুঁক ও যিক্‌র

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বই নং-১৭

বাংলাদেশ সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৩

প্রকাশনায়:
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব: www.tawheedpublications.com
ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরূর

মূল্য : ১০০ (একশত) টাকা মাত্র

ISBN: 978-984-8766-35-7

9 789848 766357

মুদ্রণ :
হেরা প্রিন্টার্স.
৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَ بَعْدُ:

সহীহ সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা শুদ্ধ আমল ও ইবাদত করতে বাংলার মুসলিম সমাজকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যেহেতু সন্দিগ্ধ যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি ক'রে কোন আমল করার চেয়ে সহীহ হাদীসকেই ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে আমল করাটাই উত্তম। কারণ যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল 'বিদআত' বলে পরিগণিত।

বাংলাভাষায় লিখিত অধিকাংশ দু'আ ও যিকরের বই-পুস্তকগুলিতে অনেক যয়ীফ হাদীস থেকে দু'আ ও যিক্‌র সংকলিত হয়েছে। যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে -আমার জানা মতে -বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বিশুদ্ধ দু'আগুলি অত্র পুস্তিকায় সংকলন করেছি। এ প্রয়াস আল-মাজমাআর সমবায় ইসলামী দাওয়াত অফিসের কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্ত হলে তাঁরা বইটিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর জন্য আমি নিজের এবং তাঁদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের আশা রাখি।

অর্থ-হৃদয়ঙ্গমসহ নামায, দু'আ ও যিক্‌র আদি করাই উত্তম ও আবশ্যিক ভেবে এ পুস্তিকায় প্রত্যেক দু'আর শেষে তার অর্থ সংযোজিত হয়েছে। আরবী জানেন না এমন বাংলা ভাষী পাঠকের জন্য দু'আর বাংলা উচ্চারণও তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ভিন্ন কোন অন্য ভাষায় কুরআন কারীমের আয়াত লিখা ওলামাদের ফতোয়া মতে অবৈধ বলে কোন কুরআনী দু'আর উচ্চারণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আশা করি আল্লাহ ও তাঁর যিক্‌র-ভক্ত মুসলিম পাঠক কোন কারী আলেমের নিকট মৌখিক মুখস্ত করে নেবেন। অথবা নিজে আরবী শিখে সৃষ্টিকর্তা সুমহান প্রভুর বাণী নিজে পড়ার

সৌভাগ্য লাভ করবেন। কারণ ভক্তি-ভাজনের বচনামৃতে পরিতৃপ্ত না হতে পারলে ভক্তের ভক্তি অপূর্ণই থেকে যায়।

বিশেষ কতকগুলো আরবী অক্ষর উচ্চারণের প্রয়াসে বিশেষ বানান প্রদত্ত হয়েছে। যেমন, ش =শ, =ص স্ব, ض=য্ব, =ط ত্ব, =ق ক্ব, و =অ, ওয়া, ব, ع ও ء তে জযম বুঝাতে= ' ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন তাশদীদের নিচে জের ব্যবহার করা হয়েছে হরফের উপরেই, যা খেয়াল করে পড়া একান্ত জরুরী।

যাঁরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তাআলার স্মরণ চান এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর নির্ভেজাল অনুসরণ চান তাঁরা অত্র পুস্তিকা দ্বারা প্রভূত উপকৃত হবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশুদ্ধ অনুসরণের সাথে তাঁকে সর্বদা স্মরণকারীদের দলভুক্ত করুন। আমীন।

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

৩০/১০/৯৪

সূচীপত্র

যিক্‌রের ফযীলত

'যিক্‌র'-এর অর্থ স্মরণ। মু'মিন সর্বদা আল্লাহর রহমত ছায়ায় প্রতিপালিত, তার জীবন আল্লাহর দয়াবারিতে সদা সিক্ত। তার জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর দান। প্রতি পদে তাকে আল্লাহরই আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহই তার স্রষ্টা, মালিক, বিধানকর্তা এবং একমাত্র উপাস্য। তাই তার নিকটে আল্লাহ সদা স্মরণীয়। অন্তরে, মুখে ও কর্মে তাঁর যিক্‌র করা মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾ অর্থাৎ, আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়।' *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' *(সূরা বাক্বারাহ ১৫২)*

তিনি অন্যত্র বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর।' *(সূরা আহযাব ৪১)*

তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।" *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "হে মু'মিনগণ তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(সূরা মুনাফিক্বূন ৯)*

তিনি আরো বলেন, "সেই সমস্ত গৃহে -- যে সমস্ত গৃহকে আল্লাহ নির্মাণ ও সম্মান করতে এবং তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সে সব লোক, যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে।" *(সূরা নূর ৩৬-৩৭)*

"তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।" *(সূরা আ'রাফ ২০৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।" *(সূরা আনফাল ৪৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "অতঃপর যখন তোমরা হজ্জ সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।" *(সূরা বাক্বারাহ ২০০আয়াত)*

তিনি বলেন, "অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "সে (ইউনুস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মৎসগর্ভে) অবস্থান করত।"[১]

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর যিক্র করতে বসে তখন ফিরিশ্তামণ্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম ৪/২০৭৪)*

"আল্লাহর ভ্রমণরত অতিরিক্ত ফিরিশ্তাদল আছেন, যাঁরা যিক্রের মজলিস অনুসন্ধান করে থাকেন।"[২]

"যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না, উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৩]

"আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বললেন, 'নিশ্চয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্র।"[৪]

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি-- ।"[৫]

---

১ (সূরা স্বা-ফ্ফা-ত ১৪৩-১৪৪)
২ (বুখারী ৭/১৬৮ ও মুসলিম ৪/২০৬৯)
৩ (বুখারী৭/১৬৮,মুসলিম১/৫৩৯)
৪ (তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনে মাযাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জা-মে'২৬২৯নং)
৫ (বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)

"মুফার্রিদগণ আগে বেড়ে গেছে।" সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! 'মুফার্রিদ কারা?' তিনি বললেন, "আল্লাহর অধিক অধিক যিক্রকারী পুরুষ ও নারী।"[৬]

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণের দরজা তো অনেক। তার সবটা পালন করতে আমি সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব, আর অধিক ভার দিবেন না যাতে আমি ভুলে না যাই (যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি)।' তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্রে আর্দ্র থাকে।"[৭]

"যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ আসবে।"[৮]

যিক্রের উপকারিতা

আল্লাহর যিক্র ও স্মরণে শতাধিক উপকার ও লাভ রয়েছে। যেমন, যিক্র শয়তান দূর করে, রহমানকে সন্তুষ্ট করে, অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ও অশান্তি অপসারণ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা আনে, দেহ-মনকে সবল করে, চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে, মুখমণ্ডলকে দীপ্তিময় করে, রুযী আনয়ন করে, আল্লাহর ভালোবাসা দান করে, জীবনে আল্লাহর ভীতি আনে, মু'মিনকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায়, আল্লাহর সামীপ্য প্রদান করে, মা'রেফাতের দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ দান করে, অন্তর জীবিত করে, আত্মা ও অন্তরকে আহার প্রদান করে, পাপমুক্ত করে, বহু উদ্বেগ দূরীভূত করে, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিস্তার দেয়, শান্তি ও রহমত আনে, পরচর্চা, গীবত, চুগলী, গালিমন্দ, মিথ্যা, অশ্লীলতা, বাজে ও অসার কথা থেকে দূরে রাখে, কিয়ামতে পরিতাপ থেকে নিষ্কৃত দেয়, নির্জনে ক্রন্দনের সাথে যিক্রকারীকে ছায়াহীন কিয়ামতে আল্লার আরশ তলে ছায়া দান করে, হৃদয়ের শূন্যতা ও প্রয়োজন দূর করে, মু'মিনকে সতর্ক ও সংযমী করে, বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গতা দান করে, অত্যাধিক নেকী ও পুরস্কারের অধিকারী করে, হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, মনের রোগ নিরাময় করে।

যিক্রকারীর জন্য ফিরিশ্তা দু'আ করেন, যিক্রের মজলিস ফিরিশ্তাবর্গের

---

৬ (মুসলিম ৪/২০৬২নং)
৭ (তিরমিযী ৫/৪৫৮ ইবনে মাজাহ ২/১২৪৬)
৮ (আবুদাউদ ৪/২৬৪, সহীহুল জা-মে' ৫/৩৪২)

মজলিস, যিক্‌রকারীদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্‌তাবর্গের নিকট গর্ব করেন।

যিক্‌র শুকরের মস্তক, যিক্‌র দু'আকে কবুলের যোগ্য করে, মু'মিনকে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা করে, মুশকিল আসান করে, বিপদ ও বালা দূর করে, অন্তর থেকে সৃষ্টির ভয় দূর করে, মেহনতের কাজে শক্তি প্রদান করে, যিক্‌রে আছে মিষ্ট স্বাদ, আল্লাহর প্রেম ইত্যাদি।[৯]

যিক্‌রের প্রকার

যিক্‌র দুই প্রকার;

১। আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামাবলী এবং মহত্তম গুণাবলীর যিক্‌র করা, এসব দ্বারা তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং আল্লাহর জন্য যা উপযুক্ত নয় তা থেকে তাঁকে পাক ও পবিত্র মনে করা।

এই যিকরও আবার দুই প্রকারের;

ক - আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তাঁর প্রশংসা রচনা করা। যেমন 'সুবহা-নাল্লা-হ', 'আলহামদু লিল্লা-হ', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ', 'আল্লা-হু আকবার' প্রভৃতি।

খ - আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ ও আহকাম উল্লেখ করা। যেমন বলা যে, আল্লাহ তাআলা বান্দার সমস্ত শব্দ শুনেন, সকল স্পন্দন দেখেন তাঁর নিকট কোন কর্মই গুপ্ত থাকে না, বান্দার মাতা-পিতা অপেক্ষা তিনিই বান্দার উপর অধিক দয়াশীল। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান --ইত্যাদি।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয় এই যে, যিক্‌রকারী যেন সেই নাম ও গুণের কথাই উল্লেখ করে, যার দ্বারা আল্লাহ পাক নিজের প্রশংসা করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ যার দ্বারা তাঁর গুণগান করেছেন। এতে যেন কোন প্রকারের হেরফের ও দৃষ্টান্ত বা উপমা বর্ণনা না করা হয় এবং গুণের দলীলকে নিরর্থক বা আল্লাহকে ঐ গুণহীন মনে না করা হয়। যেমন ঐ সকল নাম ও সিফাতের কোন দূর-ব্যাখ্যা করাও বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে এই যিক্‌র আবার তিন প্রকারের; হাম্‌দ, সানা এবং মাজ্‌দ। সন্তোষ ও ভক্তির সাথে আল্লাহর সিফাতে-কামাল উল্লেখ করে প্রশংসা করাকে 'হাম্‌দ' বলা হয়। গুণের পর আরো গুণগ্রামের উল্লেখ করে প্রশংসা করাকে 'সানা' বলা হয় এবং আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও শান-শওকত এবং মহিমা ও সার্বভৌমত্বের গুণাবলী দ্বারা প্রশংসা করাকে 'মাজ্‌দ' বলা হয়। এই তিন প্রকার

---

৯ (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, আল-ওয়া-বিলুস সুইয়িব, ইবনুল কাইয়্যেম)

প্রশংসা সূরা ফাতিহার প্রারম্ভে একত্রিত হয়েছে। অতএব বান্দা যখন নামাযে বলে (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) অর্থাৎ, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার প্রশংসা করল।' যখন বলে, (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) অর্থাৎ 'যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আর বান্দা যখন বলে, (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) অর্থাৎ 'বিচার দিনের অধিপতি' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।'[১০]

২। আল্লাহর আদেশ, নিষেধ এবং বিভিন্ন অনুশাসনের যিক্‌র (স্মরণ) করা। এটিও দুই রকম;

ক - আল্লাহর বিধান উল্লেখ ও জ্ঞাপন করে তাঁর স্মরণ করা। যেমন বলা যে, আল্লাহ এই করতে আদেশ করেছেন, অমুক করতে নিষেধ করেছেন, তিনি এই কাজে সন্তুষ্ট, ঐ কাজে রাগান্বিত ইত্যাদি।

খ - তাঁর বিধান ও অনুশাসন পালন করে তাঁর যিক্‌র (স্মরণ করা, যেমন, যে কাজ তিনি আদেশ করেছেন সত্বর তা পালন করে তাঁর যিক্‌র করা, যা নিষেধ করেছেন সত্বর তা বর্জন করে তাঁর স্মরণ করা। এই সকল যিক্‌র যদি যিক্‌রকারীর নিকট একত্রিত হয়, তবে তার যিক্‌র শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র।

যিক্‌রের আরো এক প্রকার যিক্‌র; আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সম্পদ, দান অনুগ্রহ, সাহায্য ইত্যাদির স্থান ও কাল প্রভৃতি উল্লেখ করে যিক্‌র (শুক্‌র) করা। এটাও এক উত্তম যিক্‌র।

সুতরাং উক্ত পাঁচ প্রকার যিক্‌র, যা কখনো অন্তর ও রসনা দ্বারা হয় এবং এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। আবার কখনো কেবল অন্তর দ্বারা হয়, যা দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং কখনো বা কেবল রসনা দ্বারা হয়, যা তৃতীয় পর্যায়ের। ২ নং যিক্‌র হলে অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা কার্যে পরিণত করাও যিক্‌র হয়। অতএব মু'মিনের সারা জীবন ও জীবনের প্রতি মুহূর্তটাই যিক্‌রের স্থল। যেমন রসূল ﷺ-এর যিক্‌রে আমরা বুঝতে পারব।

উল্লেখ্য যে, দু'আ অপেক্ষা যিক্‌র উত্তম। যেহেতু যিক্‌রে আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নাম, মহিমময় গুণ ইত্যাদির সাথে তাঁর প্রশংসা করা হয়। কিন্তু দু'আতে বান্দা নিজের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট জানিয়ে তার পূরণভিক্ষা করে থাকে। যে দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। আবার যিক্‌র অপেক্ষা কুরআন তেলাওত উত্তম। কিন্তু যথোপযুক্ত সময়কালে তেলাওত, যিক্‌র ও দু'আ স্ব-স্ব স্থানে শ্রেষ্ঠ।[১১]

---

১০ (মুসলিম ৩৯৫)

১১ (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আল'ওয়াবিলুস সইয়্যেব)

তেলাঅতের ফযীলত

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে এর বিনিময়ে একটি নেকী অর্জন করবে। আর একটি নেকী দশগুণ করা হবে। (অর্থাৎ, একটি অক্ষর তেলাঅতের প্রতিদানে ১০টি নেকীর অধিকারী হবে।) আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর। (বরং এতে রয়েছে তিনটি অক্ষর।)"[১২]

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ তা কিয়ামতের দিন পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী রূপে আবির্ভূত হবে।"[১৩]

"যে ব্যক্তি দশটি আয়াত পাঠ করবে, সে উদাসীনদের মধ্যে লিখিত হবে না, যে ব্যক্তি একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে অনুগতদের মধ্যে লিখিত হবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজারটি আয়াত পাঠ করবে, সে (অশেষ সওয়াবের) ধনপতিদের মধ্যে লিখিত হবে।"[১৪]

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"[১৫]

"মসজিদে গিয়ে একটি আয়াত শিক্ষা করা বা মুখস্ত করা একটি বৃহদাকার উট লাভ করার চেয়েও উত্তম।"[১৬]

"যে ব্যক্তি কষ্ট করেও কুরআন শুদ্ধ করে পড়ার চেষ্টা করে, তার ডবল সওয়াব।"[১৭]

"কুরআন-ওয়ালারাই আল্লাহওয়ালা এবং তাঁর বিশিষ্ট বান্দা।"[১৮]

"কুরআন তেলাঅতকারী পরকালে সম্মানের মুকুট ও চোগা পরিধান করবে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং আয়াতের সংখ্যা পরিমাণে সে উচ্চ দর্জায় উন্নীত হবে।"[১৯]

"মর্যাদায় সবচেয়ে বড় সূরা হল, সূরা ফাতেহা।"[২০]

১২ (তিরমিযী ৫/১৭৫, সহীহুল জামে ৫/৩৪০)
১৩ (মুসলিম)
১৪ (সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪২)
১৫ (বুখারী ৬/১০৮)
১৬ (মুসলিম)
১৭ (বুখারী ও মুসলিম)
১৮ (সহীহুল জামে ২১৬৫)
১৯ (সহীহুল জামে, ৮০৩০, ৮০২২, ৮০২১)
২০ (বুখারী)

"যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ তেলাঅত হয়, সে গৃহে শয়তান (জিন) প্রবেশ করে না।"[২১]

"মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত, আয়াতুল কুরসী।"[২২]

"রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করলে, তা সব কিছু হতে যথেষ্ট হবে।"[২৩]

"সূরা বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান উভয় সূরাই তেলাঅতকারীর জন্য কিয়ামতে আল্লাহর নিকট হুজ্জত করবে।"[২৪]

"সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে।"[২৫]

"জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করলে দুই জুমআর মধ্যবর্তী জীবন আলোকময় হবে।"[২৬]

"সূরা মুল্ক তার তেলাঅতকারীর জন্য সুপারিশ ক'রে পাপক্ষালন করবে।"[২৭]

"চার বার সূরা 'কা-ফিরূন' পাঠ করলে এক খতমের সমান সওয়াব লাভ হয়।"[২৮]

"সূরা 'ইখলাস' তিনবার পাঠ করলে এক খতমের সমান নেকীলাভ হয়।"[২৯]

"যে সূরা ইখলাস ভালোবাসে, সে আল্লাহর ভালোবাসা এবং জান্নাত লাভ করবে।"[৩০]

"উক্ত সূরা দশবার পাঠ করলে পাঠকারীর জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করা হবে।"[৩১]

"কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন গৃহে সমবেত হয়ে যখনই কুরআন তেলাঅত করে এবং আপোসে তার শিক্ষা গ্রহণ করে তখনই তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, ফিরিশ্‌তামণ্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্‌তাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।"[৩২]

২১ (মুসলিম)
২২ (মুসলিম)
২৩ (বুখারী,মুসলিম)
২৪ (মুসলিম)
২৫ (মুসলিম)
২৬ (সহীহুল জামে ৬৪৭০)
২৭ (আবুদাঊদ, তিরমিযী)
২৮ (সহীহুল জামে ৬৪৬৬)
২৯ (বুখারী, মুসলিম)
৩০ (বুখারী, মুসলিম)
৩১ (সহীহুল জামে ৬৪৭২)
৩২ (মুসলিম)

দু'আর ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক (আমার নিকট দু'আ কর) আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব।) যারা অহংকারে আমার উপাসনায় (আমার কাছে দু'আ করা হতে) বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা গাফের/৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, "আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন তুমি বল,) আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা জানায়, তখন আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করি।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৬)*

রসূল ﷺ বলেন, "দু'আই তো ইবাদত।"[৩৩]

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।"[৩৪]

"যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।"[৩৫]

দু'আ অন্যান্য ইবাদতের মত এক ইবাদত। যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং গায়রুল্লাহর নিকট দু'আ ও প্রার্থনা করলে বা কিছু চাইলে অথবা গায়রুল্লাহকে ডাকলে তা অবশ্যই শির্ক হয়। তাই যাবতীয় দু'আ ও প্রার্থনা কেবল আল্লাহরই নিকট করতে হয় এবং যত কিছু চাওয়া কেবল তাঁরই নিকট চাইতে হয়। সর্বপ্রকার, সর্বভাষায় এবং একই সময় অসংখ্য ডাক কেবল তিনিই শুনতে ও বুঝতে পারেন এবং সর্বপ্রকার দান কেবল তিনিই করতে পারেন।

দু'আর আদব

সাধারণভাবে দু'আ করার কয়েকটি আদব ও নিয়ম রয়েছে, যা পালন করা বাঞ্ছনীয়;

১। ইখলাস বা একনিষ্ঠতা। এটি সর্বাপেক্ষা বড় আদব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক, যদিও কাফেরগণ এ অপছন্দ করে।" *(কুঃ ৪০/১৪)*

---

৩৩ (আবু দাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/২১১)

৩৪ (আবুদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)

৩৫ (তিরমিযী ৫/৪৫৬, ইবনে মাযাহ ২/১২৫৮)

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁরই উপাসনা করতে--।" *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

২। দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা ও দু'আ করা এবং আল্লাহ মঞ্জুর করবেন এই কথার উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখা। রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! যদি তুমি চাও, তাহলে আমাকে দয়া কর।' বরং দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে প্রার্থনা করা উচিত। যেহেতু আল্লাহকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বাধ্য করতে পারে না।"[৩৬]

৩। অগ্রহাতিশয্যে নাছোড় বান্দা হয়ে বার-বার দু'আ করা, দু'আর ফল লাভে শীঘ্রতা না করা এবং অন্তরকে উপস্থিত রেখে প্রার্থনা করা।

রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো দু'আ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, 'দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হল না।"[৩৭]

"বান্দার দু'আ কবুল হয়েই থাকে, যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দু'আ না করে এবং (দু'আর ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন?' বললেন, "এই বলা যে, 'দু'আ করলাম, আরো দু'আ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।' ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দু'আ করাই ত্যাগ করে বসে।"[৩৮]

"তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ কর কবুল হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় রেখে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ উদাসীন ও অন্যমনস্কের হৃদয় থেকে দু'আ মঞ্জুর করেন না।"[৩৯]

মোট কথা দু'আ করার সময় মনকে সজাগ রাখতে হবে, তার দু'আ কবুল হবে --এই একীন রাখতে হবে এবং কি চাইছে তাও জানতে হবে।

সুতরাং যারা অভ্যাসগতভাবে দু'আ ক'রে থাকে অথবা দু'আয় কি চায়, তা তারা নিজেই না জেনে তোতার বুলি আওড়ানোর মত আরবীতে দু'আ আওড়ে থাকে, তাদের দু'আ মঞ্জুর হবে কি?

৪। সুখে-দুঃখে ও নিরাপদে-বিপদে সর্বদা প্রার্থনা করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখে ও বিপদে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন, সেই ব্যক্তির উচিত, সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে অধিক অধিক দু'আ করা।"[৪০]

---

৩৬ (বুখারী ১১/১৩৯, মুসলিম ৪/২০৬৩)

৩৭ (বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/২০৯৫)

৩৮ (মুসলিম ৪/২০৯৬)

৩৯ (তিরমিযী ৫/৫১৭)

৪০ (তিরমিযী ৫/৪৬২)

৫। নিজের পরিবার ও সম্পদের উপর বদ্দুআ না করা।

আনসারদের এক ব্যক্তির সেচক উঁট চলতে চলতে থেমে গেলে ধমক দিয়ে বলল, 'চল্, আল্লাহ তোকে অভিশাপ করুক।' তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "কে তার উঁটকে অভিশাপ দিচ্ছে?" লোকটি বলল, 'আমি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "নেমে যাও ওর পিঠ থেকে, অভিশপ্ত উঁট নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসো না। তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর বদ্দুআ করো না, তোমাদের সন্তানদের উপর বদ্দুআ করো না, আর তোমাদের সম্পদের উপরও বদ্দুআ করো না। যাতে আল্লাহর তরফ থেকে এমন মুহূর্তের সমন্বয় না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে দান চাওয়া হলে মঞ্জুর (প্রদান) করা হয়।"[৪১]

৬। কেবল আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটই চাও। যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই চাও।"[৪২]

যেহেতু প্রার্থনা এক ইবাদত। অন্যের কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহর ইবাদতে শির্ক করা হয়।

৭। উচ্চ ও নিঃশব্দের মধ্যবর্তী চাপা স্বরে সংগোপনে প্রার্থনা করা।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" *(সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

আবু মূসা رضي الله عنه বলেন, আমরা কোন সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা জোরে-শোরে তকবীর পড়তে শুরু করল। তখন নবী ﷺ বললেন, "হে লোক সকল! নিজেদের উপর কৃপা কর। নিশ্চয় তোমরা কোন বধির অথবা কোন (দূরবর্তী) অনুপস্থিতকে আহ্বান করছো না। বরং তোমরা সর্বশ্রোতা নিকটবর্তীকে আহ্বান করছ। তিনি (তাঁর ইলমসহ) তোমাদের সঙ্গে আছেন।"[৪৩]

৮। আল্লাহর সুন্দরতম নাম এবং মহত্তম গুণাবলীর অসীলায় অথবা কোন নেক আমলের অসীলায় দু'আ করা। আর এ ছাড়া কোন সৃষ্টি (যেমন, নবী, ওলী, আরশ, কুর্সী প্রভৃতির) অসীলা ধরে দু'আ না করা। যেমন ঃ-

﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

৪১ *(মুসলিম ৪/২৩০৪)*
৪২ *(তিরমিযী ৪/৬৬৭, মুসলিম ১/২৯৩)*
৪৩ *(বুখারী ৫/৭৫, মুসলিম ৪/২০৭৬)*

অর্থ, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।" *(সূরা আলে ইমরান ১৬আয়াত)*

৯। আল্লাহ তাআলার ইসমে আ'যম দিয়ে দু'আ শুরু করলে তিনি তা কবুল করেন। এই ইসমে আ'যম দ্বারা দু'আ করার বর্ণনা হাদীস শরীফে কয়েক রকম এসেছে ;

ক-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম য়্যাকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।"

অর্থঃ- আমি সাক্ষি দিচ্ছিছে যে, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি একক, ভরসাস্থল, যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই -এই অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।"[৪৪]

খ-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া-ল্লা-হু বিআন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ, আন তাগফিরা লী যুনূবী, ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক, একক, ভরসাস্থল আল্লাহ! যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তুমি আমার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।"[৪৫]

৪৪ *(আবু দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৭, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*
৪৫ *(সহীহ নাসাঈ ১২৩৪)*

গ–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হাম্‌দ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল মান্না-নু বাদীউস সামা-ওয়া-তি অল আরয্‌, ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম।"

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই অসীলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা, হে মহিমময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর।"[৪৬]

ঘ -

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

অর্থঃ- তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র মহান! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

১০। আল্লাহর প্রশংসা (হাম্‌দ ও সানা) দিয়ে অতঃপর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ ক'রে দু'আ শুরু করা এবং অনুরূপ শেষ করা।

রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে, তখন তার উচিত আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা দিয়ে শুরু করা, অতঃপর নবীর উপর দরূদ পড়া, অতঃপর ইচ্ছামত দু'আ করা।"[৪৭]

১১। কাকুতি-মিনতি, বিনয়, আশা, আগ্রহ, মুখাপেক্ষিতা ও ভীতির সাথে দু'আ করা। একান্ত 'ফকীর' হয়ে আল্লাহর দরবারে অক্ষমতা, সঙ্কীর্ণতা ও দুরবস্থার অভিযোগ করা। যেভাবে আয়্যুব নবী ব্যাধিগ্রস্ত হলে, যাকারিয়া নবী নিঃসন্তান হলে, ইউনুস নবী মাছের পেটে গেলে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।" *(সূরা আ'রাফ ২০৫)*

৪৬ (আবূ দাউদ ১৪৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৮, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)
৪৭ (আবূ দাউদ ২/৭৭, তিরমিযী ৫/৫১৬, নাসাঈ ৩/৪৪)

"তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত, আশা ও ভীতির সাথে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।" *(সূরা আম্বিয়া ৯০ আয়াত)*

বান্দার যতই সুখ থাক, স্বাচ্ছন্দ্যের সাগরে ডুবে থাকলেও সে সর্বদা আল্লাহর রহমতের ভিখারী ও মুখাপেক্ষী। মিসকিন বান্দার যা আছে তা কাল চলে যেতে পারে। সব আছে বা সব পেয়েছি বলে দু'আ বন্ধ করা মূর্খতা। সব কিছু থাকলেও যা আছে তা যাতে চলে না যায়, তার জন্যও দু'আ করতে হবে। তাছাড়া পরজীবনের কথা তার অজানা। পরকালে সুখ পাবে কি না -সে বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। অতএব পরকালের সুখও তাকে চেয়ে নিতে হবে এবং সে প্রার্থনা হবে অনুনয়-বিনয় সহকারে; ঔদ্ধত্যের সাথে নয়।

১২। নিজের অপরাধ ও আল্লাহর অনুগ্রহকে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্বক দু'আ করা। এ বিষয়ে 'সাইয়েদুল ইস্তিগফার' দু'আ ইস্তিগফারের অনুচ্ছেদে আসবে।

১৩। কষ্ট-কল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দু'আ না করা। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক জুমআহ (সপ্তাহে) লোকদেরকে মাত্র একবার ওয়ায কর। যদি না মানো তবে দুইবার। তাও যদি না মানো তবে তিনবার। লোকেদেরকে এই কুরআনের উপর বিরক্ত করো না। আর আমি যেন তোমাকে না (দেখতে) পাই যে, কোন সম্প্রদায় তাদের নিজেদের কোন কথায় ব্যাপৃত থাকলে তুমি তাদের নিকট গিয়ে নিজের বয়ান শুরু করে দাও এবং তাদের কথা কেটে তাদেরকে বিরক্ত কর। বরং তুমি সেখানে উপস্থিত হয়ে চুপ থাক; অতঃপর তারা সাগ্রহে আদেশ করলে তুমি বয়ান কর। খেয়াল করে ছন্দযুক্ত দু'আ থেকে দূরে থাক। যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গের নিকট উপলব্ধি করেছি যে, তাঁরা এটাই করতেন। অর্থাৎ, ছন্দ বানিয়ে দু'আ উপেক্ষা করতেন।"[৪৮]

১৪। তওবা করে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্তে, পাপ বর্জন ক'রে, লজ্জিত হয়ে, পুনঃ ঐ পাপে না ফিরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে এবং অন্যায়ভাবে কারো মাল হরফ ক'রে থাকলে তা ফেরৎ দিয়ে ও কারো প্রতি জুলুম করে থাকলে তার প্রতিশোধ দিয়ে অথবা ক্ষমা চেয়ে তারপর) দু'আ করা। যেহেতু পাপে লিপ্ত থাকলে দু'আ কবুল হয় না।

১৫। হালাল পানাহার করা এবং হালাল পরিধান করা। এ বিষয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই আদেশই করেছেন যে আদেশ রসূলগণকে করেছেন, তিনি বলেন, "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎকাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।" *(কুঃ ২৩/৫১)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, যার অর্থ, "হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর---।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২)*

৪৮ (বুখারী ৭/১৫৩)

অতঃপর রসূল ﷺ সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি ধুলোধূসরিত আলুথালু বেশে (সৎকাজের উদ্দেশ্যে) সফর করে। তার হাত দু'টিকে আকাশের দিকে তুলে, 'হে প্রভু! হে আমার প্রতিপালক!' বলে (দু'আ করে), কিন্তু তার আহার্য হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং হারাম খাদ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে। সুতরাং কেমন ক'রে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে?[৪৯]

১৬। খুব গুরুত্বপূর্ণ দু'আ হলে ফিরিয়ে ফিরিয়ে ৩ বার ক'রে বলা। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ যখন কুরাইশের উপর বদ্দুআ করেছিলেন, তখন ৩ বার ক'রে বলেছিলেন।[৫০]

১৭। দু'আর পূর্বে ওযু করা। অবশ্য প্রত্যেক দু'আ বা যিক্‌রের জন্য ওযু বা গোসল করা জরুরী নয়। তবে সাধারণ প্রার্থনার জন্য মুস্তাহাব।[৫১]

১৮। কেবলা-মুখ হয়ে দু'আ করা। এ আদবটিও সকল দু'আর ক্ষেত্রে জরুরী নয়।

১৯। মুখ বরাবর দুই হাত তুলে দু'আ করা। এ আদবটিও সেখানে ব্যবহৃত, যেখানে আল্লাহর রসূলের নির্দেশ আছে। অথবা যেখানে কোন নির্দেশ নেই সেখানে সাধারণ প্রার্থনার ক্ষেত্রে এ আদবের খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু হাত তুলে দু'আর শেষে মুখে হাত বুলানো প্রসঙ্গে কোন সহীহ হাদীস নেই। তাই মুখে হাত বুলানো বিদআত।

প্রকাশ থাকে যে, ইস্তিগফার করার সময় একটি আঙ্গুল তুলে ইশারা ক'রে এবং সকাতর প্রার্থনার সময় দুই হাত মাথা বরাবর লম্বা ক'রে তুলে দু'আ করতে হয়।[৫২]

২০। অশ্রু বিসর্জনের সাথে দু'আ করা।[৫৩]

২১। অপরের জন্য দু'আ করলে নিজের জন্য প্রথমে দু'আ শুরু করা। যেমন নবী ﷺ কারোর জন্য দু'আ করলে নিজের জন্য প্রথম শুরু করতেন।[৫৪]

২২। দু'আয় সীমালংঘন ও অতিরঞ্জন না করা। যেমন, 'হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের সম্পদ, সৌন্দর্য, হুর-গেলমান, দুধের নহর---চাই।' হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুন থেকে, তার শিকল ও বেড়ি থেকে, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ থেকে পানাহ চাই---' হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকে সাদা মহল চাই--।' ইত্যাদি বলে দু'আ করা বৈধ নয়। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে জাহান্নাম থেকে রেহাই পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাওয়াই যথেষ্ট। তাই তো সেই দু'আ করা উচিত, যার শব্দ কম অথচ অর্থ অনেক ব্যাপক।[৫৫]

---

৪৯ (মুসলিম ৪/৭০৩)
৫০ (বুখারী ৪/৬৫, মুসলিম ৩/১৪১৮)
৫১ (বুখারী ৫/১০১, মুসলিম ৪/১৯৪৩)
৫২ (আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৬৬৯৪নং)
৫৩ (মুসলিম ১/১৯১)
৫৪ (তিরমিযী ৫/৪৬৩)
৫৫ (আবূ দাঊদ ১/২৪, ২/৭৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

অর্থাৎ তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ আয়াত)*

দু'আতে প্রায় ২০ প্রকার সীমালংঘন হতে পারে;

১	শির্কমূলক দু'আ করা।
২	শরীয়ত যা হবে বলে, তা না হতে দু'আ করা; যেমন বলা যে, 'আল্লাহ! তুমি কিয়ামত কায়েম করো না, কাফেরকে আযাব দিয়ো না।'
৩	শরীয়ত যা হবে না বলে, তা হতে দু'আ করা; যেমন বলা যে, 'আল্লাহ! তুমি কাফেরকে বেহেশ্‌ত দান কর, আমাকে দুনিয়ায় চিরস্থায়ী কর, আমাকে গায়েবী ইল্‌ম দাও বা আমাকে নিষ্পাপ কর' ইত্যাদি।
৪	জ্ঞান ও বিবেকে যা হওয়া সম্ভব, তা না হতে দু'আ করা।
৫	জ্ঞান ও বিবেকে যা হওয়া অসম্ভব তা হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা; যেমন, 'আল্লাহ! আমি যেন একই সময় দুই স্থানে উপস্থিত ও প্রকাশ হতে পারি' ইত্যাদি।
৬	সাধারণতঃ যা ঘটা অসম্ভব তা ঘটতে প্রার্থনা করা। যেমন, 'আল্লাহ! আমাকে এমন মুরগী দাও, যে সোনার ডিম পাড়ে, আমাকে যেন পানাহার করতে না হয়' ইত্যাদি।
৭	শরীয়তে যা হবে না বলে শ্রুত, পুনরায় তা না হতে প্রার্থনা করা; যেমন, 'আল্লাহ! তুমি কাফেরদেরকে জান্নাত দিও না' ইত্যাদি।
৮	শরীয়তে যা হবে বলে শ্রুত, পুনরায় তা হতে দু'আ করা।
৯	প্রার্থিত বিষয়কে আল্লাহর ইচ্ছায় লটকে দেওয়া; যেমন, 'হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে ক্ষমা কর' ইত্যাদি।
১০	অন্যায়ভাবে কারো উপর বদ্দুআ করা।
১১	কোন হারাম বিষয় প্রার্থনা করা; যেমন, 'আমি যেন ব্যভিচার করতে বা চুরি করতে পারি বা তাতে ধরা না পড়ি।'
১২	প্রয়োজনের অধিক উচ্চঃস্বরে দু'আ করা।
১৩	অবিনীতভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হয়ে দু'আ করা।
১৪	আল্লাহর সঠিক নাম ও গুণ ব্যতিরেকে অন্য নাম ধরে ও গুণ বর্ণনা করে প্রার্থনা।
১৫	যা বান্দার জন্য উপযুক্ত নয় তা চাওয়া ; যেমন, নবী বা ফিরিশ্‌তা হতে চাওয়া।

১৬	অপ্রয়োজনীয় লম্বা দু'আ করা। (একই দু'আ দু-তিন ভাষায় বলা।)
১৭	কষ্ট-কল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দু'আ করা।
১৮	অকান্নায় ইচ্ছাকৃত হো হো করে উচ্চ শব্দে দু'আ করা।
১৯	নিয়মিত এমন প্রকার, এমন রূপে এবং এমন স্থান ও কালে দু'আ করা যা কিতাব ও সুন্নাহতে প্রমাণিত নয়।
২০	গানের মত লম্বা সুর-ললিত কণ্ঠে দু'আ করা।[৫৬]

২৩। কোন পাপ কাজ করার উদ্দেশ্যে অথবা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দু'আ না করা।

২৪। সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে দূরে থেকে দু'আ করা।

২৫। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া।

২৬। যে সময় স্থান ও অবস্থাকালে দু'আ কবুল হয়, সে সময়াদিতে দু'আ করার সুযোগ গ্রহণ করা।

২৭। ছোট না চেয়ে বড় কিছু চাওয়া।[৫৭]

২৮। এমন কিছু না চাওয়া, যা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। যেমন, আখেরাতের আযাব দুনিয়াতেই না চাওয়া।[৫৮]

দুঃখ-কষ্ট চেয়ে ধৈর্য প্রার্থনা না ক'রে সরাসরি দুঃখ-কষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া উচিত। তাই এমন প্রার্থনা করা বৈধ নয় ঃ-

'দুঃখ যদি দিও প্রভু, শক্তি দিও সহিবারে।'
'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।'

৫৬ (মাজাল্লাতুল বায়ান ৭৩ সংখ্যা ১৯৯৪ খ্রিঃ ১২০-১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)
৫৭ (মুসলিম ২৬৭৯)
৫৮ (ঐ ২৬৮৮)

কখন ও কোথায় দু'আ কবুল হয় ?

নিম্নলিখিত সময়, স্থান ও অবস্থায় দু'আ কবুল করা হয় বলে হাদীস-সূত্রে জানতে পারা যায়ঃ-

শবেকদরে, রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে, ফরয নামাযের পশ্চাতে (সালাম ফিরার পূর্বে), আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তীকালে, ইকামত হলে, রাত্রের কোন এক মুহূর্তে, জুমআর রাত্রি-দিনের কোন এক মুহূর্তে, ফরয নামাযের জন্য আযান দেওয়ার সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, জিহাদে হানাহানি চলা কালে, সত্য নিয়তে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে যমযম পানি পান করার সময়, সিজদারত অবস্থায়, রাত্রি কালে ঘুম থেকে জেগে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর। আল হামদু লিল্লা-হ, সুবহা-নাল্লাহ, অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, অল্লা-হু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ' বলে দু'আ করার সময়, ওযু করে ঘুমিয়ে রাত্রে জেগে দু'আ করার সময়, ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করার সময়, কারো মৃত্যুর পর, শেষ তাশাহহুদে আল্লাহর প্রশংসা করে ও নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ ক'রে দু'আ করার সময়, কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য কেউ দু'আ করার সময়, রমযান মাসে, যিকরের মজলিসে, বিপদের সময়, 'ইন্না লিল্লাহ------ আল্লাহুম্মা'জুরনী-----' পড়ার সময়, নির্মল ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি হৃদয়ের পরম ভক্তি ও চরম আগ্রহের সময়, অত্যাচারিত অত্যাচারীর উপর বদ্দুআ করলে, পিতামাতা পুত্রের জন্য দু'আ অথবা বদ্দুআ করলে, মুসাফির দু'আ করলে, রোযাদার দু'আ করলে, আর্তব্যক্তি দু'আ করলে, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ দু'আ করলে, কা'বা-ঘরের ভিতরে, সাফার উপর, মারওয়ার উপর, আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে, মাশআরুল হারামের নিকট, মিনায় ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর মারার পর, ইস্তিফতাহে নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করলে, সূরা ফাতেহা পাঠ করার সময় ও শেষে আমীন বলার সময়, রুকু থেকে মাথা তুলে ইত্যাদি।[৫৯]

দু'আ কবুল না হওয়ার কারণ

১। অনেকে দু'আ করে, কিন্তু তাদের দু'আ কবুল হয় না, চায় অথচ পায় না। এর কতকগুলি কারণ আছে, যেমন; শীঘ্রতা করা। দু'আ করার পরই যে মঞ্জুর হবে তা জরুরী নয়। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারো দু'আ কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। বলে, 'দু'আ করলাম অথচ কবুল হল না।'"[৬০]

৫৯ (আদ্ দু'আ মিনাল কিতাবি অস্ সুন্নাহ ১০-১৫ পৃঃ)
৬০ (বুখারী ১১/১৪০, মুসলিম ৪/ ২০৯৫)

২। সৃষ্টিকর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার হিকমত।

বান্দা দু'আতে যা চায়, তা তার জন্য মঙ্গলদায়ক কি না, তা সে সঠিক জানে না। কিন্তু আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, বান্দা যা চাচ্ছে, তা তার জন্য কল্যাণকর বটে কি না, তা বর্তমানেই তার জন্য ফলপ্রসূ, নাকি কিছুদিন বা দীর্ঘদিন পর? অথবা যা চাচ্ছে, তা তার জন্য যথোপযুক্ত নয়। বরং অন্য কিছু তার জন্য অধিক লাভদায়ক। অথবা কল্যাণ আসার চেয়ে আসন্ন বিপদ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া তার জন্য ভালো। তাই আল্লাহ বান্দার জন্য যা করেন, তা তার মঙ্গলের জন্যই করেন। বান্দার আসল মঙ্গলের প্রতি খেয়াল রেখে কখনো দু'আ কবুল হয়, কখনো কবুল হয় না। তা বলে তার দু'আ করাটা বৃথা নষ্ট হয়ে যায় না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম যখন আল্লাহর নিকট এমন দু'আ করে, যাতে পাপ ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নতা নেই, তখন আল্লাহ তাকে তিনটের একটা দান ক'রে থাকেন; সত্বর তার দু'আ মঞ্জুর করা হয় অথবা পরকালের জন্য তা জমা রাখা হয় অথবা অনুরূপ কোন অকল্যাণকে তার জীবন হতে দূর করা হয়।"

লোকেরা বলল, 'তাহলে আমরা অধিক অধিক দু'আ করব।' তিনি বললেন, "আল্লাহও অধিক দানশীল।"[৬১]

৩। কোন পাপ বা জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন করার দু'আ করলে তা কবুল হয় না। পাপের দু'আ যেমন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়ে উন্নতির জন্য দু'আ, চোরের চুরি করতে ধরা না পড়ার দু'আ ইত্যাদি।

৪। হারাম পানাহার ও পরিধান করা।

৫। দু'আয় দৃঢ়চিত্ত না হওয়া এবং আল্লাহর ইচ্ছায় 'যদি' যোগ করা। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু নেই। যেমন দু'আর আদবে আলোচিত হয়েছে।

৬। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দান ত্যাগ করা। মানুষ নিজে ভালো হলেই যথেষ্ট নয়। অপরকে ভালো করার চেষ্টা করাও তার সর্বাঙ্গীন ভালো হওয়ার পরিপূরক। তাই সর্বাঙ্গসুন্দর ভালো লোক হতে চাইলে সামর্থ্যানুযায়ী সৎকাজের আদেশ দিতে হবে এবং সম্মুখে বা জানতে কোন পাপকাজ ঘটলে, তাতে সাধ্যানুক্রমে (হাত দ্বারা, না পারলে মুখ দ্বারা) বাধা দিতে হবে। তাও না পারলে, অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে। নচেৎ শাস্তিতে সেও তাদের দলভুক্ত হবে, আর তার দু'আও মঞ্জুর হবে না।[৬২]

৭। কিছু পাপ বা নির্দিষ্ট অবাধ্যাচরণে আলিপ্ত থাকা। যাঁর অবাধ্যাচরণ করা হয় ও যাঁর কথার অন্যথাচরণ করা হয় তাঁর নিকট প্রার্থনা করে কিছু পাওয়ার আশা সব

৬১ (আহমদ ৩/১৮, হাকেম ১/৪৯৩, যা-দুল মাসীর ১/১৯০)
৬২ (বুখারী ১১/১৩৯,৪/২০৬৩)

সময় করা যায় না। এ ব্যাপারে রসূল ﷺ-এর একটি ইঙ্গিত; তিনি বলেন, "তিন ব্যক্তি দু'আ করে অথচ তাদের দু'আ মঞ্জুর করা হয় না; (১) যে ব্যক্তির বিবাহ-বন্ধনে কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রী থাকে অথচ তাকে তালাক দেয় না, (২) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট মালের অধিকারী থাকে অথচ তার উপর সাক্ষী রাখে না, (৩) যে ব্যক্তি নির্বোধকে তার সম্পদ দান করে অথচ আল্লাহ পাক বলেন, "আর তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না---।"[৬৩]

৮। ঔদাস্য, কুপ্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর বশবর্তী থাকা এবং মিনতি, ভক্তি, আশা ও ভীতির অভাব থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ অবশ্যই কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন না করে।" *(কুঃ ১৩/১১)*

আর রসূল ﷺ বলেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জেনে রাখ যে, আল্লাহ উদাসীন ও অমনোযোগী হৃদয় থেকে দু'আ মঞ্জুর করেন না।'

দু'আ কবুল হওয়ার কারণসমূহ

পূর্বের আলোচনা হতে কি কি কারণে দু'আ মঞ্জুর হয়, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। যেমন হালাল খাওয়া-পরা, দু'আর ফললাভের জন্য তাড়াতাড়ি না করা, পাপ ও জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্নের দু'আ না করা এবং গোনাহ থেকে দূরে থেকে বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহরই নিকট দু'আ করা ইত্যাদি।[৬৪]

দু'আ কবুলের এক শর্ত হল বিশুদ্ধ ঈমান। তাই কাফের বা মুশরিকের দু'আ বা বদ্দুআ কবুল নয়। অবশ্য কাফের যদি মুসলিমের হক্কে দু'আ করে তবে তাতে 'আমীন' বলা বৈধ। কারণ মুসলিমের হক্কে কাফেরের দু'আও কবুল হয়ে থাবে।[৬৫]

শুদ্ধ দু'আ

দু'আ ও যিক্‌রকারী মুসলিমদের জন্য একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, কেউ যেন দু'আ ও যিক্‌র করতে গিয়ে বিদআত ক'রে না বসে। দু'আ বা যিক্‌র কেবল তাই করা উচিত, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন। অথবা কোন সাহাবী তাঁর জীবনে তা আমল করে গেছেন। যা কিতাব ও সহীহ (ও হাসান) সুন্নাহতে অথবা কোন সাহাবার আমলে প্রমাণিত। যেহেতু সহীহ হাদীসের উপর আমলই

৬৩ (কুঃ ৪/৫, হাকেম ২/৩০২)
৬৪ (আয় যিক্‌রু অদ্দুআ দ্রষ্টব্য)
৬৫ (সিঃ সহীহাহ ৬/৪৯৩)

মুসলিমদের জন্য যথেষ্ট। অন্যথা জাল ও দুর্বল হাদীস অথবা কোন আলেমের মনগড়া কল্পিত আরবী বাক্য দ্বারা যিকর বা দু'আ বিদআত হবে। যেমন যদি কোন অনির্দিষ্ট দু'আ বা যিক্র কোন স্থান, সময়, নিয়ম, গুণ, সংখ্যা বা কারণ ইত্যাদি দ্বারা নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়, তাহলে তাও বিদআতরূপে পরিগণিত হবে। তাই সাধারণ ক্ষেত্রে ও নিজের প্রয়োজনের সময় দু'আ করতেও কুরআনী দু'আ, শুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দু'আয়ে-রসূল অথবা শুদ্ধ প্রমাণিত কোন সাহাবার দু'আ বেছে নেওয়া উচিত। কোন দু'আ না পেলে হাম্‌দ ও দরূদ পড়ে নিজের ভাষায় নিজের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা চলে।

পক্ষান্তরে রসূল ﷺ যে স্থানে বা সময়ে দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বা নিজে দু'আ করেছেন সেই দু'আর সেই নিয়ম ও পদ্ধতি সকলের ক্ষেত্রে মান্য হবে। যেমন ইস্তিসকায়, আরাফায়, সাফা মারওয়ার উপর, ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর মারার পর, কুনূতে, কেউ দু'আ করতে আবেদন করলে তার জন্য (কখনো কখনো) হাত তুলে দু'আ করছেন। এসব ক্ষেত্রে হাত তুলে দু'আ করা হবে। নামাযের পর দু'আ বা যিক্র করেছেন বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলেননি বা তুলতে নির্দেশ দেননি, দাফনের পর দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলতে বলেননি বা নিজেও হাত তুলে ওখানে দু'আ করেননি, বর-কনের জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু হাত তুলেননি। তাই এ সব ক্ষেত্রে এবং যেখানে তাঁর আদর্শ বর্তমান রয়েছে, সেখানে হাত তোলা দু'আর আদব বলে আমরা হাত তুলতে পারি না। তাই তো জুমআর খুতবায় দু'আ বিধেয় হলেও, হাত তুলে বিদআত। মাসরূক বলেন, '(জুমআর দিন ইমাম-মুক্তাদী মিলে যারা হাত তুলে দু'আ করে) আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিক।'[৬৬]

অনুরূপ কারণে জামাআত থাকতেও আল্লাহর রসূল ﷺ যেখানে জামাআতী দু'আ করেননি বা কোন সাহাবাও করেননি, সেখানে আমরাও জামাআত করে দু'আ করতে পারি না। তিনি যেমন করেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম ঐ সব ক্ষেত্রে যেমন করেছেন, তেমনটাই করা আমাদের কর্তব্য। অনুসরণে আমাদের কল্যাণ এবং নতুনভাবে কিছু করাতেই বিপদ আছে।

আসুন, আমরা আগামীতে দেখি, আমাদের আদর্শ রসূল ﷺ কোথায়, কোন সময়ে, কিভাবে, কতবার, কি দু'আ বা যিক্র পড়েছেন বা পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সেই মতই আমল করি। যেগুলি প্রার্থনার সাধারণ দু'আ সেগুলি আমাদের প্রয়োজন মত সময়ে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বেছে নিয়ে প্রার্থনা করি।

---

৬৬ (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৫৪৯১ ও ৫৪৯৩ নং)

তসবীহ ও তহলীল

ইসলামী মূলমন্ত্র কলেমা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

"লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।

প্রকাশ যে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যিক্র করা যায় কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যোগ করে যিক্র করা হয় না। অনুরূপ কেবল 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলে বা 'আল-আল, ইল-ইল, হু-হু' বলে যিক্রও বিদআত। যিকরের তসবীহ ও তহলীল নিম্নরূপ ঃ-

১। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ- " লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা- শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

এই দু'আটি দিনে যে কোন সময়ে ১০০ বার পাঠ করলে ১০ টি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়, ১০০ টি নেকী লিখা হয়, ১০০ টি গোনাহ মার্জনা করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।[৬৭]

যে ব্যক্তি এই দু'আটি ১০ বার পাঠ করবে, সে ইসমাঈলের বংশধরের ৪টি গোলাম আযাদের সমান সওয়াব অর্জন করবে।[৬৮]

২। سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- 'সুবহা-নাল্লা-হি অ বিহামদিহ।'

অর্থঃ- আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করি।

---

৬৭ (বুখারী ৪/৯৫, মুসলিম ৪/২০৭১)
৬৮ (বুখারী৭/২৬৭, মুসলিম ৪/২০৭১)

দিনের যে কোন সময়ে এই তসবীহটি ১০০ বার পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ পাপ হলেও তা মাফ হয়ে যাবে।[৬৯] সকাল ও সন্ধ্যায় ১০০ বার ক'রে পড়লে কিয়ামতে সবচেয়ে বেশী সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে।[৭০] আর এটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।[৭১]

৩। سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হিল আযীমি অবিহামদিহ।

অর্থঃ- আমি মহান আল্লাহর সপ্রসংস পবিত্রতা ঘোষণা করি।[৭২]

৪। سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হি অ বিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করি, মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি।

এই তসবীহ দু'টি মুখে হাল্কা, কিয়ামতে নেকীর মীযানে (পাল্লায়) ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়। যে কোন সময়ে এটি পাঠ করতে হয়।[৭৩]

৫। سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، اَللهُ أَكْبَرُ।

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হ, (এটিকে তাসবীহ বলে) আল হামদু লিল্লা-হ, (এটিকে তাহমীদ বলে) লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (এটিকে তাহলীল বলে) আল্লা-হু আকবার, (এটিকে তাকবীর বলে)।

অর্থঃ- আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই ,আল্লাহ সবচেয়ে মহান।

এই কলেমাগুলি বিশ্বের সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম ও নবী প্রিয়।[৭৪] আর আল্লাহর নিকটেও প্রিয়। এগুলি যে কোন সময়ে আগে পিছে ক'রে পড়া যায়।[৭৫]

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'আ 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যিক্‌র 'লা ইলাহা

৬৯ (বুখারী ৭/ ১৬৮, মুসলিম ৪/২০৭১)
৭০ (মুসলিম৪/২০৭১)
৭১ (মুসলিম ২৭৩১নং)
৭২ (তিঃ৫/৫১১)
৭৩ (বুখারী)
৭৪ (বুখারী ৭/১৬৮, মুসলিম ৪/২০৭২)
৭৫ (মুসলিম৩/১৬৮৫)

ইল্লাল্লাহ।[৭৬]

একবার তসবীহ পাঠ করলে ১০০০ টি নেকী লিখা হয় অথবা ১০০০ টি গোনাহ ঝরে যায়।[৭৭]

এই কলেমাগুলি জান্নাতের বৃক্ষহীন বাগানের বৃক্ষচারা। 'আলহামদু লিল্লাহ' মীযান ভরে দেয় এবং 'সুবহা-নাল্লা-হি অলহামদু লিল্লা-হ' আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়।[৭৮]

৬।

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَى نَفْسِهِ،

سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লা-হি 'আদাদা খালক্বিহ, সুবহা-নাল্লা-হি রিযা নাফসিহ, সুবহা-নাল্লা-হি যিনাতা আরশিহ, সুবহা-নাল্লা-হি মিদা-দা কালিমা-তিহ।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজনের সমান, তাঁর বাক্যাবলীর সমান সংখ্যক। এই তসবীহটি তিন বার পাঠ করলে ফজরের পর থেকে চাশ্‌তের সময় পর্যন্ত যিক্‌র করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়।) এটি সকালের দিকে বলা ভালো।

(মুসলিম ২৭২৬নং)

৭।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى ملءِ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ،

৭৬ (তিরমিযী ৫/৪৬২)
৭৭ (মুসলিম ২৬৯৮)
৭৮ (মুসলিম)

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى مِلءِ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লাহি 'আদাদা মা খালাক্বা, আলহামদু লিল্লাহি মিলআ মা খালাক্বা, আলহামদু লিল্লাহি 'আদাদা মা ফিস্‌সামাওয়াতি অমা ফিল আর্‌য্‌, আলহামদু লিল্লাহি 'আদাদা মা আহস্বা কিতাবুহ, অলহামদু লিল্লাহি 'আলা মিলই মা আহস্বা কিতাবুহ, অলহামদু লিল্লাহি 'আদাদা কুল্লি শাই', অলহামদু লিল্লাহি মিলআ কুল্লি শাই'।

সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা খালাক্বা, সুবহানাল্লাহি মিলআ মা খালাক্বা, সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা ফিস্‌সামাওয়াতি অমা ফিল আর্‌য্‌, সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা আহস্বা কিতাবুহ, অসুবহানাল্লাহি 'আলা মিলই মা আহস্বা কিতাবুহ, অসুবহানাল্লাহি 'আদাদা কুল্লি শাই', অসুবহানাল্লাহি মিলআ কুল্লি শাই'।

অর্থঃ- আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ, আল্লাহর প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তার সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার পরিপূর্ণ, আল্লাহর প্রশংসা সকল বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং আল্লাহর প্রশংসা সকল বস্তু পরিপূর্ণ।

আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, ---তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ, ---আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তার সমান সংখ্যক, ---তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার সমান সংখ্যক, ---তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার পরিপূর্ণ, ---সকল বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং ---সকল বস্তু পরিপূর্ণ।

এই যিক্‌র পড়লে রাতদিন যিক্‌র করার সমান সওয়াব লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি এই যিক্‌র শিখো এবং তোমার পরবর্তীকে শিখিয়ে দাও।"[৭৯]

৮- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

৭৯ (ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ২৬১৫নং)

উচ্চারণঃ- লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা- শারীকা লাহ, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, অলহামদু লিল্লা-হি কাসীরা, সুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, লা-হাওলা অলা- কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল আযীযিল হাকীম।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি নেই।

৯- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইলা বিল্লা-হ।

অর্থ- পূর্বের দু'আয় দ্রষ্টব্য।

এটি জান্নাতের একটি ভাণ্ডার।[৮০]

সকাল ও সন্ধ্যায় যিক্‌র

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(কুঃ ৩৩/৪০-৪১নং)*

"আর সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(কুঃ ৪০/৫৫ নং)*

"আর তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।" *(কুঃ ৫০/৩৯ নং)*

১। সকাল ও সন্ধ্যায় "সুবহা- নাল্লা-হি অবিহামদিহ" ১০০বার করে। (এর অর্থ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে)

২।

أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

৮০ (বুখারী ১১/২১৩, মুসলিম ৪/২০৭৬)

وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ- আম্‌সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লা-হ, অলহামদু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আ'উযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আ'উযু বিকা মিন আযা-বিন ফিন্না-রি অ আযা-বিন ফিল ক্বাব্‌র।"

অর্থঃ- আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

এই দু'আটি সন্ধ্যার সময় পাঠ করতে হয়। সকাল বেলায়ও এই দু'আটি পাঠ করতে হয়। তবে শুরুতে "আমসাইনা অ আমসাল" এর পরিবর্তে "আসবাহনা অ আসবাহাল" বলতে হবে। এটি আল্লাহর রসূল ﷺ পাঠ করতেন।[৮১]

৩। সূরা "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস" সকাল সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে পঠনীয়। যা প্রত্যেক জিনিসের মন্দ থেকে যথেষ্ট হবে।[৮২]

---

৮১ (মুসলিম৪/ ২০৮৮)
৮২ (আবু দাউদ, তিরমিযী)

৪। সকাল হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা অবিকা আমসাইনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকান নুশূর।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

সন্ধ্যা হলে পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ إِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা অবিকা আসবাহনা অবিকা নাহয়্যা অবিকা নামূতু অ ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

এই দু'আটি আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন।[৮৩]

৫। সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার ,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ আনা 'আব্‌দুকা অ আনা 'আলা 'আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

---

৮৩ (তিরমিযী ৫/৪৬৬)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

ক্ষমা প্রার্থনার এই দু'আটি যদি কেউ সন্ধ্যাবেলায় পড়ে ঐ রাতে মারা যায় অথবা সকালবেলায় পড়ে ঐ দিনে মারা যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৮৪]

৬-

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গায়বি অশশাহা-দাহ, ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি অল আরযি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত আ'উযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বা-নি অশির্কিহ।

অর্থঃ- হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দু'আটি সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পঠনীয়।[৮৫]

৭-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্‌রু মা'আসমিহী শাইউন ফিল আরযি অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামী'উল 'আলীম।

৮৪ (বুখারী ৭/১৫০)
৮৫ (আবু দাউদ, সহীহ তিরমিযী, আলবানী ৩/১৪২)

অর্থঃ- আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

এই দু'আটি সন্ধ্যাকালে ৩ বার ক'রে পাঠ করলে কোন জিনিস ক্ষতি সাধতে পারে না।[৮৬]

৮।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ- 'আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দু'আটি সন্ধ্যার সময় পড়লে ঐ রাতে কোন সাপ-বিছা ইত্যাদি কষ্ট দিতে পারে না।[৮৭]

৮।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِكَ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনয়্যা অলআ-খিরাহ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফওয়া অল আ-ফিয়াতা ফী দ্বীনী অ দুনয়্যা-য়্যা অ আহলী অমা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর 'আওরা-তী অ আ-মিন রাও'আ-তী, আল্লা-হুম্মাহফাযনী মিম বাইনি য়্যাদাইয়্যা অমিন খালফী অ'আঁই য়্যামীনী অ'আন শিমা-লী অমিন ফাউক্বী, অ'আউযু বি'আযামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী।

৮৬ (আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী ২/৩৩২)
৮৭ (মুসলিম ৪/২০৮০)

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং পরিবার ও সম্পদে ক্ষমা ও নিরাপত্তা ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার লজ্জাকর বিষয়সমূহ গোপন করে নাও এবং আমার ভীতিতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সম্মুখ ও পশ্চাৎ, ডান ও বাম এবং উপর থেকে রক্ষণা-বেক্ষণ কর। আর আমি তোমার মাহাত্ম্যের অসীলায় আমার নিচে ভূমি ধ্বসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর নবী ﷺ এ দু'আটি পাঠ করতেন।[৮৮]

১০।

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণ- আস্‌বাহনা 'আলা ফিত্‌রাতিল ইসলা-মি অ'আলা কালিমাতিল ইখলাস, অ 'আলা দ্বীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ﷺ, অ 'আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমাউ অমা কা-না মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ- আমরা সকালে উপনীত হলাম ইসলামের প্রকৃতির উপর, ইখলাসের বাণীর উপর, আমাদের নবী ﷺ-এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইব্রাহীম عليه السلام-এর ধর্মাদর্শের উপর, যিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

এটিও তিনি সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতেন।[৮৯]

১১।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণঃ- ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীস, আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, অলা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা 'আইন।

---

৮৮ (সহ ইমাঃ ২/৩৩২)

৮৯ (সহীহুল জা-মে ৪/২০৯)

অর্থঃ- হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার করুণার অসীলায় ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল বিষয়কে সংশোধন করে দাও। আর চোখের এক পলক বরাবরও আমাকে আমার নিজের প্রতি সোপর্দ করে দিও না।[৯০]

১২। আয়াতুল কুরসী।[৯১]

শয়নকালে দু'আ ও যিক্‌র

১। বিছানায় শয়ন ক'রে দুই হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিয়ে, সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস পড়ে যথাসম্ভব সারা দেহে বুলিয়ে নিতে হয়। এমনটি ৩ বার করতে হয়।[৯২]

২। শয়ন করে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহর তরফ থেকে এক রক্ষী নিযুক্ত হয়ে যায় এবং শয়তান ঐ পাঠকারীর নিকটবর্তী হতে পারে না।[৯৩]

৩। সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করলে সকল প্রকার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট।[৯৪]

৪।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু অ আহ্‌য়্যা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

৫। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় শয়ন করলে তা ঝেড়ে শুতে হয়। শয়ন ক'রে এই দু'আ পড়তে হয়,

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণঃ- বিস্‌মিকা রাব্বি অয়া'তু যামবী অবিকা আরফা'উহু ফাইন আম্‌সাক্‌ত নাফ্‌সী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফায্‌হা বিমা তাহফাযু বিহী 'ইবা-দাকাস স্বা-লিহীন।

---

৯০ (নাসাঈ, বাযযার, সহীহ তারগীব ৬৫৪ নং)

৯১ (সহীহ তারগীব ৬৫৫ নং)

৯২ (বুখারী ৯/৬২, মুসলিম ৪/১৭২৩)

৯৩ (বুখারী ৪/৪৮৭)

৯৪ (বুখারী ৯/৯৪, মুসলিম ১/৫৫৪)

অর্থ- হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও, তাহলে তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে থাক।[৯৫]

৬। اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা খালাক্বতা নাফসী অআন্তা তাওয়াফ্‌ফা-হা, লাকা মামা-তুহা অমাহ্‌য়্যাহা, ইন আহ্‌য়্যাইতাহা ফাহ্‌ফাযহা, অইন আমাত্তাহা ফাগফির লাহা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আ-ফিয়াহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ আর তুমিই ওকে মৃত্যু দান করবে। তোমারই জন্য ওর মরণ এবং জীবন। যদি তুমি ওকে (পৃথিবীতে) জীবিত রাখ, তাহলে তার হিফাযত কর। আর যদি ওকে মৃত্যু দাও, তাহলে ওকে মাফ কর। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা চাচ্ছি।[৯৬]

৭। ডান হাত গালের নিচে রেখে শুয়ে এই দু'আ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু 'ইবা-দাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে, সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।[৯৭]

৮। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা অসাক্বা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম মিম্মাল লা কা-ফিয়া লাহু অলা মু'বী।

৯৫ (বুখারী ৬৩২০নং, মুসলিম ৪/২০৮৪)
৯৬ (মুসলিম ৪/২০৮৩)
৯৭ (সিলসিলা সহীহাহ ২৭৫৪ নং)

অর্থ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে, যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই।[৯৮]

৯। নিদ্রার পূর্বে সূরা সাজদাহ ও সূরা মুল্‌ক পড়া উত্তম।[৯৯]

১০। সূরা কাফিরূন পাঠ করতে হয়, এতে শির্ক থেকে সম্পর্কহীনতা বর্তমান।[১০০]

১১। ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লাহ' পাঠ করলে মীযানে এক হাজার সওয়াব সংযোজিত হয়।[১০১]

১২। ওযু করে ডান কাতে শুয়ে সবশেষে নিম্নের দু'আ পড়লে যদি ঐ রাতে মৃত্যু হয় তবে ইসলামী প্রকৃতির উপর মৃত্যু হবে--

اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়ায্‌তু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্‌ ইলাইক্‌, লা মালজাআ' অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্‌।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি।[১০২]

৯৮ (মুসলিম)
৯৯ (সহীহুল জামে ৪/২৫৫)
১০০ (সহীহ তারগীব ৬০২ নং)
১০১ (সহীহ তারগীব ৬০৩ নং)
১০২ (বুখারী ১১/১১২, মুসলিম ৪/২০৮১)

ঘুম না এলে

বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসার ফলে এপাশ-ওপাশ করলে এই দু'আ পড়বে--

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

উচ্চারণঃ- লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহহার, রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল আরযি অমা বায়নাহুমাল 'আযীযুল গাফ্‌ফা-র।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই যিনি একক, প্রবল প্রতাপান্বিত। আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তুর প্রতিপালক। যিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[১০৩]

রাত্রে ভয় পেলে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

উচ্চারণঃ- আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন গাযাবিহী অ 'ইক্বা-বিহী অ শার্রি 'ইবা-দিহী অমিন হামাযা-তিশ শায়াত্বীনি অ আঁই য়্যাহযুরূন।

অর্থঃ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট হতে, শয়তানের প্ররোচনাদি এবং আমার নিকট ওদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১০৪]

দুঃস্বপ্ন দেখলে

সুস্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকে হয়। দুঃস্বপ্ন দেখলে নিম্নলিখিত কাজ করবে: (১) বাম দিকে তিনবার হাল্কা থুথু মারবে। (২) শয়তান থেকে এবং যা দেখেছে তার মন্দ থেকে ৩ বার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (৩) সেই স্বপ্ন কাউকে বলবে না। (৪) যে পার্শ্বে স্বপ্ন দেখেছে তার বিপরীত পার্শ্বে ফিরে শয়ন করবে। (৫) চাইলে উঠে নামায পড়বে।[১০৫]

---

১০৩ (সহীহ জা-মে' ৪/২১৩)
১০৪ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৭১)
১০৫ (বুখারী ৭/২৭, মুসলিম ৪/১৭৭২-১৭৭৩)

রাত্রিকালে ইবাদতের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (নবী)! উপাসনার জন্য রাত্রিতে উঠ (জাগরণ কর); রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশী। কুরআন তেলাওত কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।" *(কুঃ ৭৩/১-৫)*

"আর রাত্রের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে --- এ তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" *(কুঃ ১৭/৭৯)*

"রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(কুঃ ৭৬/২৬)*

আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।"[১০৬]

মধ্য রাত্রির শেষাংশে আল্লাহ বান্দার অতি নিকটবর্তী হন। তাই ঐ সময়ে বান্দার উচিত তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়া ও যিক্‌র করা।

প্রত্যেক রাত্রে এমন এক মুহূর্ত আছে যাতে আল্লাহর কাছে বান্দা যা চায়, তাই পেয়ে থাকে। রাত্রিতে ঘুম থেকে জেগে কেউ যদি নিম্নের দু'আ পড়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তাহলে তা মঞ্জুর করা হয়।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ- "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহু হামদু অহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহা-নাল্লা-হি অলহামদু লিল্লা-হি অলা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীম।

---

১০৬ (বুখারী, মুসলিম মিশকাত ১২২৩নং)

অর্থঃ- পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পর উঠে যদি ওযু করে নামায পড়ে তবে নামায কবুল হয়।

অনুরূপভাবে রাত্রিকালে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠে সূরা আল ইমরানের ১৯০ আয়াত থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করা উত্তম।[১০৭]

ঘুম থেকে জাগার পর যিক্‌র

১। اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী ফী জাসাদী অরাদ্দা 'আলাইয়্যা রূহী অ আযিনা লী বিযিক্‌রিহ।

অর্থঃ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার দেহে আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আমার প্রতি আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর যিক্‌র করার অনুমতি দিয়েছেন।[১০৮]

২। اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।[১০৯]

কাপড় পরার দু'আ

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

উচ্চারণঃ- আল হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।

১০৭ (বুখারী ৮/২৩৫, মুসলিম ১/৫৩০)
১০৮ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৪৪)
১০৯ (বুখারী১১/১১৩, মুসলিম ৪/২০৮৩)

অর্থঃ- সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন এবং আমার নিজস্ব কোন শক্তি ও চেষ্টা ছাড়াই তা আমাকে দান করেছেন।

এই দু'আ কোন কাপড় পরিধান করার সময় পাঠ করলে পূর্বেকার (সাগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যায়।[১১০]

নতুন কাপড় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আস আলুকা মিন খাইরিহী অ খাইরি মা সুনিআ' লাহ, অ 'আউযু বিকা মিন শাররিহি অ শার্রি মা সুনি'আ লাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১১১]

কাউকে নতুন কাপড় পরতে দেখলে

১। কেউ নতুন কাপড় পরেছে দেখলে তাকে সম্বোধন করে এই বলতে হয়,

تُبْلِيْ وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى

(তুবলী অ য়্যুখলিফুল্লা-হু তা'আ-লা)

অর্থাৎ, পুরাতন কর। আল্লাহ তাআলা আরো দিক।[১১২]

২। اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَعِشْ حَمِيْدًا وَمُتْ شَهِيْدًا

উচ্চারণঃ- ইলবাস জাদীদাঁউ অ 'ইশ হামীদাঁউ অ মুত শাহীদা।

অর্থঃ- নতুন কাপড় পরিধান কর, প্রশংসনীয়ভাবে জীবন কাটাও এবং শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর।[১১৩]

১১০ (সহীহুল জামে ৫/২৫৬)
১১১ (মুখতাসার শামায়িলিত তিরমিযী, আলবানী ৪৭)
১১২ (আবু দাউদ ৪/৪১)
১১৩ (সহীহ ইবনে মাজাহ ২/২৭৫)

কাপড় খোলার সময়

কাপড় খোলার সময় بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লা-হ; অর্থাৎ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি) বলতে হয়।[১১৪]

আল্লাহর নাম নিয়ে কাপড় খুললে লজ্জাস্থান থেকে জিনদের চোখে পর্দা পড়ে যায়।

প্রস্রাব-পায়খানার পূর্বে দু'আ

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আঊযুবিকা মিনাল খুবুসি অল খাবা-ইস।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস্ জ্বিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অধিকাংশ খবিস্ জ্বিনরা নোংরা স্থানে বাস করে বা আসে যায়। প্রস্রাবাগার বা পায়খানা ঘরে বা স্থানে প্রবেশ হওয়ার পূর্বে এই দু'আ পড়লে আল্লাহর হুকুমে তাদের চোখে পর্দা পড়ে যায়।[১১৫]

প্রস্রাব-পায়খানার স্থান থেকে বের হয়ে

غُفْرَانَكَ (গুফরা-নাক)। অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি তোমার ক্ষমা চাই।[১১৬]

এ বিষয়ে দ্বিতীয় দু'আ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي)র হাদীসটি যয়ীফ।

ওযুর পূর্বে ও পরে যিক্‌র

ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু শুরু করতে হয় এবং পরে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়।

১। أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ — اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

---

১১৪ (সহীহুল জা-মে' ৩/২০৩)

১১৫ (বুখারী১/৪৫, মুসলিম১/২৮৩, সহীহুল জামে ৩/২০৩)

১১৬ (আবু দাউদ ১/৮, তিরমিযী ১/১২)

উচ্চারণঃ- আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু অরাসূলুহ। আল্লা-হুম্মাজ্‌আলনী মিনাত্তাওয়া-বীনা অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

এই দু'আ ওযুর পর পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা পাঠকারীর জন্য খোলা হয়।[১১৭]

২। কাফ্‌ফারাতুল মজলিসের দু'আও এ স্থলে পড়া হয়।[১১৮]

ঘর থেকে বের হতে

১। بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু আলাল্লা-হ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) শক্তি কারো নেই।

এই দু'আ পড়ে ঘর থেকে কোথাও বের হলে পাঠকারীর জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হন, তাকে পথ নির্দেশ করা হয়, সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করা হয় এবং শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।[১১৯]

২। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এই দু'আ পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

---

১১৭ (মুসলিম ১/২০৯ , সহীহ তিরমিযী, আলবানী)

১১৮ (আমালুল ইয়াউমি অল লাইলাহ, নাসাঈ ১৭৩, ইরওয়াউল গলীল ১/১৩৫, ৩/৯৪)

১১৯ (আঃ দাঃ ৪/৩২৫, তিরমিযী ৫/৪৯০)

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা আন আযিল্লা আউ উযাল্লা আউ আযিল্লা আউ উযাল্লা, আউ আযলিমা আউ উযলামা আউ আজহালা আউ য়্যুজহালা 'আলাইয়্যা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে।[১২০]

ঘরে প্রবেশ করতে

ঘরে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্‌র করা (বিসমিল্লাহ বলা) উত্তম। এতে শয়তান ঘরে স্থান পায় না।[১২১] এ বিষয়ে নির্দিষ্ট দু'আ (খাইরাল মাওলাজ) এর হাদীসটি যয়ীফ।[১২২]

যেমন গৃহে প্রবেশ করার সময় গৃহবাসীকে সালাম দেওয়া কর্তব্য। এতে সকলের উপর বর্কত নেমে আসে।[১২৩]

অপরের গৃহে প্রবেশ করতে গেলে অনুমতি সহ সালাম জানাতে হবে। বিনা অনুমতিতে অপরের গৃহে সরাসরি প্রবেশ করা হারাম। *(সূরা আন-নূর ২৪/২৭)*

১২০ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২)
১২১ (মুসলিম ৩/১৫৯৮)
১২২ (যয়ীফ আবু দাউদ ১০৯১নং, ৫০৫পৃঃ)
১২৩ (তিরমিযী ৫/৫৯)

সালাত

মসজিদে যেতে পথে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُـوْرًا وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُـوْرًا وَّ اجْعَـلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا ، وَّ مِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا ، وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُـمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজ্‌'আল ফী ক্বালবী নূরা, অফী লিসানী নূরা, অজ্‌আল ফী সাম'য়ী নূরা,অজ্‌আল ফী বাস্বারী নূরা, অজ্‌আল মিন খালফী নূরা, অমিন আমা-মী নূরা, অজ্‌আল মিন ফাউক্বী নূরা, অমিন তাহতী নূরা, আল্লাহুম্মা আ'তিনী নূরা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, রসনা, কর্ণ, চক্ষু, পশ্চাৎ, সম্মুখ, ঊর্ধ্ব ও নিম্নে জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর।[১২৪]

মসজিদে প্রবেশ করতে

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ- আ'ঊযু বিল্লা-হিল 'আযীম, অবিঅজ্‌হিহিল কারীম, অ সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আমি মহিমময় আল্লাহর নিকট এবং তার সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন পরাক্রমশালিতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দু'আটি মসজিদ প্রবেশ করার সময় পাঠ করলে সারা দিন শয়তান থেকে নিরাপদে থাকা যায়।[১২৫]

১২৪ (বুখারী ৭/১৪৮, মুসলিম ১/৫৩০)
১২৫ (সহীহুল জামে'৪৫৯১)

২। بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, অসসালা-তু অসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাফ্ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক।

অর্থঃ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও।[১২৬]

মসজিদ থেকে বের হতে

১। بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, অসসালা-তু অসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায্‌লিক।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি, দরূদ ও সালাম হোক আল্লাহর রসূলের উপর, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।[১২৭]

২। বিসমিল্লাহ, সালাম ও দরূদের পর,

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা'সিমনী মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর।[১২৮]

মসজিদে কাউকে হারানো জিনিস খুঁজতে দেখলে বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দেন।' কাউকে কিছু বিক্রয় করতে দেখলে বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমার ব্যাবসায় লাভ না দেন।'[১২৯]

---

১২৬ (সহীহুল জামে ১/৫২৮, মুসলিম ১/৪৯৪, ইবনুস সুন্নী ৮৮ নং)
১২৭ (ইবনে সুন্নী ৮৮ নং, মুসলিম ১/৪৯৪)
১২৮ (সহীহুল জামে' ৫২৮)
১২৯ (মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৭৬ নং)

আযানের সময়

মুআয্‌যিন যা বলবে তা শুনে তার উত্তরেও তাই বলতে হয়। 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' দ্বিতীয়বার বলে শেষ করলে তার উত্তরে নিম্নের দু'আ বলা উত্তম।

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَ بِالْإِسْلَامِ دِيْنًا.

উচ্চারণ- অ আনা আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অ রাসূলুহ, রাযীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অ বিমুহাম্মাদির রাসূলাঁউ অ বিলইসলা-মি দ্বীনা।

অর্থ- আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।

এই দু'আ পড়লে গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।[১৩০]

মুআয্‌যিন যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' ও 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলে, তখন তার উত্তরে বলতে হয়,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণ- লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ- আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই।[১৩১]

'আসসালা-তু খাইরুম মিনান নাউম' এর উত্তরে অনুরূপই বলতে হয়।

আযান শেষ হলে নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করতে হয়।[১৩২]

---

১৩০ (মুসলিম ১/২৯০, ইবনে খুযাইমাহ ১/২২০)
১৩১ (বুখারী ১/১৫২, মু ১/২৮৮)
১৩২ (মুসলিম ১/২৮৮)

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতে হয়,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অসসা্লা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অব'আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অ'আত্তাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

এই দু'আ পাঠ করলে পাঠকারী কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশ পাবে।[১৩৩] এর মাঝে বা শেষে অতিরিক্ত কোন দু'আর অংশ শুদ্ধ নয়। তাই এর উপর কোন প্রকার অতিরিক্ত করা উচিত নয়।[১৩৪]

আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ কবুল হয়। তাই নিজের জন্য কিছু কল্যাণকর দু'আ করা এ সময়ে দূষণীয় নয়।[১৩৫]

ইকামতের জওয়াব আযানের মতই। 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সা্লা-হ' এর উত্তরে 'আক্বা-মাহাল্লাহ----' বলার বিষয়ে হাদীসটি যঈফ। তাই অনুরূপ (ক্বাদ ক্বামাতিস্ সা্লাহ) বলাই উচিত।[১৩৬]

নামায শুরু করার সময়

তকবীরে তাহরীমা বলে দুই হাত তুলে বক্ষঃস্থলে হাত বেঁধে নিম্নের যে কোন দু'আ পড়তে হয়;

১। اَللّٰـــهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَـايَ كَـمَا بَاعَـدْتَ بَيْنَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَـا

১৩৩ (বুখারী ১/১৫২)
১৩৪ (ইরওয়াউল গালীল ১/২৬১)
১৩৫ (ইঃ গালীল ১২৬২)
১৩৬ (ইঃ গাঃ১/২৫৮)

يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-'আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্কাস সাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ্ দানাস, আল্লাহু-ম্মাগ্‌সিল খাত্বা-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি অস্‌সালজি অল্‌বারাদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও।[১৩৭]

২। سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْـدِكَ وَ تَبَـارَكَ اسْـمُكَ وَتَعَـالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাস্‌মুকা অ তা'আ-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গায়রুক্।

অর্থ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।[১৩৮]

৩। اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِـيْرًا، اَلْحَمْـدُ لِلّٰهِ كَثِـيْرًا، وَسُـبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

উচ্চারণ- আল্লাহু আকবারু কাবীরা, অল হামদু লিল্লাহি কাসীরা, অ সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাঁউ অ আস্বীলা।

অর্থ- আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা, আমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

১৩৭ (বুখারী ১/১৮৯, মুসলিম১/৪১৯)
১৩৮ (আবু দাউদ)

এই দু'আটি দিয়ে নফল নামায শুরু করতে হয়।[১৩৯]

৪।

﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ- ﴾অজ্জাহতু অজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামা-ওয়া-তি অলআরয়া হানীফাঁউ অমা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালা-তী অনুসুকী অমাহয়্যা-য়্যা অমামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। লা শারীকা লাহু অবিযা-লিকা উমিরতু অআনা আওয়ালুল মুসলিমীন।﴿ আল্লা-হুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত। সুবহা-নাকা অবিহামদিকা আন্তা রাব্বী অ আনা 'আব্‌দুক। যালামতু নাফ্‌সী অ'তারাফতু বিযামবী, ফাগ্‌ফিরলী যামবী জামীআন ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত্। অহদিনী লিআহসানিল আখলা-ক্বি লা য়্যাহদী লিআহসানিহা ইল্লা আন্ত্। অসুরিফ 'আন্নী সাইয়্যিআহা লা য়্যাসূরিফু আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আন্ত্। লাব্বাইকা অ সা'দাইক, অলখায়রু কুল্লুহ ফী য়্যাদাইক। অশ্‌শার্রু লাইসা ইলাইক, অলমাহদীয়্যু মান হাদাইত,

১৩৯ *(মুসলিম, সিফাতু সালাতিন্নাবী, আলাবানী ৮৭পৃঃ)*

আনা বিকা অ ইলাইক। লা মানজা অলা মালজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইক, তাবা-রাকতা অতা'আ-লাইত, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।

অর্থ- আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোন অংশী নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। হিদায়াতপ্রাপ্ত সেই, যাকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমাময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।[১৪০]

এই দু'আটি ফরয ও নফল উভয় নামাযে পড়া চলে।[১৪১]

৫। নিম্নের দু'আগুলি তাহাজ্জুদের নামাযে পড়া উত্তম :

'সুবহা-নাকা' (২নং দু'আ) পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ৩ বার এবং 'আল্লাহ আকবারু কাবীরা' ৩ বার পাঠ করবে।[১৪২]

৬। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ

১৪০ *(মুসলিম ১/৫৩৪)*

১৪১ *(সিফাতু সালাতিন্নাবী ৮৫পৃঃ)*

১৪২ *(আবু দাউদ)*

فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلٰهِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আন্তা নূরুস সামা-ওয়া-তি অলআরযি অমান ফীহিন্ন। অলাকাল হামদু আন্তা ক্বাইয়িমুস সামা-ওয়া-তি অলআরযি অমান ফীহিন্ন। অলাকাল হামদু আন্তা মালিকুস সামা-ওয়া-তি অলআরযি অমান ফীহিন্ন। অলাকাল হামদু আন্তাল হাক্ব, অ ওয়া'দুকাল হাক্ব, অক্বাওলুকাল হাক্ব, অলিক্বা-উকা হাক্ব, অলজান্নাতু হাক্ব, অন্না-রু হাক্ব, অসসা-'আতু হাক্ব, অন্নাবিয়্যূনা হাক্ব, অমুহাম্মাদুন হাক্ব। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অ 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু অবিকা আ-মানতু অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-স্বামতু অ ইলাইকা হা-কামতু আন্তা রাব্বুনা অ ইলাইকাল মাসীর। ফাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আস্‌রারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্‌খিরু আন্তা ইলা-হী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর নিয়ন্তা, তোমারই

সমস্ত প্রশংসা। তুমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর অধিপতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতিই সত্য, তোমার কথাই সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (ﷺ) সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার নিয়ে গেছি। তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত, প্রকাশ্য এবং যা তুমি অধিক জান সে সব পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তুমি আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার (নড়া-সরার) সাধ্য নেই।[১৪৩]

৭। اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরা-ঈলা অমীকা-ঈলা অ ইসরা-ফীল। ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি অলআরয্, 'আ-লিমাল গায়বি অশ্‌শাহা-দাহ। আন্তা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা ফীমা কা-নূ ফীহি য়্যাখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা স্বিরা-ত্বিম মুসতাক্বীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর, যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক।[১৪৪]

৮। 'আল্লাহু আকবার' ১০বার, 'আলহামদু লিল্লা-হ' ১০বার, 'সুবহা-নাল্লাহ'

---

১৪৩ (বুখারী ৩/৩, মুসলিম ১/৫৩২)
১৪৪ (মুসলিম)

১০বার, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ১০বার, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' ১০বার, 'আল্লা-হুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুক্বনী অআ-ফিনী' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, হেদায়াত কর, রুজি ও নিরাপত্তা দাও) ১০ বার, এবং 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাযযুয়াইক্বি য়্যাউমাল হিসাব'(অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি হিসাবের দিনে সংকীর্ণতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) ১০ বার।[১৪৫]

৯। 'আল্লাহু আকবার' ৩ বার। অতঃপর,

ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْـجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ- যুল মালাকূতি অলজাবারূতি অলকিবরিয়া-য়ি, অল'আযামাহ।

অর্থ- (আল্লাহ) সার্বভৌমত্ব, প্রবলতা, গর্ব ও মাহাত্মের অধিকারী। *(আবু দাউদ)*

উপরোক্ত যে কোন একটি দু'আ পাঠ করে বলবে :

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ- আ'উযু বিল্লা-হিস সামী'ইল 'আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফসিহ।

অর্থ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৪৬]

অতঃপর নামাযী 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' বলে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহার শেষে কিরাআত অনুযায়ী স্বশব্দে বা নিঃশব্দে 'আমীন' (কবুল কর) বলবে।

কতিপয় আয়াতের জওয়াবে

সূরা কিয়ামার শেষ আয়াত,

﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى﴾

(অর্থাৎ যিনি এত কিছু করেন তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?) পড়লে জওয়াবে বলবে سُبْحَانَكَ فَبَلٰى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।

১৪৫ *(আহমদ, আবু দাউদ ৭৬৬)*
১৪৬ *(আবু দাউদ, দারাকুত্বনী, তিরমিযী, হাকেম)*

সূরা আ'লার প্রথম আয়াত, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) পাঠ করলে জওয়াবে বলবে, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। *(আবু দাউদ)*

সূরা রহমানের ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন নেয়ামতকে অস্বীকার কর?) আয়াতটি পাঠ করলে জওয়াবে বলবে, لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ।

উচ্চারণঃ- লা বিশাইইম মিন নি'আমিকা রাব্বানা নুকায্যিবু, ফালাকাল হাম্দ্।

অর্থঃ- তোমার নিয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক![১৪৭]

রুকুর যিক্র

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, ৩ অথবা ততোধিকবার পাঠ করতে হয়।[১৪৮]

২। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ।

উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার।[১৪৯]

৩। سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামণ্ডলী ও জিবরীলের প্রভু (আল্লাহ)।[১৫০]

১৪৭ *(তিরমিযী, সিলসিলা সহীহাহ ২১৫০নং)*
১৪৮ *(আবু দাউদ, মুসলিম আহমাদ)*
১৪৯ *(আবু দাউদ, আহমদ)*
১৫০ *(মুসলিম)*

৪।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।[১৫১]

৫।

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু অবিকা আ-মানতু অলাকা আসলামতু অ 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু আন্তা রাব্বী, খাশা'আ সাম'য়ী, অ বাস্বারী অ দামী অ লাহমী অ 'আযমী অ 'আস্বাবী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল।[১৫২]

৬।

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-না যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল 'আযামাহ।

অর্থ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দু'আটি তাহাজ্জুদের নামাযের রুকূতে পঠনীয়।[১৫৩]

---

১৫১ (বুখারী, মুসলিম)
১৫২ (নাসাঈ)
১৫৩ (আবু দাউদ, নাসাঈ)

রুকূ থেকে উঠে

১। رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ অথবা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، অথবা

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد

উচ্চারণ- 'রাব্বানা লাকাল হামদ্'. ,অথবা 'রাব্বানা অলাকাল হামদ্' অথবা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হামদ্।'

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা।

২।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ (مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى)

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহ (মুবা-রাকান 'আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারয়া।)

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা (যেমন আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।)[১৫৪]

৩।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অমিলআল আরদ্বি অ মিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ভরে এবং এর পরেও তুমি যা চাও সেই বস্তু ভরে।

৪।

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ

---

১৫৪ (বুখারী, আবু দাউদ)

مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অল আরযি অমিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ, আহলাস সানা-য়ি অলমাজ্‌দ। আহাক্কু মা ক্বা-লাল 'আব্‌দ, অকুল্লুনা লাকা 'আব্‌দ, আল্লা-হুম্মা লা মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিআ লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্‌।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পূর্ণ এবং এর পরেও যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সব চেয়ে সত্যকথা --আর আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা, 'হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।'[১৫৫]

৫। لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ- লিরাব্বিয়াল হামদ্‌, লিরাব্বিয়াল হামদ্‌।

অর্থ- আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

এই দু'আটি তাহাজ্জুদের নামাযে বারবার পড়া উত্তম।[১৫৬]

সিজদার যিক্‌র

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ

(সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার বা ততোধিক বার।[১৫৭]

১৫৫ (মুসলিম ৪৭৭)

১৫৬ (আবূ দাউদ, নাসাঈ)

১৫৭ (আবূ দাউদ, মুসলিম, আহমদ)

২। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'লা অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার।[১৫৮]

৩- রুকূর ৩নং তসবীহ।

৪- রুকূর ৪নং তসবীহ।

৫। اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাত্তু অ বিকা আ-মানতু অ লাকা আস্‌লামতু অ আন্তা রাব্বী, সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অ স্বাউওয়ারাহু ফাআহসানা সুওয়ারাহু অশাক্কা সাম'আহু অবাস্বারাহু ফাতাবা রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান![১৫৯]

৬। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ : دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহু অ জিল্লাহ, অ আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ 'আলা-নিয়্যাতাহু অ সির্রাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও।[১৬০]

১৫৮ (আবূ দাউদ, মুসলিম আহমদ, দারাকুত্বনী)

১৫৯ (মুসলিম)

১৬০ (মুসলিম)

سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخِيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، هَذِيْ يَدِيْ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ ৭।

উচ্চারণঃ- সাজাদা লাকা সাওয়া-দী অ খিয়ালী অ আ-মানা বিকা ফুআদী, আবূউ বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা। হা-যী য়্যাদী অমা জানাইতু 'আলা নাফ্সী।

অর্থ- আমার দেহ ও মন তোমার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত, আমার হৃদয় তোমার উপর বিশ্বাসী। আমি আমার উপর তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি। এটা আমার নিজের উপর অত্যাচারের সাথে (তোমার জন্য) আমার আনুগত্য।[১৬১]

৮- তাহাজ্জুদের নামাযের সিজদায় নিম্নের দু'আগুলি পাঠ করা উত্তম।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،.......

উচ্চারণ- সুবহা-কাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই।[১৬২]

৯ - রুকূর ৬নং তসবীহ।

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ১০।

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী মা আস্‌রারতু অমা আ'লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও।[১৬৩]

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا ১১।

১৬১ (হাকেম, বায্‌যার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১২৮)
১৬২ (মুসলিম)
১৬৩ (নাসাঈ, হাকেম)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজ্‌'আল ফী ক্বালবী নূরাঁউ অফী লিসা-নী নূরাঁউ অফী সাম'য়ী নূরাঁউ অফী বাস্বারী নূরাঁউ অমিন ফাউক্বী নূরাঁউ অমিন তাহতী নূরাঁউ অ 'আই য়্যামীনী নূরাঁউ অ 'আন শিমা-লী নূরাঁউ অমিন বাইনি য়্যাদাইয়্যা নূরাঁউ অমিন খালফী নূরাঁউ অজ্‌'আল ফী নাফ্সী নূরাঁউ অ আ'যিম লী নূরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয় ও রসনায় কর্ণ ও চক্ষুতে, উর্ধ্বে ও নিম্নে, ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি প্রদান কর। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও এবং আমাকে অধিক অধিক নূর দান কর।[১৬৪]

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ১২।

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আঊযু বিরিযা-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমু'আফা-তিকা মিন 'উকূবাতিক, অ 'আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহসী সানা-আন 'আলাইকা আন্তা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিক্।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ।[১৬৫]

দুই সিজদার মাঝে

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ১।

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজ্‌বুরনী অরফা'নী) অহদিনী অ 'আ-ফিনী অরযুক্বনী।

১৬৪ (মুসলিম ৭৬৩)
১৬৫ (মুসলিম, ইবনে আবী শাইবাহ)

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর।[১৬৬]

২। رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ : (রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর।[১৬৭]

তেলাঅতের সিজদায়

১। سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্ক্বা সাম'আহু অবাসারাহু বিহাউলিহী অকুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমণ্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন।[১৬৮]

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, এই দু'আ সিজদায় একাধিকবার পাঠ করতে হয়।

২। اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَّاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُوْدَ

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইন্দাকা আজরা, অযা' 'আন্নী বিহা বিযরা, অজ্'আলহা লী 'ইন্দাকা যুখরা, অতাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন 'আব্‌দিকা দাউদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! এর (সিজদার) বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ কর, পাপ মোচন কর, তোমার নিকট এ আমার জন্য জমা রাখ এবং এ আমার নিকট হতে গ্রহণ কর যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (ﷺ) থেকে গ্রহণ করেছ।[১৬৯]

---

১৬৬ (সহীহ তিরমিযী ১/৯০, সহীহ ইবনে মাজাহ১/১৪৮,আবু দাউদ, হাকেম)
১৬৭ (আবু দাউদ ১/২৩১, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৪৮)
১৬৮ (আদাঃ, সঃতিঃ৪৭৪নং, আহমদ ৬/৩০)
১৬৯ (সহীহ তিরমিযী ৮৭নং, হাকেম ১/২১৯ , ইবনে মাজাহ ১০৫৩নং)

তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ- আত্‌-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্‌স্বালা-ওয়া-তু অত্ত্বাইয়িবা-তু, আসসালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু 'আলাইনা অ 'আলা 'ইবা-দিল্লা-হিস্‌ স্বা-লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল।[১৭০]

দরূদ

১। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউ অ'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা 'আলা ইবরা-হীমা অ 'আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিউ অ 'আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরা-হীমা অ 'আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

---

১৭০ (বুখারী ১১/১৩, মুসলিম ১/৩০১)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।[১৭১]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ।২
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা স্বাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিঁউ অ 'আলা আযওয়া-জিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা স্বাল্লাইতা 'আলা আ-লি ইবরা-হীম, অ বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিঁউ অ 'আলা আযওয়া-জিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা বা-রাকতা 'আলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।[১৭২]

দু'আয়ে মাসূরাহ

নামাযে দরূদ পাঠ করার পর সালাম ফেরার পূর্বে নিম্নের দু'আগুলি পঠনীয়ঃ-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ ।১
الدَّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ

১৭১ (বুখারী ৬/৪০৮)
১৭২ (বুখারী ৬/ ৪০৭, মুসলিম ১/৩০৬)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আঊযু বিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, অ আ'ঊযু বিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্‌র, অ 'আঊযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল, অ আ'ঊযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহয়্যা অ ফিত্‌নাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

প্রকাশ যে, নামাযের শেষ তাশাহহুদে দরূদের পর অন্যান্য দু'আর পূর্বে এই চার প্রকার আযাব ও ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজেব।[১৭৩]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ ।২

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল মা'সামি অ মিনাল মাগরাম।
অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ ।৩

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৭৪]

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا ।৪

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাই য়্যাসীরা।
অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো।[১৭৫]

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا
عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ، ।৫
اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ
كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضٰى، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ

১৭৩ (মুসলিম, নাসাঈ ১৩০৯, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৯৮ পৃঃ)
১৭৪ (নাসাঈ ১৩০৬)
১৭৫ (আহমদ, হাকেম)

فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْفَدُ وَلَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বি'ইলমিকাল গাইবি অক্বুদরাতিকা 'আলাল খালক্ব, আহয়িনী মা 'আলিমতাল হায়্যাতা খাইরাল লী, অতাওয়াফ্ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী। আল্লা-হুম্মা অ আসআলুকা খাশয়্যাতাকা ফিল গাইবি অশ্‌শাহা-দাহ। অ আসআলুকা কালিমাতাল হাক্বি অল'আদলি ফিল গাযাবি অররিযা। অ আসআলুকাল ক্বাসদা ফিল ফাক্বরি অলগিনা। অ আসআলুকা নাঈমাল লা য়্যাবীদ। অ আসআলুকা ক্বুর্‌রাতা 'আইনিল লা তানফাদু অলা তানক্বাতি'। অ আসআলুকার রিযা বা'দাল ক্বাযা-', অ আসআলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল মাউত। অ আসআলুকা লায্‌যাতান নাযারি ইলা অজহিক, অশ্‌শাওক্বা ইলা লিক্বা-ইক, ফী গাইরি যার্‌রা-আ মুযির্‌রাহ, অলা ফিতনাতিম মুযিল্লাহ। আল্লা-হুম্মা যাইয়িন্না বিযীনাতিল ঈমান, অজ্'আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানে এবং সৃষ্টির উপর শক্তিতে আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ জীবনকে আমার জন্য কল্যাণকর জান এবং আমাকে মৃত্যু দাও যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ! আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি চাই, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে সত্য ও ন্যায্য কথা চাই, দারিদ্র ও ধনবত্তায় মধ্যবর্তিতা চাই, সেই সম্পদ চাই, যা বিনাশ হয় না। সেই চক্ষুশীতলতা চাই, যা নিঃশেষ ও বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্য-মীমাংসার পরে সন্তুষ্টি চাই, মৃত্যুর পরে জীবনের শীতলতা চাই, তোমার চেহারার প্রতি দর্শন-স্বাদ চাই, তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা চাই, বিনা কোন কষ্ট ও ক্ষতিতে, কোন ভ্রষ্টকারী ফিতনায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুন্দর কর এবং আমাদেরকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত কর।[১৭৬]

---

১৭৬ (নাসাঈ১৩০৮, আহমাদ ৪/৩৬৪)

اَللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাউ অলা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম মিন 'ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।[১৭৭]

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِي رُشْدًا

---

১৭৭ (বুখারী ও মুসলিম)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহী মা 'আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম। অ 'আউযু বিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহী মা 'আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম, অ আসআলুকাল জান্নাতা অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ 'আমাল। অ 'আউযু বিকা মিনান্না-রি অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ 'আমাল। অ আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা 'আব্‌দুকা অ রাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ 'আউযু বিকা মিন শার্রি মাসতা'আ-যাকা মিনহু 'আব্‌দুকা অরাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আসআলুকা মা ক্বায্যাইতা লী মিন আমরিন আন তাজ্‌'আলা 'আ-ক্বিবাতাহু লী রুশ্‌দা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয়, তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি।[১৭৮]

৮। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আ'উযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৭৯]

৯- শয়নকালের ৭নং দু'আ পঠনীয়।[১৮০]

১০- দু'আর ৯নং আদবের (খ) এর দু'আ পঠনীয়।[১৮১]

১৭৮ (মুসলিম আহমাদ ৬/১৩৪, ত্বায়ালিসী)

১৭৯ (আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৮)

১৮০ (মুসলিম, মিশকাত ৯৪৭নং)

১১- দু'আর ৯নং আদবের (গ)এ বর্ণিত ইসমে আ'যম পাঠ করে এই দু'আ পঠনীয়;

إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

এর উচ্চারণ ও অর্থ ৮নং দু'আর মত।[১৮২]

১২- দু'আর ৯নং আদবের (ক)এ বর্ণিত দু'আ পাঠ করে যে কোন দু'আ পঠনীয়।[১৮৩]

১৩- اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি 'ইবা-দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর।[১৮৪]

১৪। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ 'আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ 'আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরি অ আ'উযু বিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্দুনয়্যা অ 'আযা-বিল ক্বাবর।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।[১৮৫]

১৫। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

১৮১ (নাসাঈ ৩/৫২)

১৮২ (সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৯)

১৮৩ (আবু দাউদ ২/৬২, তিরমিযী ৫/৫১৫, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৯)

১৮৪ (আবু দাউদ ২/৮৬, নাসাঈ ১৩০২)

১৮৫ (বুখারী ৬/৩৫)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী অতুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়াবুল গাফূর।

অর্থঃ- আল্লাহ গো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবাগ্রহণকারী, বড় ক্ষমাশীল।

এটি ১০০বার পঠনীয়।[১৮৬]

১৬- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই।

এই দু'আটি সবার শেষে পাঠ ক'রে সালাম ফিরা কর্তব্য।[১৮৭]

ফরয নামাযের পরে যিক্‌র

১- أَسْتَغْفِرُ اللهُ আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার।

২- اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

১৮৬ (সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬০৩ নং)
১৮৭ (মুসলিম ১/৫৩৪)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব![১৮৮]

৩- 'তসবীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ১নং দু'আ।

৪- اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লা মা-নি'য়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ' যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।[১৮৯]

৫- 'তসবীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ৮নং দু'আ।

৬- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায্‌লু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করি না, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে।[১৯০]

১৮৮ (মুসলিম ১/৪১৪)
১৮৯ (বুখারী ১/২৫৫, মুসলিম ১/৪১৪)
১৯০ (মুসলিম ১/৪১৫)

৭- سُبْحَانَ اللهِ সুবহা-নাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩৩ বার। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লা-হ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। اَللهُ أَكْبَرُ আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

আর ১০০ পূরণ করার জন্য 'তসবীহ তাহলীল' অনুচ্ছেদের প্রথম দু'আ একবার পঠনীয়। এগুলি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়।[১৯১]

প্রকাশ যে, তসবীহ গণনায় বাম হাত বা তসবীহ মালা ব্যবহার না ক'রে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়।[১৯২]

৮- সুরা ইখলাস,ফালাক্ব ও নাস ১ বার ক'রে।[১৯৩]

৯- আয়াতুল কুরসী ১বার। প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাত যাওয়ার পথে পাঠকারীর জন্য আর কোন বাধা থাকে না।[১৯৪]

১০- لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরার পর দশবার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গোনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।[১৯৫]

---

১৯১ (মুসলিম ১/৪১৮, আহমদ ২/৩৭১)
১৯২ (সহীহুল জামে' ৪৮৬৫নং)
১৯৩ (আবু দাউদ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮)
১৯৪ (সহীহুল জামে' ৫/৩৩৯, সিলসিলা সহীহাহ ৯৭২)
১৯৫ (সহীহ তারগীব ২৬২- ২৬৩ পৃঃ)

১১- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান না-ফিআ'উ অ রিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অ 'আমালাম মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়।[১৯৬]

১২- اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আসু 'ইবা-দাক।

অর্থ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।[১৯৭]

১৩- لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ভিন্ন কেউ সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মরণ দেন। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান।

এটি ফজরের নামাযের পর পা ঘুরিয়ে বসার পূর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ দিনে সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে।[১৯৮]

---

১৯৬ (সহীহ ইবনে মাজাহ১/১৫২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১১১)
১৯৭ (মুসলিম)
১৯৮ (সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩ পৃঃ)

ইস্তিখারার দু'আ

কোন কাজে ভালো মন্দ বুঝতে না পারলে, মনে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বা লাভ-নোকসানের দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিম্নের দু'আ পঠনীয়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ (......) خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.

উচ্চারণ- "আল্লা-হুম্মা আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফাযলিকাল 'আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (.......) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অ য়্যাস্‌সিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অ ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু 'আন্নী অস্বরিফনী 'আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা রায্যিনী বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট

অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (.......) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

প্রথমে هٰذَا الْأَمْرَ 'হা-যাল আমরা' এর স্থলে বা পরে কাজের নাম নিতে হবে অথবা মনে মনে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে।

সে ব্যক্তি কর্মে কোনদিন লাঞ্ছিত হয় না, যে আল্লাহর নিকট তাতে মঙ্গল প্রার্থনা করে, অভিজ্ঞদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করার পর কর্ম করে।[১৯৯]

দু'আয়ে কুনূত

বিতরের কুনূতে (গায়র না-যেলাহ) দু'আ -

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَ تَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللهُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআ-ফিনী ফীমান আ ফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইত্।

১৯৯ (বুখারী ৭/১৬২, আবু দাউদ ২/৮৯, তিরমিযী ২/৩৫৫, আহমাদ ৩/৩৪৪)

অক্বিনী শার্‌রামা ক্বাযাইত্‌। ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা য়্যুক্বযা আলাইক্‌। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়া-লাইত্‌। অলা য়্যাইয্‌যু মান আ'-দাইত্‌। তাবা-রাকতা রাব্বানা অতাআ'-লাইত্‌। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্‌। অ স্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত ক'রে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর, যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ। আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান ক'রে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর, যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ, তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ, তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস, সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস, সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান! তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।[২০০]

২- সিজদার ১২নং দু'আও পড়া যায়।[২০১]

বিপদে কোন সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ অথবা বদ্দুআ করতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শেষ রাকআতের রুকুর পরে কুনূতে নাযেলাহ পড়তে হয় ;

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْـخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা অ নাসতাগফিরুক, অনুসনী 'আলাইকাল খায়রা কুল্লাহ, অনাশকুরুকা অলা নাকফুরুক, অনাখলাউ অনাতরুকু মাঁই য়্যাফজুরুক, আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না'বুদ, অলাকা নুসাল্লী

২০০ (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, বাইহাকী, ইবনে মাজাহ, ইরওয়াউল গালীল ২/১৭২)
২০১ (ইরওয়াউল গালীল ২/১৭৫)

অনাসজুদ, অইলাইকা নাসআ' অ নাহফিদ, নারজু রাহমাতাকা অনাখশা 'আযা-বাক, ইন্না 'আযা-বাকা বিল কুফফা-রি মুলহাক্ব।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা ভিক্ষা করছি, তোমার নিমিত্তে যাবতীয় কল্যাণের প্রশংসা করছি, তোমার কৃতজ্ঞতা করি ও কৃতঘ্নতা করি না, তোমার যে অবাধ্যতা করে তাকে আমরা ত্যাগ করি এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি এবং সিজদা করি, তোমার দিকেই আমরা ছুটে যাই। তোমার রহমতের আশা রাখি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদেরকে পৌঁছবে।

এরপর অত্যাচারিতদের জন্য দু'আ এবং অত্যাচারীদের উপর বদ্দুআ করতে হয়। যেমন "আল্লা-হুম্মা আযযিবিল কাফারাতাল্লাযীনা য়্যাসুদ্দূনা আন সাবীলিক, অয়্যুকাযযিবূনা রুসুলাক, অয়্যুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আক। আল্লা-হুম্মাগফির লিল মু'মিনীনা অল মু'মিনা-ত, অ আস্‌লিহ যা-তা বাইনিহিম অ আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম, অজআল ফী ক্বুলূবিহিমুল ঈমা-না অল হিকমাহ, অসাব্বিতহুম আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অনসুরহুম আলা আদুউবিকা অ আদুউবিহিম। আল্লাহুম্মা ফার্‌রিক্ব জামআহুম অশাত্তিত শামলাহুম অ খার্‌রিব বুনয়্যা-নাহুম অ দাম্মির দিয়া-রাহুম " ইত্যাদি।[২০২]

রমযানের কুনূতে উক্ত দু'আ, অর্থাৎ কাফেরদের উপর বদদু'আ এবং মু'মিনদের জন্য দু'আ ও ইস্তেগফার করার কথা সাহাবীদের আমলে প্রমাণিত।[২০৩]

বিতরের নামাযের সালাম ফিরে

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ،

(সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।)

অর্থ- আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

এই দু'আটি তিনবার পড়তে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় বারে উচ্চস্বরে পড়া কর্তব্য।[২০৪]

২০২ (বাইহাকী, ২/২১১, ইরওয়াউল গালীল ২/ ১৬৪- ১৭০)
২০৩ (সহীহ ইবনে খুযাইমা ১১০০ নং)
২০৪ (নাসাঈ ৩/ ২৪৪)

ঈদের তকবীর

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ،

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।[২০৫]

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اَللهُ أَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدَانَا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবারু, আল্লা-হু আকবারু, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ, আল্লা-হু আকবারু অ আজাল্ল্‌। আল্লা-হু আকবারু 'আলা মা হাদা-না।[২০৬]

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবারু কাবীরা, আল্লা-হু আকবারু কাবীরা, আল্লা-হু আকবারু অ আজাল্ল্‌, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।[২০৭]

২০৫ (ইঃ আবূ শাইবাহ ৫৬৫০,৫৬৫২নং)
২০৬ (বাইহাক্বী ৩/৩১৫)
২০৭ (ইঃআঃ শাইবাহ ৫৬৪০, ৫৬৫৪নং, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫-১২৬দ্রঃ)

হজ্জ

হজ্জের নিয়তকালে

১। لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ - لَبَّيْكَ حَجاً

উচ্চারণ- "লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা বিহাজ্জাহ " অথবা "লাব্বাইকা হাজ্জা।"
অর্থ- হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে উপস্থিত।

২। اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ حَجَّةٌ، لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা হা-যিহী হাজ্জাহ, লা রিয়া-আ ফীহা অলা সুম্‌'আহ।
অর্থ- হে আল্লাহ এটা আমার হজ্জ। এতে (আমার নিয়তে) কোন লোক প্রদর্শন বা সুনামের উদ্দেশ্য নেই।[২০৮]

উমরার নিয়তকালে

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ - لَبَّيْكَ عُمْرَةً

উচ্চারণঃ- "লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা বি'উমরাহ" অথবা "লাব্বাইকা 'উমরাহ।"
অর্থ- হে আল্লাহ! আমি উমরার নিয়তে হাজির।

তালবিয়্যাহ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-ম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা অননি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।
অর্থ- আমি হাজীর, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

২০৮ (মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী, ১৬ পৃষ্ঠা)

এর উপর অতিরিক্ত করে নিম্নের দু'আও যোগ করা যায়।

১। لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকা যাল মা'আ-রিজ, লাব্বাইকা যাল ফাওয়া-য্বিল।

অর্থ- তোমার নিকট হাজির হে সোপানশ্রেণীর অধিকর্তা! তোমার নিকট হাজির হে অনুগ্রহ সমূহের অধিপতি!

২। لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকা অসা'দাইক, অলখাইরু বিয়্যাদাইক, অররাগবা-উ ইলাইকা অল'আমাল।

অর্থ- তোমার দরবারে হাজির ও তোমার আনুগত্যে উপস্থিত। সমস্ত মঙ্গল তোমার হাতে এবং ইচ্ছা ও কর্ম তোমারই প্রতি।[২০৯]

কা'বা দর্শনের সময়

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিনকাস সালা-মু ফাহাইয়িনা রাব্বানা বিসসালা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি (পবিত্র) তোমারই তরফ থেকে শান্তি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তির সাথে জীবিত রাখ।[২১০]

তওয়াফ কালে দুই রুকনের মাঝে

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।[২১১]

২০৯ (মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী, ১৬ পৃষ্ঠা)
২১০ (বাইহাকী ৫/৭৩)
২১১ (আবু দাউদ ২/১৭৯, আহমদ ৩/৪১১)

মাক্বামে ইবরাহীমে পৌঁছে

তওয়াফ সেরে মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়তে গিয়ে এই আয়াত খণ্ডটি পাঠ করা সুন্নত :

﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾

অর্থ- আর মাকামে ইবরাহীমকে (নামাযের) মুসাল্লা বানাও।

স্বাফা পর্বতে পৌঁছে

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

অর্থ- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা বাক্বারাহ ১৫৮ আয়াত)

অতঃপর বলবে, نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ। (নাবদাউ বিমা বাদাআল্লা-হু বিহ।)

অর্থাৎ- আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমরা তা দিয়ে শুরু করছি।

স্বাফা ও মারওয়ায় চড়ে

কা'বার প্রতি সম্মুখ ক'রে পড়বে ঃ-

اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ৩ বার। অতঃপর 'ফরয নামাযের পর পঠনীয়' ১০নং যিক্‌র।

অতঃপর নিম্নের দু'আ ঃ-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ (لَا شَرِيْكَ لَهُ)، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু (লা শারীকা লাহ), আনজাযা অ'দাহ, অ নাসারা 'আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহ্‌দাহ।

অর্থ- আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, (তাঁর কোন অংশী নেই।) তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।

এগুলি ৩ বার করে পাঠ সহ মুনাজাত করবে।[২১২]

২১২ (মুসলিম ২/৮৮৮)

সাঈর দু'আ

সাঈ করার সময় বিভিন্ন যিক্‌রের সাথে এ দু'আও নির্দিষ্ট করে পড়া উত্তম:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ

উচ্চারণঃ- "রাব্বিগফির অরহাম, ইন্নাকা আন্তাল আআ'য্যুল আকরাম।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নিশ্চয় তুমিই মহাসম্মানিত ও বড় দানশীল।[২১৩]

আরাফাতের বিশেষ দু'আ

'তসবীহ ও তাহলীল' পরিচ্ছেদের ১নং দু'আ।

যবেহ করার সময়

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ

"বিসমিল্লা-হি অল্লা-হু আকবার।"

কুরবানীর পশু হলে পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ.

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি অল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা ইন্না হা-যা মিনকা অলাক, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। এবং আল্লাহ সব চেয়ে মহান। হে আল্লাহ! এটা তোমার তরফ থেকে এবং তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি আমার নিকট হতে কবুল কর।

পরিবারের তরফ থেকে হলে 'তাক্বাব্বাল মিন্নী'র পর 'অমিন আহলে বাইতী' যোগ করবে। কুরবানী অন্য কারো তরফ থেকে হলে অথবা আকীকার পশু হলে 'তাক্বাব্বাল মিন' বলে সেই ব্যক্তির বা শিশুর নাম নেবে।

প্রকাশ যে, এই দু'আর উপর আর কোন অতিরিক্ত দু'আ শুদ্ধ নয়।[২১৪]

---

২১৩ (মানাসিকুল হজ্জ, আলবানী ২৮ পৃঃ)
২১৪ (ইরওয়াউল গালীল ১১১৮ নং)

ঝাড়ফুঁক

রোগী সাক্ষাৎ করতে

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণঃ- লা বা'সা ত্বাহূরুন ইনশা-আল্লাহ।

অর্থ- কোন কষ্ট মনে করো না। (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে, যদি আল্লাহ চান।[২১৫]

এই দু'আ পড়ে এর অর্থ রোগীকে শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

রোগীকে ঝাড়তে

১। أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ- "আযহিবিল বা'সা রাব্বান্না-সি অশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।"

অর্থ- কষ্ট দূর করে দাও হে মানুষের প্রতিপালক! এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা, তোমার আরোগ্য দান ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যাতে কোন পীড়া অবশিষ্ট না থাকে।[২১৬]

২। بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন য়্যু'যীক, মিন শার্রি কুল্লি নাফ্‌সিন আউ 'আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।

অর্থ- আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি।[২১৭]

---

২১৫ (বুখারী ১০/১১৮)
২১৬ (বুখারী, মুসলিম)
২১৭ (মুসলিম, তিরমিযী)

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، أَنْ يَّشْفِيَكَ ۔ ٣

উচ্চারণঃ- আস্‌আলুল্লা-হাল 'আযীম, রাব্বাল আরশিল 'আযীম, আঁই য়্যাশফিয়াক।

অর্থঃ- আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

এই দু'আ কোন মুমূর্ষু রোগীর কাছে ৭বার পড়লে তার আরোগ্য হয়।[২১৮]

ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখলে

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী অফায্‌যালানী 'আলা কাসীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফয্বীলা।

অর্থ- আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।[২১৯]

বেদনা দূর করতে

দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হলে সেই স্থলে হাত রেখে ৩ বার 'বিসমিল্লাহ' বলে ৭বার নিম্নের দু'আ পাঠ করলে উপশম হয়।

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উচ্চারণঃ- আ'উযু বিইয্‌যাতিল্লা-হি অকুদরাতিহী মিন শার্‌রি মা আজিদু অউহা-যির।

অর্থ- আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরতের অসীলায় সেই জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি পাচ্ছি ও ভয় করছি।[২২০]

---

২১৮ (সহীহুল জামে' ৫৭৬৬, ৬২৬৩ নং)
২১৯ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩)
২২০ (মুসলিম ২২০২ নং, আবু দাউদ ৪/১১)

জ্বর হলে

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ

উচ্চারণঃ- রাব্বানাকশিফ 'আন্নার রিজ্‌যা ইন্না মু'মিনূন।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট থেকে আযাব অপসারিত কর। অবশ্যই আমরা বিশ্বাসী।[২২১]

জ্বিন বদনজর ও যাদু ইত্যাদি থেকে ঝাড়তে

সূরা ফালাক্ব ও নাস।

বিষধর জন্তর দংশনে ঝাড়তে

সূরা ফাতিহা।[২২২]

জ্বিন ও বদনজরাদি থেকে শিশুদের বাঁচাতে

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

উচ্চারণঃ- উ'ঈযুকুমা বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মাহ, মিন কুল্লি শায়ত্বা-নিউ অ হা-ম্মাহ, অমিন কুল্লি 'আইনিল লা-ম্মাহ।

অর্থ- আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি।[২২৩]

জ্বিন ঝাড়তে

আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস।

---

২২১ (বুখারী ১০/১৪৭, মুসলিম ২২০৯)
২২২ (বুখারী ৭/২২)
২২৩ (বুখারী ৪/১১৯)

জ্বিন থেকে পানাহ চাইতে

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ.

উচ্চারণঃ- আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী অ'ইক্বা-বিহী অমিন শার্রি 'ইবা-দিহী অমিন হামাযা-তিশ শাইত্বা-নি অ আঁই য়্যাহযুরূন।

অর্থ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং তাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২২৪]

আয়াতুল কুরসী সকাল, সন্ধ্যা এবং রাত্রে শয়নকালে পাঠ করলে শয়তান নিকটবর্তী হয় না।[২২৫]

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পেতে এবং শয়তান বিতাড়ন করতে

১। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ- আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২- আযান শুনলেও শয়তান দূরে সরে যায়।

৩- সকাল-সন্ধ্যায় যিক্‌র, শয়নকালে যিক্‌র, ঘরে প্রবেশকালে যিক্‌র, কুরআন মাজীদ; বিশেষ করে সূরা ফালাক্ব, নাস, বাক্বারাহ, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি পাঠ করলে শয়তান পলায়ন করে। নামাযে শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝলে প্রথমোক্ত দু'আ পড়ে বাম দিকে তিনবার থুথু মারলে তা দূর হয়ে যাবে।[২২৬]

৪। أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ

২২৪ (তিরমিযীও/ ৫৪১ আবু দাউদ ৪/১২)
২২৫ (সহীহ তারগীব)
২২৬ (মুসলিম ৪/১৭২৯)

السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ

উচ্চারণঃ- আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তিল্লাতী লা য়্যুজাবিযুহুন্না বাররুঁউ অলা ফা-জিরুম মিন শার্রি মা খালাক্বা অবারাআ অযারাআ, অমিন শার্রি মা য়্যানযিলু মিনাস সামা-ই, অমিন শার্রি মা য়্যা'রুজু ফীহা, অমিন শার্রি মা যারাআ ফিল আরযি অমিন শার্রি মা য়্যাখরুজু মিনহা, অমিন শার্রি ফিতানিল লাইলি অন্নাহা-র, অমিন শার্রি কুল্লি ত্বা-রিক্বিন ইল্লা ত্বা-রিকাঁই য়্যাত্বরুক্বু বিখাইরিই ইয়া রাহমান!

অর্থ- আমি আল্লাহর সেই পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা কোন সৎ বা অসৎ ব্যক্তি অতিক্রম করতে পারে না সেই বস্তুর অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা আকাশ থেকে অবতরণ করে এবং যা তার প্রতি উত্থিত হয়। যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন ও যা পৃথিবী হতে নির্গত হয়। (আশ্রয় চাচ্ছি) রাত্রি ও দিবার বিভিন্ন ফিতনা হতে এবং প্রত্যেক নিশাচরের অনিষ্ট হতে যে কোন কল্যাণ ছাড়া রাত্রি কালে আসে যায়। হে করুণাময়![২২৭]

দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি চাইতে

১। নামাযে সালাম ফিরার পূর্বে দু'আয়ে মাসূরার প্রথম দু'আ পঠনীয়।

২। সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করলে দাজ্জালের ফিতনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[২২৮]

মৃত্যু চাইতে

আত্মহত্যা মহাপাপ। রোগ-ব্যাধিতে কারো খুব কষ্ট হলেও মরণ চাইতে নেই। যদি একান্তই চাইতে হয়, তাহলে নিম্নের দু'আর মাধ্যমে চাওয়া উচিত ঃ-

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ.

২২৭ (মুসনাদ আহমাদ ৩/৪১৯, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ১০/১২৭)
২২৮ (মুসলিম ১/৫৫৫)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহয়িনী মা কা-নাতিল হায়াতু খাইরাল লী, অতাওয়াফ্‌ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ, যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর হয়। নচেৎ মরণ দাও, যদি মরণ আমার জন্য কল্যাণকর হয়।[২২৯]

জীবন থেকে নিরাশ হলে

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আলহিক্বনী বির্রাফীক্বিল আ'লা।

অর্থ- আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান সাথীর সাথে মিলিত কর।[২৩০]

২। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্দ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

এসব তাহলীলের অর্থ পূর্বে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। এই দু'আ পড়ে কেউ মারা গেলে সে জাহান্নাম প্রবেশ করবে না।[২৩১]

মরণাপন্নকে তালক্বীন

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ "লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।" যার জীবনের শেষ কথা এই কলেমা হবে, সে (কোনও দিন) জান্নাত প্রবেশ করবে।[২৩২]

---

২২৯ (বুখারী, মুসলিম)
২৩০ (বুখারী ৭/১০, মুসলিম ৪/১৮৯৩)
২৩১ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫২, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩১৭)
২৩২ (সহীহুল জামে' ৫/৩৪২)

মৃত ব্যক্তির চক্ষু বন্ধ করার সময়

কারো মৃত্যুর সময় কোন মন্দ দু'আ করতে নেই। যেহেতু উক্ত সময়ে ফিরিশ্‌তাদল উপস্থিত মানুষের দু'আয় 'আমীন' বলে থাকেন। তাই মৃতব্যক্তির চক্ষুদ্বয় মরণের পর খোলা থাকলে তা বন্ধ করে এই দু'আ পড়তে হয় --

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِـ(....) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগফির লি (*মৃতের নাম নিতে হবে*) অরফা' দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়ীন, অখলুফহু ফী 'আক্বিবিহি ফিল গা-বিরীন, অগ্‌ফির লানা অলাহু ইয়া রাব্বাল 'আ-লামীন, অফ্‌সাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউবিরলাহু ফীহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ করে দাও এবং হিদায়তপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা করে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো।[২৩৩]

মসীবতের সময়

আত্মীয়-পরিজন বা অন্য কিছুর বিয়োগ-ব্যথার মসীবতে নিম্নের দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা বিগতের চেয়ে উত্তম কিছু দান করে থাকেন।

إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا،

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লা-হি অ ইন্না ইলাইহি রা-জিঊন, আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী মুসীবাতী অখলুফলী খাইরাম মিনহা।

অর্থ- আমরা তো আল্লাহরই, এবং আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সওয়াব দান কর এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর।[২৩৪]

---

২৩৩ (মুসলিম ২/৬৩৪)
২৩৪ (মুসলিম ২/৬৩২)

জানাযার দু'আ

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি 'আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু 'আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তুযিল্লানা বা'দাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দেবে, তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না।[২৩৫]

২। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অ'আ-ফিহী অ'ফু 'আনহু

২৩৫ (সহীহ ইবনে মাজাহ ১/ ২৫২ আহমদ ২/৩৬৮)

অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্‌সিলহু বিলমা-ই অস্‌সালজি অলবারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়া কামা য়্যুনাক্কাস সাউবুল আবয়্যাযু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আ'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্বাবরি অ 'আযা-বিন্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।[২৩৬]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহি মিন ফিতনাতিল ক্বাবরি অ 'আযা-বিন্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহাক্ব , ফাগফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি বিশ্বাস ও ন্যায়ের পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহা ক্ষমাশীল অতি দয়াবান।[২৩৭]

৪। اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ

২৩৬ (মুসলিম ২/৬৬৩)

২৩৭ (সহীহ ইবনে মাজাহ১/২৫১, আবু দাউদ ৩/ ২১১)

كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

উচ্চারণঃ- "আল্লা-হুম্মা 'আবদুকা অবনু আমাতিকাহতা-জা ইলা রাহমাতিক, অআন্তা গানিইয়্যুন আন 'আযা-বিহ, ইন কা-না মুহসিনান ফাযিদ ফী হাসানা-তিহ, অইন কা-না মুসীআন ফাতাজা-অয আন্‌হ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী এবং তুমি ওকে আযাব দেওয়া থেকে বেপরোয়া। যদি ও নেক হয় তবে ওর নেকী আরো বৃদ্ধি কর আর যদি গোনাহগার হয় তবে ওকে ক্ষমা কর।[২৩৮]

জানাযায় শিশুর জন্য দু'আ

শিশুর জন্যেও ১নং দু'আ পড়া বিধেয়।[২৩৯] তাছাড়া নিম্নের দু'আও পড়া যায়,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّأَجْرًا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা ফারাত্বাঁউ অ সালাফাঁউ অ আজরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও।[২৪০]

মৃতব্যক্তির পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে

إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ.

উচ্চারণঃ- ইন্না লিল্লা-হি মা আখাযা অলাহু মা আ'ত্বা, অকুল্লু শাইয়িন ইনদাহু বিআজালিম মুসাম্মা। ফাসবির অহতাসিব।

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। প্রত্যেক জিনিস তাঁর নিকট নির্ধারিত সময় বাঁধা। অতএব তুমি ধৈর্য ধর এবং সওয়াবের আশা কর।[২৪১]

মৃতব্যক্তির শোকাহত পরিবারকে তাদের ভাষায় এরূপ বলে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য।

---

২৩৮ (হাকেম ১/৩৫৯)
২৩৯ (আহকামুল জানায়েজ, আলবানী ১২৬-১২৭)
২৪০ (শারহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বাইহাকী, বুখারী)
২৪১ (বুখারী ২/৮০, মুসলিম ২/৬৩৬)

কবরে লাশ রাখার সময়

যে লাশ রাখবে সে এই দু'আ বলবে–

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হি অ'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রসূলের মতাদর্শের উপর (কবরে রাখছি)।[২৪২]

কবর যিয়ারতের দু'আ

১। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণঃ- আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন, নাসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল 'আ-ফিয়াহ।

অর্থ- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে কবরবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ! আমরাও -আল্লাহ যদি চান- তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই মিলিত হব। আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[২৪৩]

২। اَلسَّلَامُ عَلٰى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ

উচ্চারণঃ- আসসালা-মু 'আলা আহলিদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অ য়্যারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না অলমুস্তা'খিরীন, অইন্না ইনশা-ল্লা-হু বিকুম লালা-হিকূন।

---

২৪২ (আবু দাউদ ৩/৩১৪, আহমদ)
২৪৩ (মুসলিম ২/৬৭১)

অর্থ- মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যারা আগে এসেছে এবং যারা পরে আসবে তাদের উপর আল্লাহ রহম করেন। এবং আমরাও আল্লাহ চাহেন তো অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব।[২৪৪]

প্রকাশ যে, কবর যিয়ারতের সময় কবরবাসীর জন্য হাত তুলেও দু'আ করা যায়।[২৪৫]

দুশ্চিন্তা দূর করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা অবনু 'আব্দিকা অবনু আমাতিক, না-স্বিয়াতী বিয়্যাদিক, মা-যিন ফিইয়্যা হুকমুক, 'আদলুন ফিইয়্যা ক্বাযা-উক, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন হুয়া লাক, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিক, আউ 'আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালক্বিক, আবিস্তা'সারতা বিহী ফী 'ইলমিল গাইবি ইন্দাক; আন তাজ'আলাল কুরআ-না রাবীআ' ক্বালবী অনূরা স্বাদরী অজালা-আ হুযনী অযাহা-বা হাম্মী।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি- যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও।[২৪৬]

---

২৪৪ (মুসলিম ৯৭৮)
২৪৫ (মুসলিম ৯৭৪)
২৪৬ (মুসনাদে আহমদ ১/৩৯১)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ۲۔

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুয্‌নি অল 'আজ্‌যি অল কাসালি অল বুখ্‌লি অল জুব্‌নি অ যালা'ইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৪৭]

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا ۳۔

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জা'আলতাহু সাহলা। অআন্তা তাজ'আলুল হুযনা ইযা শি'তা সাহলা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা সহজ করে দিয়েছ তা ছাড়া সহজ কিছু নয়। আর ইচ্ছা করলে তুমিই দুশ্চিন্তাকে সহজ করে থাক।[২৪৮]

উপস্থিত বিপদ দূর করার দু'আ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۱۔

উচ্চারণ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল 'আযীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি অরাব্বুল আরযি অ রাব্বুল 'আরশিল কারীম।

---

২৪৭ (বুখারী)
২৪৮ (ইবনে হিব্বান, ইবনে সুন্নী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৮৬নং)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি।[২৪৯]

২। اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজূ ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা 'আইন, অ আসলিহ লী শা'নী কুল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের উপর সোপর্দ করে দিয়ো না এবং আমার সকল অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মা'বুদ নেই।

৩। لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ: লা- ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায জ্বলেমীন।

অর্থঃ- তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।[২৫০]

৪। اَللهُ اللهُ رَبِّيْ، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আল্লা-হু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইআ।

অর্থ- আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর সাথে কিছুকে শরীক করি না।[২৫১]

সংকট মুহূর্তে

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ.

উচ্চারণঃ- ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীস।

অর্থ- হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! তোমার রহমতের অসীলায় আমি ফরিয়াদ করছি।[২৫২]

---

২৪৯ (বুখারী ৭/১৫৪, মুসলিম ৪/২০৯২)
২৫০ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৬৮)
২৫১ (সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩৩৫)
২৫২ (সহীহুল জামে' ৪৭৭৭নং)

শত্রু বা অত্যাচারী শাসকের সাক্ষাতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম অনা'ঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।[২৫৩]

২। اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَأَنْتَ نَصِيْرِيْ، بِكَ أَجُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তা আযুদী অ আন্তা নাসীরী, বিকা আজূলু অবিকা আসূলু অবিকা উক্বা-তিল।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল ও তুমি আমার সহায়। তোমার সাহায্যেই আমি চলাফেরা করি, তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণ করি এবং তোমার সাহায্যেই আমি যুদ্ধ করি।[২৫৪]

৩। حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

উচ্চারণ: হাসবুনাল্লাহ অ নি'মাল ওয়াকীল।

অর্থঃ- আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।[২৫৫]

মনে সন্দেহ হলে

১। 'আঊযু বিল্লাহ' পড়ে শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং সত্বর সন্দিহান চিন্তা থেকে বিরত হবে।[২৫৬]

২। এই কথাটি বলবে, آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ। 'আ-মানতু বিল্লা-হি অরুসুলিহ।

অর্থাৎ আমি আল্লাহ ও রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি।

---

২৫৩ (আবু দাউদ ২/৮৯, হাকেম ২/১৪২, সহ জামে ৪৫৮২)
২৫৪ (সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮৩)
২৫৫ (বুখারী ৫/১৭২)
২৫৬ (বুখারী ৬/৩৩৬, মুসলিম ১/১২০)

هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ৩।

অর্থঃ- তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত (অপরাভূত) ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।[২৫৭]

গুপ্ত শির্ক হতে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা আন উশরিকা বিকা অআনা আ'লাম, অআস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা লা আ'লাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শির্ক করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে শির্ক না জেনে করে ফেলি, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[২৫৮]

অশুভ ধারণা হলে

কিছু দেখে বা শুনে অশুভ ধারণা হলে বা ক্ষতি কিংবা অসাফল্যের আশঙ্কা হলে নিম্নের দু'আ পড়বে;

اَللّٰهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা লা ত্বাইরা ইল্লা ত্বাইরুক, অলা খাইরা ইল্লা খাইরুক, অলা ইলা-হা গাইরুক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার (সৃষ্ট) অশুভ ছাড়া অন্য কিছু অশুভ নেই, তোমার মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গল নেই এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।[২৫৯]

---

২৫৭ (সূরা হাদীদ ৩ আয়াত, আবূ দাউদ ৪/৩২৯)
২৫৮ (সহীহ জামে' ৩/২৩৩)
২৫৯ (আহমদ ২/২২০, সিঃ সহীহাহ ১০৬৫নং)

ঋণমুক্ত ও ধনী হতে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ১।

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-ক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর।[২৬০]

২। 'দুশ্চিন্তা দূর করার' ২ নং দু'আ পঠনীয়।

৩। রাত্রে শয়নকালে নিম্নের দু'আ পঠনীয় ;

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ، اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তি অরাব্বাল আরযি অরাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা অরাব্বা কুল্লি শাই, ফা-লিক্বাল হাব্বি অন্নাওয়া, অমুনাযযিলাত তাউরা-তি অলইনজীলি অলফুরক্বান। আ'উযু বিকা মিন শার্রি কুল্লি যী শার্রিন আন্তা আ-খিযুন বিনা-সিয়াতিহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা

---

২৬০ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৮০)

ক্বাবলাকা শাই, অআন্তাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই, অআন্তায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাই, অআন্তাল বা-ত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাই, ইক্বযি আন্নাদ দাইনা অআগনিনা মিনাল ফাক্বর।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকানের অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি-- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও।[২৬১]

৪। اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ وَآمِنْ رَوْعَتِيْ وَاقْضِ عَنِّيْ دَيْنِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাস্তুর 'আউরাতী অআ-মিন রাউ'আতী অক্বযি 'আন্নী দাইনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীয় ত্রুটিকে গোপন কর,ভয় থেকে নিরাপত্তা দাও এবং আমার তরফ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও।[২৬২]

হতাশাজনক কিছু ঘটলে

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট বলবান মু'মিন দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা উত্তম এবং প্রিয়। অবশ্য উভয়েই মঙ্গল আছে। তোমাকে যে বস্তু উপকৃত করবে তার প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি অপ্রিয় কিছু তোমার ঘটেই থাকে, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হতো না' ইত্যাদি। বরং বল ;

قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ.

ক্বাদ্দারাল্লা-হু অমা শা-আ ফাআল।)

২৬১ (মুসলিম ৪/২০৮৪)
২৬২ (সহীহুল জামে ১২৬২)

অর্থঃ- আল্লাহ ভাগ্য নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন। যেহেতু 'যদি-যদি' করা শয়তানের কর্মদ্বার উন্মুক্ত করে।"[২৬৩] সুতরাং আক্ষেপ ও হা-হুতাশ পরিহার করে নতুনভাবে কর্ম শুরু করাই দরকার।

সন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস্ স্বা-লিহা-ত।
অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহেই সৎকর্মাদি পরিপূর্ণ হয়।[২৬৪]

অসন্তোষজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি 'আলা কুল্লি হা-ল।
অর্থ- আল্লাহর নিমিত্তে সকল প্রশংসা সর্বাবস্থায়।[২৬৫]

খুশী বা আশ্চর্যজনক কিছু ঘটলে বা দেখলে

سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহা-নাল্লা-হ) অথবা اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) পড়বে।[২৬৬] কিছু দেখে নজর লাগার ভয় থাকলে বর্কতের দু'আ দেবে।[২৬৭]

মনোরম কিছু দেখলে

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণঃ- মা শা-আল্লা-হু লা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।' (কুঃ১৮/৩৯)

২৬৩ (মুসলিম ৪/২০৫২)
২৬৪ (সহীহ ইবনে মাজাহ ৩০৬৬নং)
২৬৫ (সহীহুল জামে ৪/২০১, সিলসিলা সহীহাহ ২৬৫নং)
২৬৬ (বুখারী ১/২১০, মুসলিম ৪/১৮৫৭)
২৬৭ (সহীহুল জামে ১/২১২)

আগামীতে কিছু করব বললে

إِنْ شَاءَ اللهُ। (ইনশা-আল্লা-হ) বলা বিধেয়। যেহেতু কোন কর্মই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। (কুঃ ১৮/২৩-২৪)

কাউকে হাসতে দেখলে

أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ (আয্বহাকাল্লা-হু সিন্নাক)

অর্থাৎ- আল্লাহ আপনার দন্তকে হাস্যময় করুন।[২৬৮]

ঘাবড়ে গেলে বা ভয় পেলে

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)।[২৬৯]

ঝড় বাতাসের সময়

ঝড় বা ঝোড়ো বাতাসকে গালি না দিয়ে নিম্নের দু'আ পঠনীয়।

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অ আ'উযু বিকা মিন শার্রিহা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৭০]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআ'উযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ।

২৬৮ (বুখারী ৭/৩৭, মুসলিম ২৩৯৬ নং)
২৬৯ (বুখারী ১১/৪৬৭)
২৭০ (আবু দাউদ ৪/৩২৬, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩০৫)

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।[২৭১]

"আল্লা-হুম্মাজআলহা রিয়া-হান--" হাদীসটি বাতিল হাদীস।[২৭২]

মেঘ দেখলে

আকাশে মেঘ দেখলে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়;

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শার্রিহা)

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৭৩]

বৃষ্টি নামলে

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

আল্লা-হুম্মা স্বাইয়্যিবান না-ফিআ'।

অর্থ- হে আল্লাহ! লাভদায়ক বৃষ্টি বর্ষণ কর।[২৭৪]

মেঘ গর্জন কালে

কথাবার্তা ছেড়ে এই দু'আ পঠনীয়--

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাল্লাযী য়্যুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী অলমালা-ইকাতু মিন খীফাতিহ।

২৭১ (বুখারী ৪/৭৬, মুসলিম ২/৬১৬)
২৭২ (সিলসিলা সহীহাহ ৬/৬০২)
২৭৩ (সহীহ আবু দাউদ ৪২৫২নং)
২৭৪ (বুখারী ২/৫১৮)

অর্থঃ- আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁর ভয়ে মেঘনাদ ও ফিরিশ্‌তাবর্গ তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।[২৭৫]

এখানে 'লা তাক্বতুলনা বিগাযাবিকা' এর হাদীসটি যয়ীফ।[২৭৬]

বৃষ্টির পর

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ.

উচ্চারণঃ- মুত্বিরনা বিফাযুলিল্লা-হি অরাহমাতিহ।
অর্থ- আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদের মাঝে বৃষ্টি হল।[২৭৭]

অনাবৃষ্টি হলে

বৃষ্টি না হলে ইস্তিস্কার নামায পড়া সুন্নত। নামাযের পূর্বে খুতবায় হাত তুলে দু'আ করা বিধেয়। এবং জুমআর খুতবায় হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দু'আ করা বিধিসম্মত। যেমন এই সময় অনেকানেক ইস্তিগফার করা কর্তব্য।

১। اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন আর রাহমা-নির রাহীম, মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু য়্যাফ'আলু মা য়্যুরীদ, আল্লা-হুম্মা আন্তাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্, আন্তাল গানিইয়্যু অনাহনুল ফুক্বারা-', আনযিল 'আলাইনাল গাইসা অজ্'আল মা আনযালতা লানা কূউওয়াতাঁউ অ বালা-গান ইলা-হীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্তে। যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

---

২৭৫ *(মুমতে' ২/৯৯২)*
২৭৬ *(যয়ীফ তিরমিযী ৪৪৮ পৃঃ)*
২৭৭ *(বুখারী ১/২০৫, মুসলিম ১/৮৩)*

যিনি অসীম করুণাময়, দয়াবান। বিচার দিবসের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই। তুমিই অভাবমুক্ত এবং আমরা অভাবগ্রস্ত। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যা বর্ষণ করেছ তা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শক্তি ও যথেষ্টতার কারণ বানাও।[২৭৮]

২। اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইসাম মুগীসাম মারীআম মারী'আন না-ফি'আন গাইরা যা-র্রিন 'আ-জিলান গাইরা আ-জিল।

অর্থ- আল্লাহ গো! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, প্রয়োজন পূর্ণকারী স্বাচ্ছন্দ্য ও উর্বরতা আনয়নকারী, লাভদায়ক ও হিতকর, এবং বিলম্বে নয় অবিলম্বে বর্ষণশীল বৃষ্টি।[২৭৯]

৩। اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা আগিসনা, আল্লা-হুম্মা আগিসনা, আল্লা-হুম্মা আগিসনা।
অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য পানি বর্ষণ কর।[২৮০]

৪। اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাসক্বি 'ইবা-দাকা অবাহা-ইমাকা অনশুর রাহমাতাকা অআহয়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের ও প্রাণীদের উপর পানি বর্ষণ কর এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। আর তোমার মৃত দেশকে জীবিত কর।[২৮১]

---

২৭৮ *(আবু দাউদ)*
২৭৯ *(আবু দাউদ)*
২৮০ *(বুখারী ১/২২৪, মুসলিম ২/৬১৩)*
২৮১ *(আবু দাউদ ১/৩০৫)*

অতিবৃষ্টি হলে

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা অলা 'আলাইনা, আল্লা-হুম্মা 'আলাল আ-কামি অযযিরা-বি অবুতূনিল আউদিয়াতি অমানা-বিতিশ শাজার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বর্ষাও, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়, টিলা, উপত্যকা এবং বৃক্ষাদির উদ্‌গত হওয়ার স্থানে বর্ষাও।[২৮২]

খাওয়ার আগে দু'আ

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাত দ্বারা নিজের দিকে এক তরফ থেকে খেতে শুরু করতে হয়। খাওয়া শুরু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে এবং মাঝে মনে পড়লে বলতে হয়,

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَه" وَآخِرَهُ

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ।

অর্থ- শুরুতে ও শেষে আল্লাহর নাম নিয়ে খাচ্ছি।[২৮৩]

খাদ্যের কোন প্রকার ত্রুটি বর্ণনা করতে নেই। একত্রে (এক পাত্রে) বসে ভোজন করলে তাতে বর্কত হয়।[২৮৪]

খাওয়ার পরে দু'আ

১। খাওয়ার শেষে নিম্নের দু'আ পঠনীয়;

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি অআত্ব'ইমনা খাইরাম মিন্‌হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দাও এবং এর চেয়ে উত্তম আহার দান কর।

২৮২ (বুখারী ১/২২৪, মুসলিম ২/৬১৪)
২৮৩ (সহীহ তিরমিযী ২/১৬৭)
২৮৪ (সহীহুল জামে ১৪২নং)

খাবার দুধ হলে বলবে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক-লানা ফীহি অযিদনা মিন্‌হ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বর্কত দান কর এবং আমাদেরকে এর প্রাচুর্য দাও।[২৮৫]

প্রকাশ থাকে যে, এই দু'আ অনেকে খাবার আগে পড়তে হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৮৬]

২। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা ক্বুউওয়াহ।

অর্থ- সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই।

এই দু'আটি পাঠ করলে পূর্বেকার গোনাহ মাফ হয়ে যায়।[২৮৭]

৩। اَللّٰهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا أَعْطَيْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আত্ব'আমতা অআসক্বাইতা অআগনাইতা অআক্বনাইতা অহাদাইতা অআহ্‌য়্যাইত। ফালাকাল হামদু আলা মা আ'ত্বাইত।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি খাওয়ালে, পান করালে, অভাবমুক্ত করলে, তৃপ্ত করলে, হিদায়াত করলে এবং জীবিত করলে। সুতরাং তুমি যা কিছু দান করেছ, তার উপর তোমারই সমুদয় প্রশংসা।

৪। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

২৮৫ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৮)
২৮৬ (হিসনুল মুসলিম)
২৮৭ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৯)

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।

অর্থ- আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু![২৮৮]

'সাক্বানা অজাআলানা মুসলিমীন'এর হাদীসটি যয়ীফ।[২৮৯]

অপরের নিকট পানাহার করলে তার জন্য দু'আ

১। اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম অগফিরলাহুম অরহামহুম।

অর্থ- হে আল্লাহ! ওদেরকে তুমি যা দান করেছ, তাতে ওদের জন্য বর্কত দান কর। ওদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ওদের প্রতি রহম কর।[২৯০]

২। أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

উচ্চারণ- আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত্‌ 'আলাইকুমুল মালা-ইকাহ, অ আফত্বারা 'ইনদাকুমুস্‌ স্বা-য়িমূন।

অর্থ- সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক, ফিরিশ্‌তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক।[২৯১]

কেউ কিছু পান করালে তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আত্ব্‌'ইম মান 'আত্বআমানী অসক্বি মান সাক্বা-নী।

---

২৮৮ (বুখারী ৬/২১৪, তিরমিযী ৫/৫০৭)
২৮৯ (যঈফ তিরমিযী ৪৪৮ পৃঃ)
২৯০ (মুসলিম ৩/১৬১৫)
২৯১ (মুসলিম আহমাদ ৩/১৩৮, বাইহাক্বী ৭/২৮৭)

অর্থ - হে আল্লাহ! তাকে তুমি খাওয়াও, যে আমাকে খাওয়াল এবং তাকে পান করাও, যে আমাকে পান করাল।[২৯২]

রোযা ইফতারের দু'আ

রোযা ইফতারের সময় দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস শুদ্ধ নয়।[২৯৩]

অনুরূপ এই সময় 'আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু অআলা রিযক্বিকা আফত্বারতু' দু'আর হাদীসও যয়ীফ।[২৯৪]

ইফতার শেষে নিম্নের দু'আ পঠনীয়,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণ : যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল 'উরূকু অসাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ

অর্থ- পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং আল্লাহ চাহেন তো সওয়াব সাব্যস্ত হল।[২৯৫]

অপরের নিকট রোযা ইফতার করলে

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

উচ্চারণ- আফত্বারা ইনদাকুমুস্‌ স্বা-য়িমূন, অ আকালা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।

অর্থঃ- আপনাদের নিকট রোযাদাররা ইফতার করুক, সজ্জনরা আপনাদের খাবার খাক এবং ফিরিশ্‌তাবর্গ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[২৯৬]

রোযাদারকে দিনে কেউ খেতে ডাকলে তার জন্য দু'আ করবে।[২৯৭] কেউ গালি দিলে বলবে আমি রোযা রেখেছি। আমি রোযা রেখেছি।[২৯৮]

---

২৯২ (মুসলিম ৩/১২৬)
২৯৩ (ইরওয়াউল গালীল ৯২১ নং)
২৯৪ (যয়ীফ আবু দাউদ ২৩৪ পৃঃ)
২৯৫ (আবু দাউদ ২/৩০৬, সহীহুল জামে ৪/২০৯)
২৯৬ (আবু দাউদ ৩/৩৬৭)
২৯৭ (মুসলিম ২/১০৫৪)
২৯৮ (বুখারী ৪/১০৩, মুসলিম ২/৮০৬)

প্রথম দিনের চাঁদ দেখলে

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْـلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহ 'আলাইনা বিলয়্যুমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর বর্কত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।[২৯৯]

নতুন ফল-ফসল দেখলে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَـدِيْنَتِنَا وَبَـارِكْ لَنَـا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফী সামারিনা, অবা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা, অবা-রিক লানা ফী সা-'ইনা, অবা-রিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে, শহরে ও পরিমাপে বর্কত দান কর।[৩০০]

হাঁচির সময়

যে হাঁচি দেবে সে সশব্দে বলবে, اَلْحَمْـدُ لِلّٰهِ 'আলহামদু লিল্লা-হ'। আর যে তার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা শুনবে, সে তার জন্য দু'আ করবে, বলবে, يَرْحَمُـكَ اللهُ 'য়্যারহামুকাল্লা-হ' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে রহম করে)। অতঃপর যে হাঁচি দিয়েছে সে নিজের জন্য দু'আ করতে শুনলে ঐ ব্যক্তির জন্যও (কাফের হলেও) দু'আ করবে, বলবে,

২৯৯ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৭, সিলসিলা সহীহাহ ১৮১৬নং)
৩০০ (মুসলিম ২/১০০০)

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ। (য়্যাহদীকুমুল্লা-হু অয়্যুসলিহ বা-লাকুম)

অর্থঃ- আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তোমাদের অন্তর সংশোধন করেন।[৩০১]

৩ বারের অধিক হাঁচলে আর উত্তর দিতে হয় না।[৩০২]

কোন কাফের হাঁচলে তার দু'আর জওয়াবে শেষোক্ত দু'আটি পঠনীয়।[৩০৩]

নামাযে হাঁচলে বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْـهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহি মুবা-রাকান আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অ য়্যারযা।

অর্থ- পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।[৩০৪]

জুমআহ, বিবাহবন্ধন ইত্যাদির খুতবাহ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُـوْذُ بِـاللهِ مِـنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَا أَيُّهَـا النَّـاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَـا

৩০১ (বুখারী ৭/১২৫)
৩০২ (আবু দাউদ ৫০৩৪নং)
৩০৩ (সহীহ তিরমিযী ২/৩৫৪)
৩০৪ (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৯৯২নং)

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴿ ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴿ ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

উচ্চারণঃ- ইন্নাল হামদা লিল্লা-হি নাহমাদুহু অনাস্তাঈনুহু অনাস্তাগফিরুহু, অনা'উযু বিল্লা-হি মিন শুরূরি আনফুসিনা অ সাইয়্যিআ-তি আ'মা-লিনা। মাঁই য়্যাহদিহিল্লা-হু ফালা মুযিল্লা লাহু অমাঁই য়্যুয্‌লিল ফালা হা-দিয়া লাহ। অ আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

এরপর সূরা নিসার ১ নং আয়াত, সূরা আ-লে ইমরানের ১০২ নং আয়াত, এবং সূরা আহযাবের ৭০-৭১ নং আয়াত।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের আত্মা এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তাকে পথপ্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও রসূল।

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন, এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা কর। আর ভয় কর জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।"

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে অবশ্যই মরো না।"

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।"[৩০৫]

বরকনের জন্য দু'আ

বরকনের জন্য প্রত্যেকেই একাকী বরকে উদ্দেশ্য করে এই দু'আ বলবে ঃ-

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ.

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু লাকা অবা-রাকা 'আলাইকা অজামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর।

অর্থ -আল্লাহ তোমার জন্য (এই বিবাহকে) বর্কতপূর্ণ করুন, তোমার উপর বর্কত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত রাখুন।[৩০৬]

বাসরের দু'আ

প্রথম সাক্ষাতে (দুই রাকআত নামায পড়ে) স্ত্রীর ললাটে হাত রেখে নিম্নের দু'আ পড়তে হয়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা জাবালতাহা 'আলাইহ, অ'আউযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা জাবালতাহা 'আলাইহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট এর অকল্যাণ এবং যে প্রকৃতির উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ তার অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩০৭]

---

৩০৫ (আবু দাউদ ২১১৮, তিরমিযী ১১০৫)
৩০৬ (সহীহ তিরমিয ১/৩১৬)
৩০৭ (আবু দাউদ ২/২৪৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৩২৪)

সহবাসের পূর্বে দু'আ

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণঃ- বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বানা অজান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাযাক্বতানা।

অর্থ- আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

এই সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[৩০৮]

সন্তান ভূমিষ্ট হলে

শিশু (ছেলে অথবা মেয়ে) ভূমিষ্ট হলে তার কানে নামাযের আযান দেওয়া সুন্নত।[৩০৯]

ইকামত দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি জাল।[৩১০]

ক্রোধের সময়

'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পড়লে ক্রোধ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।[৩১১]

ক্রোধ এলে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, তবে বসে যাবে এবং বসে থাকলে শুয়ে যাবে।[৩১২]

মজলিস ও জালসায় দু'আ

যে মজলিসে বা বৈঠকে আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) হয় না সে মজলিসের লোক সকল মৃত গাধার দেহের উপর সমবেত হয় এবং তাদের আক্ষেপ হবে।[৩১৩]

---

৩০৮ (বুখারী ৬/১৪১, মুসলিম ২/১০২৮)
৩০৯ (তিরমিযী ১৫১৪, আবূ দাউদ ১৫০৫)
৩১০ (সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩২১নং)
৩১১ (বুখারী ১০/৩৮৯, মুসলিম ২৬১০)
৩১২ (আবূ দাউদ ৪৭৮২, সহীহুল জামে ৭০৭)
৩১৩ (আহমদ ২/৩৮৯, হাকেম ১/৪৯২)

১। মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে সকলের জন্যই নিম্নের দু'আ পড়া সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশ্‌য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মা'আ-স্বীক, অমিন ত্বা-'আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী 'আলাইনা মাসা-ইবাদ দুনয়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-'ইনা অ আবস্বা-রিনা অক্বুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজ'আলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। অজ'আল সা'রানা 'আলা মান যালামানা, অনসুরনা 'আলা মান 'আ-দা-না, অলা তাজ'আল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজ'আলিদ্দুনয়্যা আকবা-রা হাম্মিনা অলা মাবলাগা 'ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব 'আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।

অর্থঃ - আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের

বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না।[৩১৪]

২। رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণঃ- রাব্বিগফিরলী অতুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্ তাউওয়া-বুল গাফূর।

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবা গ্রহণকারী ক্ষমাশীল।[৩১৫]

কাফফারাতুল মজলিস

কোন মজলিসে হৈ-হাল্লা বেশী করলে, বৈঠক শেষে নিয়ের দু'আ পাঠ করলে ঐ মজলিসে কৃত (সগীরাহ) গোনাহর কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্‌ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক।

অর্থ- তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।[৩১৬]

দু'আর বদলে দু'আ

কেউ যদি আপনাকে দু'আ করে বলে, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' তাহলে আপনিও তার জওয়াবে বলুন 'এবং আপনাকেও।'[৩১৭]

৩১৪ (তিরমিযী ৩৪৯৭নং)
৩১৫ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২১)
৩১৬ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৩)
৩১৭ (মুসলিম আহমাদ ৫/৮২)

কেউ যদি আপনাকে বলে, 'আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসি'। তাহলে আপনিও তার উত্তরে বলুন, 'যাঁর ওয়াস্তে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনি আপনাকে ভালোবাসুন।'[৩১৮]

কারো প্রশংসা করতে হলে

কারো সার্টিফাই বা প্রশংসা করতে হলে এইরূপ বলতে হয়, 'অমুককে আমি এই মনে করি এবং আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর তকদীর ও জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা করি না। যেহেতু পরিণাম ও গুপ্ত বিষয় তো আল্লাহই জানেন, আমি ওকে এই মনে করি---।'

অতঃপর জানা বিষয়ে তার প্রশংসা করবে।[৩১৯]

কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার জন্য দু'আ

اَللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নামা আনা বাশারুন ফাআইয়্যুমা রাজুলিন মিনাল মুসলিমীনা সাবাবতুহু আউ লাআ'নতুহু আউ জালাত্তুহু ফাজ'আলহা লাহু যাকা-তাঁউ অরাহমাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ মাত্র। তাই মুসলিমদের যাকেই আমি গালি দিয়েছি বা অভিশাপ করেছি বা চাবুক মেরেছি তার জন্য তা পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দাও।[৩২০]

কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে

بَارَكَ اللهُ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু ফী আহলিকা অমা-লিক।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দিন।[৩২১]

৩১৮ (আবু দাউদ ৪/৩৩৩)
৩১৯ (মুসলিম ৪/২২৯৬)
320 (মুসলিম ২৬০১)
৩২১ (বুখারী ৪/৮৮)

ঋণ পরিশোধ করলে

ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতার শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নের দু'আ বলতে হয়;

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা অমা-লিক, ইন্নামা জাযা-উস সালাফিল হামদু অলআদা-'।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দান করুন। ঋণের প্রতিদান তো প্রশংসা ও আদায়।[৩২২]

কেউ কোন উপকার বা সাহায্য করলে কিংবা উপহার দিলে

কেউ কোন উপহার, উপকার বা সাহায্য করলে তার জন্য নিম্নের দু'আ করতে হয়;

১। جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

(জাযা-কাল্লা-হু খাইরা)

অর্থ- আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন।[৩২৩]

২। بَارَكَ اللهُ فِيْكَ

(বা-রাকাল্লা-হু ফীক)

অর্থাৎ আল্লাহ আপনার মাঝে বর্কত দিন।

এর উত্তরে দাতাকেও বলা উচিত,

وَفِيْكَ بَارَكَ اللهُ

(অফীকা বা-রাকাল্লা-হ) অর্থাৎ আপনার মাঝেও আল্লাহ বর্কত দিন।[৩২৪]

কোন পশু ক্রয় করলে

তার কপালের লোমগুচ্ছ ধরে বাসরে পঠনীয় দু'আ পাঠ করতে হয়।

---

৩২২ (সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৫৫)
৩২৩ (সহীহ তিরমিযী ২/২৫০)
৩২৪ (ইবনুস সুন্নী ২৭৮)

যানবাহন চড়লে

চড়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। চড়ে বসে বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ'। অতঃপর নিম্নের আয়াত পাঠ করবে,

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

অর্থঃ- পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। *(কুঃ ৪৩/১৩-১৪)*

অতঃপর 'আলহামদু লিল্লা-হ' ৩বার। 'আল্লাহু আকবার' ৩বার পড়ে নিম্নের দু'আ বলবে,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগ্‌ফির লী, ফাইন্নাহু লা য়্যাগ্‌ফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্ত।

অর্থঃ- তুমি পবিত্র হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারেনা।[৩২৫]

প্রকাশ যে, জলজাহাজে বা নৌকায় চড়ার প্রচলিত দু'আর হাদীসটি যয়ীফ।

সফরে বের হওয়ার সময়

সফরে বের হওয়ার সময় যানবাহনে চড়ে নিম্নের দু'আদি পঠনীয়;

আল্লাহু আকবার ৩বার। অতঃপর পূর্বোক্ত 'সুবহানাল্লাযী----' পাঠ করে এই দু'আ পড়তে হয়,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ

---

৩২৫ (আবূ দাঊদ ৩/৩৪, সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৬)

أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্‌তাক্বওয়া অমিনাল 'আমালি মা তারযা। আল্লা-হুম্মা হাউবিন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বৃবি আন্না বু'দাহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ স্বা-হিবু ফিস্‌সাফারি অলখালীফাতু ফিলআহল্। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন অ'সা-ইস্ সাফারি অকাআ-বাতিল মানযারি অসূইল মুনক্বালাবি ফিলমা-লি অলআহল্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট পুণ্য, সংযম, এবং সেই আমল প্রার্থনা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও। আল্লাহ গো! তুমিই সফরের সাথী এবং পরিবারে প্রতিনিধিও তুমিই। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মালধন ও পরিবারে মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩২৬]

সফরে বের হওয়ার পূর্বে ২ রাকআত নামায পড়া মুস্তাহাব।[৩২৭]

সফরকারীর নিজের পরিবারের জন্য দু'আ

বাড়ি থেকে সফরে বের হওয়ার সময় পরিজনের উদ্দেশ্যে এই দু'আ বলা বিধেয়;

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ.

উচ্চারণঃ- আস্তাউদি'উকুমুল্লা-হাল্লাযী লা তাযী'উ অদা-ই'উহ।

অর্থঃ- আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রাখছি, যাঁর আমানত নষ্ট হয় না।[৩২৮]

সফরকারীকে বিদায়কালে দু'আ

কেউ সফর করলে পরিজনের উচিত বিদায়কালে তার উদ্দেশ্যে নিম্নের দু'আ বলা,

১। أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

৩২৬ (মুসলিম২/৯৯৮)
৩২৭ (সিঃ সহীহাহ ১৩২৩নং,
৩২৮ (মুসলিম আহমদ ২/৪০৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/১৩৩)

উচ্চারণঃ- আস্তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা 'আমালিক।

অর্থঃ- আমি তোমার দ্বীন, আমানত এবং আমলের শেষ পরিণতিকে আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি।[৩২৯]

২। زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

উচ্চারণঃ- যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া অ গাফারা যামবাকা অ য্যাস্‌সারা লাকাল খাইরা হাইসু মা কুন্ত্।

অর্থঃ- আল্লাহ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দান করুন, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং যেখানেই থাক, তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করুন।[৩৩০]

৩। اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাত্বি লাহুল বু'দা অ হাউবিন 'আলাইহিস সাফার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি ওর জন্য (সফরের) দূরত্বকে সঙ্কুচিত করে দাও এবং সফরকে সহজ করে দাও।[৩৩১]

পথ চলতে

পথ চলাকালে উঁচু জায়গায় উঠতে 'আল্লাহু আকবার' এবং নিচু জায়গায় নামতে 'সুবহানাল্লাহ' বলা কর্তব্য।[৩৩২]

কোন গ্রাম বা শহর প্রবেশ করতে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا

৩২৯ (মুসলিম আহমাদ ২/৭, সহীহ তিরমিযী ২/১৫৫)
৩৩০ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৫৫)
৩৩১ (তিরমিযী)
৩৩২ (বুখারী ৬/১৩৫)

فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব্‌'ই অমা আযলালনা, অরাব্বাল আরাযীনাস সাব্‌'ই অমা আক্বলালনা, অরাব্বাশ্‌ শায়া-ত্বীনি অমা আযলালনা, অরাব্বার রিয়া-হি অমা যারাইনা, আসআলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্বারয়্যাতি অখাইরা আহলিহা অখাইরা মা ফীহা। অ আ'উযু বিকা মিন শার্‌রিহা অশার্‌রি আহলিহা অশার্‌রি মা ফীহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে সপ্তাকাশ ও যা কিছুকে তা ছেয়ে আছে তার প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক! হে শয়তানদল ও তারা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে তাদের প্রতিপালক! হে বায়ু ও যা কিছু তা উড়িয়ে থাকে তার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই গ্রাম ও গ্রামবাসীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অমঙ্গল হতে পানাহ চাচ্ছি।[৩৩৩]

বাজারে প্রবেশ করলে

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূত, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁরই নিমিত্তে সারা রাজত্ব ও সকল প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

বাজার প্রবেশ করে এই দু'আটি যে পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ১০ লক্ষ পুন্য লিপিবদ্ধ করবেন, তার ১০ লক্ষ পাপ মোচন করে দেবেন, তাকে ১০ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং বেহেশতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।"[৩৩৪]

বাজার হল গাফলতি ও ঔদাস্যের জায়গা। তাই সেখানে ঐ দু'আ পাঠ করলে এত এত সওয়াব।

৩৩৩ (হাকেম ২/১০০, ইবনুস সুন্নী ৫২৪)
৩৩৪ (সহীহ তিরমিযী২/১৫২, হাকেম ১/৫৩৮)

যানবাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে

ঘোড়া, উট বা গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে শয়তানকে গালিমন্দ করতে নেই। কারণ এতে সে তৃপ্তি পায়। তাই এই সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। তাতে শয়তান ছোট হয়ে যায়।[৩৩৫]

সফরকারীর ভোরের যিক্‌র

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ- সামি'আ সা-মি'উন বিহামদিল্লা-হি অহুসনি বালা-ইহী 'আলাইনা, রাব্বানা স্বা-হিবনা অ আফযিল 'আলাইনা, 'আ-ইযাম বিল্লা-হি মিনান্না-র।

অর্থঃ- শ্রবণকারী (আমাদের) আল্লাহর প্রশংসা ও আমাদের উপর উত্তম পরীক্ষার (শুক্‌র) শ্রবণ করেছে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সঙ্গে থাক এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমি আল্লাহর নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থী।[৩৩৬]

সফরে কোন অচেনা স্থানে বিশ্রাম নিলে

এ স্থলে সকাল ও সন্ধ্যার ৮নং যিক্‌র পঠনীয়। ঐ দু'আটি পড়লে ঐ স্থানের কোন কিছু আর অনিষ্ট করতে পারে না।[৩৩৭]

সফর থেকে ফিরে এলে

সফরে বের হওয়ার সময় দু'আটির সাথে নিম্নের দু'আটিও যোগ করবে,

آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

উচ্চারণঃ- --------আ-ইবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।

অর্থঃ- -----(আমরা সফর থেকে) প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।[৩৩৮]

সফর থেকে ফিরে এসেও ২ রাকআত নামায পড়া সুন্নত।

৩৩৫ (আবূ দাঊদ ৪/২৯৬)
৩৩৬ (মুসলিম ৪/২০৮৬)
৩৩৭ (মুসলিম ৪/২০৮০)
৩৩৮ (মুসলিম ২/৯৯৮)

জিহাদ বা হজ্জ থেকে ফিরে এলে

তসবীহ ও তাহলীল পরিচ্ছেদের ১নং দু'আ পাঠ করে সফর থেকে ফিরে আসার উপরোক্ত (আ-ইবূনা---) দু'আটি পড়বে। অতঃপর এই দু'আটি যুক্ত করবে,

صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

উচ্চারণঃ- স্বাদাক্বাল্লা-হু অ'দাহ, অনাসারা 'আব্‌দাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহ্‌দাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার সত্য করেছেন, তিনি তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।[৩৩৯]

মহানবী ﷺ-এর নাম শুনলে

মহানবী ﷺ-এর উপর যে ব্যক্তি১ বার দরূদ পাঠ করে, বিনিময়ে আল্লাহ তার উপর ১০বার রহমত বর্ষণ করে থাকেন।[৩৪০]

রসূল ﷺ-এর নাম যার কানে পৌঁছে অথচ দরূদ পাঠ করে না, সেই হল আসল বখীল।[৩৪১] সুতরাং তাঁর নাম শোনা বা বলা মাত্র পড়তে হয়,

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(স্বাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি অসাল্লাম)। অথবা

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

('আলাইহিস স্বালা-তু অস্‌সালা-ম।)

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন।

সকাল ও সন্ধ্যায় ১০বার করে দরূদ পাঠ করলে রোজ কিয়ামতে নবী স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শাফাআত নসীব হবে।[৩৪২]

মহানবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের আরো ফযীলত এই যে, তার ফলে পাঠকারীর দুশ্চিন্তা দূর হবে, গোনাহ মাফ হবে, মহানবী ﷺ তার জবাব দেবেন,

---

৩৩৯ (বুখারী ৭/১৬৩, মুসলিম২/৯৮০)
৩৪০ (মুসলিম ১/২৮৮)
৩৪১ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৭৭)
৩৪২ (ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৫৬নং)

কিয়ামতের দিন কোন আফসোস হবে না, দু'আ কবুল হবে, ইত্যাদি। দরূদ পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মহব্বতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।[৩৪৩]

দরূদ পাঠের স্থান হল, নামাযের তাশাহহুদে, কুনুতের শেষে, জানাযার নামাযে, খুতবায়, আযানের জওয়াব দেওয়ার পর, দু'আর সময়, মসজিদে প্রবেশ করতে ও সেখান হতে বের হতে, ইল্‌মী মজলিসে, জুমআর দিনে ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, জামাআতী দরূদ বা কিয়াম করে দরূদ এবং মনগড়া রচিত দরূদ পাঠ করা বিদআত।

সালাম

সালাম দেওয়া শ্রেষ্ঠ ইসলামের এক নিদর্শন। যা পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে; যা ঈমান পরিপূরক এক অংশ। সালাম নিম্নরূপে দেওয়া বিধেয়;

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালা-মু 'আলাইকুম)। এর সঙ্গে وَرَحْمَةُ اللهِ (অরাহমাতুল্লা-হ) যোগ করা উত্তম। আবার উভয়ের শেষে وَبَرَكَاتُهُ (অবারাকা-তুহ) যুক্ত করা সবচেয়ে উত্তম। মোট ৩ টি বাক্যাংশে ৩০ টি নেকী লাভ হয়ে থাকে।[৩৪৪]

এগুলির অর্থ হল, আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক।

সালামের জওয়াব

সালামের উত্তর দেওয়ার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "আর যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন করবে অথবা ওরই অনুরূপ উত্তর দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" *(কুঃ ৪/৮৬)*

সুতরাং সালামদাতা যে মেজাজ, কণ্ঠস্বর ও বাক্যে সালাম দেবে তার চেয়ে উত্তম মেজাজ, কণ্ঠস্বর ও অধিক শব্দ দ্বারা সালামের উত্তর দেওয়া কর্তব্য। নচেৎ অনুরূপ জওয়াব দেওয়া ওয়াজেব। সালাম অপেক্ষা তার উত্তর যেন নিকৃষ্টতর না হয়, নচেৎ সম্প্রীতির স্থানে বিদ্বেষ জন্ম নেবে। অতএব উত্তর হবে,

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

(অ 'আলাইকুমুস সালা-মু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ)। অর্থাৎ, আর আপনার উপরেও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক।

---

৩৪৩ (জালাউল আফহাম, ইবনুল কাইয়েম ৩২৯-৩৭০ দ্রষ্টব্য)
৩৪৪ (আবূ দাঊদ ৪/৩৫০, তিরমিযী ৫/৫২)

কেউ পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠালে যে সালাম পৌছাবে তাকে সহ সালামদাতাকে এই উত্তর দেবে,

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ.

(অ 'আলাইকা অ 'আলাইহিস সালা-ম)। অর্থাৎ, আর আপনার ও তাঁর উপরেও শান্তি বর্ষণ হোক।[৩৪৫]

কেবলমাত্র ইশারা ও ইঙ্গিতে সালাম বা তার উত্তর দেওয়া বৈধ নয়।[৩৪৬] দূর থেকে সালাম দিলেও হাতের ইশারার সাথে মুখে সালাম উচ্চারণ করতে হবে। অবশ্য নামাযে রত থাকলে কেবল হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেওয়া বিধেয়।[৩৪৭]

অমুসলিম সালাম দিলে

সালামের হকদার হল মুসলিমগণ। অমুসলিম সালামের হকদার নয়। কোন অমুসলিম সালাম দিলে তার উত্তরে কেবল 'অআলাইকুম' বলতে পারি।[৩৪৮] একই দলে মুসলিম ও অমুসলিম থাকলে মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে **'আসসালা-মু আলাইকুম'** বলেই সালাম দেওয়া যায়।[৩৪৯] আবার কোন অমুসলিম যদি স্পষ্ট করেই 'আসসালা-মু আলাইকুম' বলে সালাম দেয়, তবে তার জওয়াবে 'অ আলাইকুমুস সালা-ম' বলা দূষণীয় নয়।[৩৫০]

সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে সাক্ষাতে প্রথমে সালাম দিতে চেষ্টা করে।[৩৫১] তবুও আরোহী পদাতিককে, পদাতিক উপবিষ্টকে, অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে এবং ছোট বড়কে প্রথমে সালাম দিতে চেষ্টা করাই সুন্নত।[৩৫২]

জামাআতের তরফ থেকে একজন মাত্র লোক সালাম বা তার উত্তর দিলেই যথেষ্ট।[৩৫৩] শিশু হলেও তাকে সালাম দেওয়া সুন্নত।[৩৫৪] সাক্ষাৎ হলে যেমন সালাম

৩৪৫ (সহীহ আবূ দাউদ ৪৩৫৮নং)
৩৪৬ (সহীহ তিরমিযী ২১৬৮নং, সিলসিলা সহীহাহ ২১৯৪নং)
৩৪৭ (তিরমিযী, মিশকাত ৯৯১নং)
৩৪৮ (মুসলিম ৪/১৭০৫)
৩৪৯ (বুখারী ৭/১৩২, মুসলিম ৩/১৪২২)
৩৫০ (ফতওয়া ইবনে উসাইমীন)
৩৫১ (মিশকাত ৪৬৪৬নং)
৩৫২ (বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৪৬৩২-৪৬৩৩নং)
৩৫৩ (আবূ দাউদ, মিশকাত৪৬৪৮নং)

দেবে তেমনি পৃথক বা বিদায় হলেও সালাম দেবে। তবে মুসাফাহা সাক্ষাতের সময় সুন্নত এবং বিদায়ের সময় মুস্তাহাব।[৩৫৫] যেমন পৃথক হওয়ার পূর্বে সূরা আস্র পড়া উত্তম।[৩৫৬] সালামের সময় কোন প্রকার ঝুঁকা বৈধ নয়।

মোরগের ডাক শুনলে

মোরগ ফিরিশ্তা দেখে ডাক দেয়। তাই তার ঐ ডাক শুনে আল্লাহর অনুগ্রহ এই বলে চাইতে হয়,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন ফায্লিক।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি।

গাধার ডাক শুনলে

গাধা শয়তান দেখে চীৎকার করে। তাই তার চীৎকার শুনে শয়তান থেকে এই বলে পানাহ চাইতে হয়,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।)

অনুরূপভাবে রাত্রে কুকুরের ডাক শুনলেও ঐ দু'আ পড়তে হয়। কারণ এরাও শয়তান দেখে ঐ ভাবে ডাক ছাড়ে। (কোন রূহ দেখে নয়।)[৩৫৭]

আল্লাহ তাআলার আসমাএ হুসনা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই যাবতীয় সুন্দর নাম। সুতরাং তোমরা সেই সব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

৩৫৪ (মিশকাত ৪৬৩৪নং)
৩৫৫ (সিলসিলা সহীহাহ১/১/৫৩পৃঃ)
৩৫৬ (ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলা ২৬৪৮নং)
৩৫৭ (বুখারী ৬/৩৫০, মুসলিম ৪/২০৯২, আবূ দাউদ ৪/৩২৭)

রসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে যে কেউ তা (দু'আতে) গণনা করবে (বা মুখস্ত করে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৫৮]

কুরআন মাজীদ ও সহীহ সুন্নাহ থেকে সেই নামাবলী নিম্নরূপঃ-

১।	اَللهُ (আল্লা-হ)
২।	الأَحَدُ (আল আহাদ) একক
৩।	الأَوَّلُ (আল আউওয়াল) আদি
৪।	الآخِرُ (আল আ-খির) অন্ত
৫।	الأَعْلَى (আল আ'লা) মহামহীয়ান
৬।	الأَكْرَمُ (আল আকরাম) দৃষ্টান্তহীন দানশীল
৭।	الإِلٰهُ (আল ইলা-হ) উপাস্য
৮।	اَلْبَارِئُ (আল বা-রী) উদ্ভাবনকর্তা
৯।	اَلْبَاسِطُ (আল বা-সিত্ব) জীবিকা সম্প্রসারণকারী
১০।	اَلْبَرُّ (আল বার্র) কৃপানিধি
১১।	اَلْبَصِيرُ (আল বাস্বীর) সর্বদ্রষ্টা
১২।	اَلْبَاطِنُ (আল বা-ত্বিন) নিগূঢ়, গুপ্ত
১৩।	اَلتَّوَّابُ (আত্ তাউওয়া-ব) তওবা গ্রহণকারী
১৪।	اَلْجَبَّارُ (আল জাব্বা-র) প্রবল
১৫।	اَلْجَمِيلُ (আল জামীল) সুন্দর

৩৫৮ (বুখারী, মুসলিম ২৬৭৭নং)

১৬।	اَلْجَوَادُ (আল জাওয়া-দ) অতি দানশীল
১৭।	اَلْحَافِظُ (আল হা-ফিয) রক্ষাকর্তা
১৮।	اَلْحَسِيبُ (আল হাসীব) হিসাব গ্রহণকর্তা
১৯।	اَلْحَفِيظُ (আল হাফীয) রক্ষণাবেক্ষণকারী
২০।	اَلْحَقُّ (আল হাক্ব) সত্য
২১।	اَلْحَكَمُ (আল হাকাম) বিচারকর্তা
২২।	اَلْحَكِيمُ (আল হাকীম) প্রজ্ঞাময়
২৩।	اَلْحَلِيمُ (আল হালীম) সহিষ্ণু
২৪।	اَلْحَمِيدُ (আল হামীদ) প্রশংসিত
২৫।	اَلْحَيُّ (আল হাইয়্যু) চিরঞ্জীব
২৬।	اَلْحَيِيُّ (আল হায়িয়্যু) লজ্জাশীল
২৭।	اَلْخَالِقُ (আল খা-লিক্ব) সৃজনকর্তা
২৮।	اَلْخَبِيرُ (আল খাবীর) পরিজ্ঞাতা
২৯।	اَلْخَلَّاقُ (আল খাল্লা-ক্ব) মহাস্রষ্টা
৩০।	اَلرَّؤُوفُ (আর রাউফ) অত্যন্ত দয়ার্দ্র
৩১।	اَلرَّبُّ (আর রাব্ব) প্রভু, প্রতিপালক
৩২।	اَلرَّحْمٰنُ (আর রাহমা-ন) পরম করুণাময়
৩৩।	اَلرَّحِيمُ (আর রাহীম) অতি দয়াবান

৩৪।	اَلرَّزَّاقُ (আর রায্‌যা-ক্ব) মহারুযীদাতা
৩৫।	اَلرَّفِيْقُ (আর রাফীক্ব) সঙ্গী, কৃপানিধি
৩৬।	اَلرَّقِيْبُ (আর রাক্বীব) তত্ত্বাবধায়ক
৩৭।	اَلسُّبُّوْحُ (আস সুব্বূহ) নিরঞ্জন
৩৮।	اَلسِّتِّيْرُ (আস সিত্তীর) অতি গোপনকারী
৩৯।	اَلسَّلَامُ (আস সালা-ম) শান্তি, নিরবদ্য
৪০।	اَلسَّمِيْعُ (আস সামী') সর্বশ্রোতা
৪১।	اَلسَّيِّدُ (আস সাইয়িদ) প্রভু
৪২।	اَلشَّافِيْ (আশ্‌ শা-ফী) আরোগ্যদাতা
৪৩।	اَلشَّاكِرُ (আশ্‌ শা-কির) পুরস্কারদাতা
৪৪।	اَلشَّكُوْرُ (আশ্‌ শাকূর) গুণগ্রাহী
৪৫।	اَلشَّهِيْدُ (আশ্‌ শাহীদ) সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী
৪৬।	اَلصَّمَدُ (আস্‌ স্বামাদ) ভরসাস্থল
৪৭।	اَلطَّيِّبُ (আত্‌ ত্বাইয়্যিব) পবিত্র
৪৮।	اَلظَّاهِرُ (আয-যাহির) ব্যক্ত, অপরাভূত
৪৯।	اَلْعَالِمُ (আল 'আ-লিম) জ্ঞাতা
৫০।	اَلْعَزِيْزُ (আল 'আযীয) পরাক্রমশালী
৫১।	اَلْعَظِيْمُ (আল 'আযীম) সুমহান

৫২।	اَلْعَفُوُّ (আল 'আফুউ) ক্ষমাশীল
৫৩।	اَلْعَلِيْمُ (আল 'আলীম) সর্বজ্ঞ
৫৪।	اَلْعَلِيُّ (আল 'আলিয়্যু) সুউচ্চ
৫৫।	اَلْغَفَّارُ (আল গাফফা-র) অতি মার্জনাকারী
৫৬।	اَلْغَفُوْرُ (আল গাফূর) মহাক্ষমাশীল
৫৭।	اَلْغَنِيُّ (আল গানিয়্যু) অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী
৫৮।	اَلْفَتَّاحُ (আল ফাত্তা-হ) বিচারকশ্রেষ্ঠ
৫৯।	اَلْقَابِضُ (আল ক্বা-বিয্‌) জীবিকা সঙ্কুচনকারী
৬০।	اَلْقَادِرُ (আল ক্বা-দির) শক্তিমান
৬১।	اَلْقَاهِرُ (আল ক্বা-হির) পরাক্রমশালী
৬২।	اَلْقُدُّوْسُ (আল কুদ্দূস) অতি পবিত্র
৬৩।	اَلْقَدِيْرُ (আল ক্বাদীর) সর্বশক্তিমান
৬৪।	اَلْقَرِيْبُ (আল ক্বারীব) নিকটবর্তী
৬৫।	اَلْقَوِيُّ (আল ক্বাবিইয়্যু) প্রবল ক্ষমতাবান
৬৬।	اَلْقَهَّارُ (আল ক্বাহহা-র) প্রবল প্রতাপশালী
৬৭।	اَلْقَيُّوْمُ (আল ক্বাইয়্যুম) অবিনশ্বর
৬৮।	اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীর) সুমহান
৬৯।	اَلْكَرِيْمُ (আল কারীম) মহানুভব, সম্মানিত

৭০।	اَللَّطِيْفُ (আল লাত্বীফ) সূক্ষ্মদর্শী
৭১।	اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুআখখির) সর্বশেষ
৭২।	اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) নিরাপত্তাবিধায়ক, সত্যায়নকারী
৭৩।	اَلْمُبِيْنُ (আল মুবীন) স্পষ্ট, প্রকাশক
৭৪।	اَلْمُتَعَالِيْ (আল মুতা'আ-লী) সর্বোচ্চ মর্যাদাবান
৭৫।	اَلْمُتَكَبِّرُ (আল মুতাকাব্বির) গর্বের অধিকারী
৭৬।	اَلْمَتِيْنُ (আল মাতীন) পরাক্রান্ত
৭৭।	اَلْمُجِيْبُ (আল মুজীব) প্রার্থনা মঞ্জুরকারী
৭৮।	اَلْمَجِيْدُ (আল মাজীদ) মর্যাদাবান, গৌরবান্বিত
৭৯।	اَلْمُحِيْطُ (আল মুহীত্ব) পরিবেষ্টনকারী
৮০।	اَلْمُصَوِّرُ (আল মুসাউয়ির) রূপদাতা
৮১।	اَلْمُعْطِيْ (আল মু'ত্বী) দাতা
৮২।	اَلْمُقْتَدِرُ (আল মুক্বতাদির) সর্বশক্তিমান
৮৩।	اَلْمُقَدِّمُ (আল মুক্বাদ্দিম) অগ্রবর্তী
৮৪।	اَلْمُقِيْتُ (আল মুক্বীত) শক্তিমান, রুযীদাতা
৮৫।	اَلْمَلِكُ (আল মালিক) সম্রাট
৮৬।	اَلْمَلِيْكُ (আল মালীক) অধীশ্বর
৮৭।	اَلْمَنَّانُ (আল মান্না-ন) পরম অনুগ্রহশীল

৮৮।	اَلْمَوْلٰى (আলমাউলা) প্রভু, সাহায্যকারী
৮৯।	اَلْمُهَيْمِنُ (আলমুহাইমিন) সাক্ষী, রক্ষক
৯০।	اَلنَّصِيْرُ (আন্ নাসীর) সহায়
৯১।	اَلْوَاحِدُ (আল ওয়া-হিদ) অদ্বিতীয়
৯২।	اَلْوَارِثُ (আল ওয়া-রিস) চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী
৯৩।	اَلْوَاسِعُ (আল ওয়া-সি') সর্বব্যাপী, প্রাচুর্যময়
৯৪।	اَلْوِتْرُ (আল বিত্‌র) অযুগ্ম, একক
৯৫।	اَلْوَدُوْدُ (আল ওয়াদূদ) প্রেমময়
৯৬।	اَلْوَكِيْلُ (আল অকীল) কর্মবিধায়ক, তত্ত্বাবধায়ক
৯৭।	اَلْوَلِيُّ (আল অলিয়্যু) বন্ধু, অভিভাবক
৯৮।	اَلْوَهَّابُ (আল অহহা-ব) মহাদাতা
৯৯।	جَامِعُ النَّاسِ (জা-মিউন্না-স) মানব জাতিকে সমবেতকারী
১০০।	مَالِكُ الْمُلْكِ (মা-লিকুল মুলক) সারা রাজ্যের রাজা, সার্বভৌম
১০১।	بَدِيْعُ السَّموٰاتِ وَالْأَرْضِ (বাদীউস সামা-ওয়া-তি অলআরয্) আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিস্কর্তা।
১০২।	نُوْرُ السَّموٰاتِ وَالْأَرْضِ (নূরুস সামা-ওয়া-তি অল আরয্) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।
১০৩।	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (যুল জালা-লি অল ইকরা-ম) মহিমময় ও মহানুভব।

১০৪।	أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (আরহামুর রা-হিমীন) শ্রেষ্ঠ দয়ালু।
১০৫।	أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ (আহকামুল হা-কিমীন) শ্রেষ্ঠ বিচারক।
১০৬।	أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ (আহসানুল খা-লিক্বীন) সুনিপুণ স্রষ্টা।
১০৭।	خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ (খাইরুর রা-যিক্বীন) শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

প্রকাশ যে, আল্লাহর নামাবলী নির্দিষ্টকরণের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি শুদ্ধ নয়।[৩৫৯]

প্রার্থনামূলক কুরআনী দু'আ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক বহু প্রকার দু'আ বর্ণনা করে বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের শব্দে সে সব দু'আ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ। এখানে পাঠকের খিদমতে সেই সকল দু'আর বরাত মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে পেশ করব। পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা মূল আরবী ও অর্থ সহ উল্লেখ করতে পারলাম না। আশা করি দু'আগুলো কুরআন মাজীদ থেকে মুখস্ত করে নিতে প্রিয় পাঠক-পাঠিকার কোন অসুবিধা হবে না।

১। **সৎপথ চাইতেঃ–** সূরা ফাতিহা।

২। **আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে** ঃ– কুঃ ৭নং সূরা/২৩নং আয়াত। ১১/৪৭। ৭/১৫১ 'রাব্বিগফিরলী' থেকে 'রা-হিমীন' পর্যন্ত। ২৮/১৬ 'রাব্বি' থেকে 'লী' পর্যন্ত। ২৩/১০৯ 'রাব্বানা' থেকে 'রা-হিমীন' পর্যন্ত। ২৩/১১৮ 'রাব্বি' থেকে 'রা-হিমীন' পর্যন্ত। ৩/১৬ 'রাব্বানা' থেকে 'না-র' পর্যন্ত। ৩/১৯১ এর 'রাব্বানা' থেকে ১৯৪ এর 'মীআদ' পর্যন্ত।

৩। **পিতামাতার জন্য দু'আ করতে** ঃ– ১৭/২৪ 'রাব্বি' থেকে 'সাগীরা' পর্যন্ত। ১৪/৪১। ৭১/২৮।

৪। **দু'আ মঞ্জুর করতে আবেদন জানাতে** ঃ– ২/১২৭ 'রাব্বানা' থেকে 'আলীম' পর্যন্ত।

৫। **পরিজনের চরিত্র সুন্দর এবং মুসলিম হওয়া চাইতে**

৩৫৯ *(আল-ক্বাওয়াইদুল মুসলা ফী সিফাতিল্লাহি অ আসমাইহিল হুসনা, ইবনে উসাইমীন ১৮-২০পৃঃ)*

ঃ– ২/১২৮। ২৫/৭৪। ৪৬/১৫ 'রাব্বি' থেকে 'মুসলিমীন' পর্যন্ত।

৬। **পরিজনকে নামাযী বানাতে** ঃ– ১৪/৪০।

৭। সত্যবাদিতা ও সততা চাইতে ঃ– ২৬/৮৩-৮৫।

৮। **সুসন্তান চাইতে** ঃ– ৩/৩৮ 'রাব্বি' থেকে 'দু'আ' পর্যন্ত। ২১/৮৯ 'রাব্বি' থেকে 'ওয়া-রিসীন' পর্যন্ত। ৩৭/১০০।

৯। **অজানা পথে চলা বা ভাসার সময় নিরাপদ ও সঠিক স্থান খুঁজতে** ঃ– ২৩/২৯ 'রাব্বি' থেকে 'মুনযিলীন' পর্যন্ত।

১০। **আল্লাহর প্রশংসামূলক দু'আ** ঃ– ৩/২৬-২৭ 'আল্লা-হুম্মা' থেকে 'হিসাব' পর্যন্ত। ৩৯/৪৬ 'আল্লা-হুম্মা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ৬০/৪ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১১। **শত্রু বা কাফেরদের কবল থেকে মুক্তি চাইতে** ঃ– ৬০/৫। ১০/৮৫ এর 'রাব্বানা' থেকে ৮৬ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১২। **নেক আমল করতে সাহায্য চাইতে** ঃ– ২৭/১৯ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৩। **বিপদ বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে** ঃ– ২১/৮৭ 'লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২১/৮৩ এর 'আন্নী' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৪। বিধর্মীর অত্যাচারেঃ– ৭/৮৯ 'রাব্বানাফতাহ' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৫। **দাওয়াতের কাজে সাহায্য চাইতে এবং সুন্দর বাক্‌শক্তি চাইতে** ঃ– ২০/২৫-২৮।

১৬। **জিহাদে ধৈর্য ও স্থিরতা চাইতে** ঃ– ২/২৫০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ৩/১৪৭ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৭। **রুযী ও সৎপথ চাইতে** ঃ– ১৮/১০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৮। জ্ঞান-বুদ্ধি চাইতে ঃ– ২০/১১৪ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

১৯। **শয়তান ও জিন থেকে নিষ্কৃতি চাইতে** ঃ– ২৩/৯৭ এর 'রাব্বি' থেকে ৯৮ এর শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২০। **দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাইতেঃ–** ২/২০১ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২১। ভুলের ক্ষমা, আল্লাহর দয়া ও সাহায্যাদি চাইতে ঃ- ২/২৮৬ 'রাব্বানা লা তুআ-খিযনা' থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত।

২২। দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্যে দু'আ ঃ- ৩/৮।

২৩। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি চাইতে ঃ- ২৫/৬৫ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৪। মৃত মু'মিনদের জন্য ক্ষমা এবং মু'মিনদের থেকে হৃদয়কে দ্বেষমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে দু'আ ঃ- ৫৯/১০ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৫। অত্যাচারীদের হাত হতে রক্ষা পেতে ঃ- ৪/৭৫ 'রাব্বানা' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত। ২৮/২১ 'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৬। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইতে ঃ- ২৯/৩০'রাব্বি' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৭। বিধর্মী যালেমের অত্যাচারে ধৈর্য এবং মুসলিম হয়ে মরণ চাইতে ঃ- ৭/১২৬ 'রাব্বানা আফরিগ' থেকে শেষ আয়াত পর্যন্ত।

২৮। অন্ধকার ও ঝড়-বাতাসের সময় আল্লাহর পানাহ চাইতে ঃ- সূরা ফালাক্ব ও নাস।[৩৬০]

৩৬০ (মিশকাত ২১৬২নং)

** সুন্নাহতে প্রার্থনামূলক দু'আ **

দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আস্‌লিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া 'ইস্‌মাতু আমরী, অ আস্‌লিহ লী দুন্‌য়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মা'আ-শী, অ আস্‌লিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মা'আ-দী। অজ'আলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্। অজ'আলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্র্।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে সুন্দর কর, যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে সুন্দর কর, যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে সুন্দর কর, যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর।[৩৬১]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আ-ফিয়াতা ফিদ্‌দুন্‌য়্যা অলআ-খিরাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহ-পরকালে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।[৩৬২]

তাক্বওয়া, পবিত্রতা ও সচ্ছলতা চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى.

৩৬১ (মুসলিম ৪/২০৮৭)
৩৬২ (সহীহ ইবনে মাজাহ ৩/১৮০)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্তুক্বা অল'আফা-ফা অলগিনা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হিদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।[৩৬৩]

দ্বীন ও আনুগত্য চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা মুসার্রিফাল ক্বুলূবি স্বার্রিফ ক্বুলূবানা 'আলা ত্বা-'আতিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর।[৩৬৪]

২। يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

উচ্চারণঃ- ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূবি সাব্বিত ক্বালবী 'আলা দীনিক।

অর্থঃ- হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।[৩৬৫]

দুর্বলতা, অলসতা, কৃপণতা ও স্থবিরতা হতে বাঁচতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا

৩৬৩ (মুসলিম ৪/২০৮৭)
৩৬৪ (মুসলিম ৪/২০৪৫)
৩৬৫ (সঃ জামে' ৬/৩০৯)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজযি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অ 'আযা-বিল ক্বাব্র। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফ্সী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'ইলমিল লা য়্যানফা', অমিন ক্বালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজা-বু লাহা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইল্ম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনম্র হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দু'আ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না।

২। শয়নকালে ৩৩বার 'সুবহা-নাল্লা-হ', ৩৩বার 'আলহামদু লিল্লা-হ' এবং ৩৪বার 'আল্লা-হু আকবার' পাঠ করে শয়ন করলে অলসতা ও কর্মবিমুখতা দূর হয়ে যায়। যখন সংসারে কোন দাস-দাসীর প্রয়োজন হয় না।[৩৬৬]

গোনাহ থেকে ক্ষমা চাইতে

১। সাইয়্যিদুল ইস্তিগ্ফার।

২। أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণঃ- আস্তাগ্ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু অ আতূবু ইলাইহ্।

অর্থঃ- আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

এই দু'আ ৩ বার পড়লে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করার মত পাপ হলেও মাফ হয়ে যাবে।[৩৬৭]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউবুন কারীমুন তুহিব্বুল আ'ফওয়া, ফা'ফু আন্নী।

৩৬৬ (মুসলিম ২৭২৭নং)
৩৬৭ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৮২, আবু দাউদ ২/৮৫)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মহানুভব, ক্ষমাকে পছন্দ কর। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এটি শবেকদরে পঠনীয়।[৩৬৮]

৪। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ هَزْلِيْ وَجِدِّيْ وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী খাত্বীআতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লা-হুম্মাগফির লী হাযলী অজিদ্দী অখাত্বাঈ অ'আমদী, অকুল্লু যা-লিকা 'ইন্দী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামী, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে।[৩৬৯]

আল্লাহর গযব থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা অতাহাউবুলি 'আ-ফিয়াতিকা অফাজআতি নিক্বমাতিকা অজামী-'ই সাখাত্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক প্রতিশোধ এবং যাবতীয় ক্রোধ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৭০]

---

৩৬৮ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৭০)
৩৬৯ (বুখারী ১১/১৯৬)
৩৭০ (মুসলিম ২৭৩৯নং)

অঙ্গ আদির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শার্রি সামঈ', অমিন শার্রি বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসা-নী, অমিন শার্রি ক্বালবী, অমিন শার্রি মানিইয়্যী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি।[৩৭১]

দুর্ভাগ্য ও দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাহদিল বালা-ই অদারাকিশ শাক্বা-ই অসূইল ক্বাযা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি।[৩৭২]

২। اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا وَّاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا وَّاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَّلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ

---

৩৭১ (আবূ দাউদ ২/৯২, সহীহ তিরমিযী ৩/১৬৬, সহীহ নাসাঈ ৩/১১০৮)
৩৭২ (বুখারী ৭/১৫৫, মুসলিম ২৭০৭নং)

مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহফায্‌নী বিল ইসলা-মি ক্বা-ইমা, অহফায্‌নী বিল ইসলা-মি ক্বা-ইদা, অহফায্‌নী বিল ইসলা-মি রা-ক্বিদা। অলা তুশ্‌মিত বী আদুউওয়্যাউ অলা হা-সিদা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন কুল্লি খাইরিন খাযা-ইনুহু বিয়্যাদিক, অ আঊযু বিকা মিন কুল্লি শার্রিন খাযা-ইনুহু বিয়্যাদিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ইসলামের সাথে দণ্ডায়মান, উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমার উপর কোন শত্রু ও হিংসুককে হাসায়ো না। আল্লাহ গো! অবশ্যই আমি তোমার নিকট প্রত্যেক সেই কল্যাণ হতে প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডার তোমার হাতে এবং প্রত্যেক সেই অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডারও তোমারই হাতে।[৩৭৩]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি অগালাবাতিল আদুউবি অশামা-তাতিল আ'দা-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ঋণ ও শত্রুর কবল এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা চাচ্ছি।[৩৭৪]

সৎ ও সঠিক পথ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্‌সাদা-দ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট (সকল বিষয়ে) হেদায়াত ও সঠিকতা প্রার্থনা করছি।[৩৭৫]

---

৩৭৩ (হাকেম ১/৫২৫, সহীহুল জামে' ২/৩৯৮, সিলসিলা সহীহাহ ১৫৪০নং)
৩৭৪ (সহীহ নাসাঈ ৩/১১১৩)
৩৭৫ (মুসলিম ৪/২০৯০)

অধিক ধন ও জন চাইতে

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالِيْ وَوَلَدِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَنِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আকসির মা-লী অঅলাদী অবা-রিক লী ফীমা আ'ত্বাইতানী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার ধন ও সন্তান বৃদ্ধি কর এবং যা কিছু আমাকে দিয়েছ তাতে বর্কত দান কর।[৩৭৬]

আল্লাহর সাহায্য ও দ্বীনদারী চাইতে

رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا، لَّكَ ذَاكِرًا، لَّكَ رَهَّابًا، لَّكَ مِطْوَاعًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ.

উচ্চারণঃ- রাব্বি আ'ইন্নী অলা তু'ইন 'আলাইয়্যা, অন্‌সুরনী অলা তান্‌সুর 'আলাইয়্যা, অম্‌কুর লী অলা তাম্‌কুর 'আলাইয়্যা, অহদিনী অয়্যাসসিরিল হুদা ইলাইয়্যা, অন্‌সুরনী 'আলা মান বাগা 'আলাইয়্যা। রাব্বিজ'আলনী লাকা শা-কিরাল লাকা যা-কিরা, লাকা রাহহা-বাল লাকা মিত্বওয়া-'আ, ইলাইকা মুখবিতান আউওয়া-হাম মুনীবা। রাব্বি তাক্বাব্বাল তাউবাতী, অগসিল হাউবাতী, অআজিব দা'ওয়াতী, অসাব্বিত হুজ্জাতী, অহদি ক্বালবী, অসাদ্দিদ লিসা-নী, অস্‌লুল সাখীমাতা ক্বালবী।

অর্থঃ- হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমার জন্য ছলনা কর এবং আমার বিরুদ্ধে ছলনা করো না। আমাকে

---

৩৭৬ (বুখারী ৭/১৫৪)

হিদায়াত কর আর আমার জন্য হিদায়াতকে সহজ করে দাও। যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ, তোমাকে স্মরণকারী ও ভয়কারী, তোমার একান্ত অনুগত, তোমার কাছে অনুনয়-বিনয়কারী, কোমল হৃদয় বিশিষ্ট এবং সতত তোমার প্রতি অভিমুখী বানিয়ে নাও। প্রভু গো! তুমি আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ ধৌত কর, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমার হুজ্জতকে মজবুত কর, আমার হৃদয়কে পথ দেখাও, আমার ভাষাকে মার্জিত কর এবং আমার অন্তরের ময়লাকে দূর করে দাও।[৩৭৭]

বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে আশ্রয় চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল বারাসি অলজুনূনি অলজুযা-মি অমিন সাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৭৮]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ. وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ .وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ

৩৭৭ (আবূ দাউদ ২/৮৩, সহীহ তিরমিযী ৩/১৭৮)
৩৭৮ (আবূ দাউদ ২/৯৩, সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৪, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১৬)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল 'আজ্‌যি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অলক্বাসওয়াতি অলগাফলাতি অল'আইলাতি অয্‌যিল্লাতি অলমাস্কানাহ। অ আ'ঊযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলকুফ্‌রি অলফুসূক্বি অশ্‌শিক্বা-ক্বি অন্‌নিফা-ক্বি অস্‌সুম'আতি অররিয়া-'। অ আ'ঊযু বিকা মিনাস স্বামামি অলবাকামি অলজুনূনি অলজুযা-মি অলবারাসি অসাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, স্থবিরতা, কঠোরতা, ঔদাস্য, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা এবং দীনতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট অভাব-অনটন, কুফরী, ফাসেকী, বিরোধিতা, কপটতা এবং (আমলে) সুনাম ও লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর আমি তোমার নিকট বধিরতা, মূকতা, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবল এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৭৯]

দুশ্চরিত্র ও মন্দ কর্ম থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্বি অলআ'মা-লি অলআহওয়া-ই অলআদওয়া-'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[৩৮০]

সৎকর্ম ও আল্লাহ-প্রেম চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ إِلٰى حُبِّكَ.

৩৭৯ (সহীহুল জামে' ১/৪০৬)
৩৮০ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৪, সহীহুল জামে' ১২৯৮নং)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খাইরা-তি অতার্কাল মুনকারা-তি অহুব্বাল মাসা-কীন, অআন তাগফিরা লী অতারহামানী, অইযা আরাত্তা ফিতনাতা ক্বাউমিন ফাতাওয়াফ্‌ফানী গাইরা মাফতূন। অ আসআলুকা হুব্বাকা অহুব্বা মাঁই য়্যুহিব্বুকা অহুব্বা 'আমালিই য়্যুক্বার্রিবুনী ইলা হুব্বিক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট সৎকর্ম করার ও অসৎ কর্ম ত্যাগ করার প্রেরণা এবং দীন-হীনদের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। আর চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। আর যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে বিনা ফিতনায় মরণ দিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা ও তার ভালোবাসা যে তোমাকে ভালোবাসে এবং সেই কর্মের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে তা প্রার্থনা করছি।[৩৮১]

পথভ্রষ্টতা থেকে রেহাই পেতে

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অ 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিইয্‌যাতিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আন তুযিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূতু অলজিন্নু অলইনসু য়্যামূতূন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমারই উপর ভরসা রেখেছি, তোমারই প্রতি অভিমুখ করেছি এবং তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি। হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার ইজ্জতের অসীলায় পানাহ চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আর দানব ও মানব সকলে মৃত্যুবরণ করবে।[৩৮২]

---

৩৮১ (মুসলিম আহমদ ৫/২৪৩, সহীহ তিরমিযী ২৫৮২নং, হাকেম ১/৫২১)
৩৮২ (বুখারী ৮/১৬৭, মুসলিম ২৭১৭নং)

দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَالْهَدَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাত্ তারাদ্দী অলহাদামি অলগারাক্বি অলহারাক্, অ আ'উযু বিকা আঁই য়্যাতাখাব্বাত্বানিয়াশ্ শাইত্বা-নু 'ইন্দাল মাউত্। অ আ'উযু বিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা। অ আ'উযু বিকা আন আমূতা লাদীগা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে (চাপা) পড়া, ডুবে ও পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুকালে শয়তানের স্পর্শ থেকে, তোমার পথে (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে মরা থেকে এবং সর্পদষ্ট হয়ে মরা থেকেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।[৩৮৩]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও রুযী চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী যামবী অঅসসি' লী ফী দা-রী অবা-রিক লী ফী রিযক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার গৃহ প্রশস্ত কর এবং আমার রুযীতে বর্কত দাও।[৩৮৪]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাযলিকা অরাহমাতিক, ফাইন্নাহু লা য়্যামলিকুহা ইল্লা আন্ত্।

---

৩৮৩ (আবূ দাউদ ২/৯২, সহীহ নাসাঈ ৩/১১২৩)
৩৮৪ (মুসলিম আহমদ ৪/৬৩, সহীহুল জামে' ১২৬৫)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ ও করুণা ভিক্ষা করছি। যেহেতু একমাত্র তুমিই এ সবের মালিক।[৩৮৫]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সায্ যাজী-'। অ আ'উযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বা-নাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খিয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর।[৩৮৬]

৪। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুক্বনী অ 'আ-ফিনী, আ'উযু বিল্লা-হি মিন য্বাইক্বিল মাক্বা-মি য়্যাউমাল ক্বিয়ামাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, হিদায়াত কর, রুযী দাও এবং নিরাপত্তা দাও। আমি আল্লাহর নিকট কিয়ামতে অবস্থানক্ষেত্রের সংকীর্ণতা থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি।[৩৮৭]

৫। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمُرِيْ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজ'আল আউসা'আ রিযক্বিকা 'আলাইয়্যা 'ইন্দা কিবারি সিন্নী অনক্বিত্বা-'ই 'উমুরী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যে ও মৃত্যুর সময় তোমার অধিকতম ব্যাপক রুযী দান করো।[৩৮৮]

---

৩৮৫ (মাজমাউয যাওয়াএদ ১০/১৫৯, সহীহুল জামে' ১২৭৮নং)
৩৮৬ (আবূ দাউদ ২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১২)
৩৮৭ (সহীহ নাসাঈ ১/৩৫৬, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২২৬)
৩৮৮ (হাকেম ১/৫৪২, সহীহুল জামে' ১২৫৫নং)

দারিদ্র্য ও অভাব থেকে পানাহ চাইতে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলক্বিল্লাতি অয্‌যিল্লাহ, অ আ'উযু বিকা মিন আন আযলিমা আউ উযলাম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অনটন ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যাতে আমি অত্যাচার না করি ও অত্যাচারিত না হই।[৩৮৯]

মন্দ প্রতিবেশী থেকে আশ্রয় চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন য়্যাউমিস সূ-ই অমিন লাইলাতিস সূ-ই অমিন সা-'আতিস সূ-ই অমিন স্বা-হিবিস সূ-ই অমিন জা-রিস সূ-ই ফী দা-রিল মুক্বা-মাহ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, অসৎ সঙ্গী এবং স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৯০]

২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জা-রিস সূ-ই ফী দা-রিল মুক্বা-মাহ, ফাইন্না জা-রাল বা-দিয়াতি য়্যাতাহাউওয়াল।

---

৩৮৯ (আবূ দাউদ ২/৯১, সহীহ নাসাঈ ৩/১১১১,সহীহুল জামে'১২৭৮ নং)
৩৯০ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/১৪৪, সহীহুল জামে'১২৯৯নং)

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট স্থায়ী আবাসস্থলে অসৎ প্রতিবেশী থেকে পানাহ চাচ্ছি, যেহেতু অস্থায়ী আবাসস্থলের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে।[৩৯১]

জ্ঞান ও ইল্‌ম চাইতে

১। اَللّٰهُمَّ فَقِّهْنِيْ فِي الدِّيْنِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ফাক্বক্বিহনী ফিদ্দীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর।[৩৯২]

২। اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মানফা'নী বিমা আল্লামতানী অ 'আল্লিমনী মা য়্যানফা'উনী অযিদনী 'ইলমা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যা কিছু আমাকে শিখিয়েছ, তার দ্বারা আমাকে উপকৃত কর এবং আমাকে সেই জ্ঞান দান কর, যা আমাকে উপকৃত করবে। আর আমার ইল্‌ম আরো বৃদ্ধি কর।[৩৯৩]

৩। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান না-ফি'আ, অ আ'উযু বিকা মিন 'ইলমিল লা য়্যানফা'।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট উপকারী শিক্ষা প্রার্থনা করছি এবং যে শিক্ষা কোন উপকারে আসে না, সে শিক্ষা থেকে পানাহ চাচ্ছি।[৩৯৪]

---

৩৯১ (হাকেম ১/৫৩২, নাসাঈ ৮/২৭৪, সহীহুল জামে'১২৯০নং)
৩৯২ (বুখারী ১/৪৪, মুসলিম ৪/১৭৯৭)
৩৯৩ (সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৪৭)
৩৯৪ (সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৭)

দোযখ ও কবরের আযাব থেকে বাঁচতে

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيْلَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরা-ঈলা অ মীকা-ঈলা অরাব্বা ইসরা-ফীল, আ'উযু বিকা মিন হার্রিন না-রি অমিন 'আযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৯৫]

অত্যাচারীর বদলা নিতে

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ، وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ يَّظْلِمُنِيْ وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী বিসামঈ অবাসারী অজ্‌'আলহুমাল ওয়া-রিসা মিন্নী, অনসুরনী 'আলা মাঁই য়্যাযলিমুনী অখুয মিনহু বিসা'রী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা উপকৃত কর এবং মরণ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রাখ। যে আমার উপর অত্যাচার করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার নিকট থেকে আমার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ কর।[৩৯৬]

বিনতি চাইতে

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

---

৩৯৫ (সহীহ নাসাঈ ৩/১১২১, সহীহুল জামে ১৩০৫নং)
৩৯৬ (সহীহ তিরমিযী ৩/১৮৮, সহীহুল জামে ১৩১০নং)

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আহয়িনী মিসকীনাউ অ আমিতনী মিসকীনাউ অহশুরনী ফী যুমরাতিল মাসা-কীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে দীন-হীন করে জীবিত রাখ, দীন-হীন অবস্থায় মরণ দিও এবং দীন-হীনদের দলে আমার হাশর করো।[৩৯৭]

সুন্দর চরিত্র চাইতে

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা কামা হাস্সান্তা খাল্ক্বী ফাহাস্সিন খুলুক্বী।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর।[৩৯৮]

প্রকাশ যে, আয়নায় মুখ দেখার সময় উক্ত দু'আটি পড়ার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়।[৩৯৯]

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

---

৩৯৭ (সহীহুল জামে ১২৬১নং)
৩৯৮ (আহমাদ, সহীহুল জামে'১৩০৭নং)
৩৯৯ (ইরওয়াউল গালীল ১/১১৫)

লেখকের অন্যান্য বই

১। কিতাবুত তাওহীদ
২। সংক্ষিপ্ত সালাতে মুবাশ্শির
৩। সালাতে মুবাশ্শির
৪। পথের সম্বল
৫। ফিরকাতুন নাজিয়াহ
৬। জিভের আপদ
৭। ব্যাংকের সুদ কি হালাল?
৮। জানাযা দর্পণ
৯। বিদআত দর্পণ
১০। ফাযায়েলে আমল
১১। রাযায়েলে আমল
১২। ফাযায়েল ও রাযায়েল
১৩। আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য
১৪। আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ
১৫। দ্বীনী শিক্ষার নৈতিকতা
১৬। দ্বীনী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা
১৭। সহীহ দু'আ, ঝাড়ফুঁক ও যিকর
১৮। ফিতনার নীতিমালা
১৯। যুব সমস্যা ও তার সঠিক সমাধান
২০। উলামার মতানৈক্য
২১। মণিমালা
২২। দেনা পাওনা
২৩। রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল
২৪। যাকাত ও খয়রাত
২৬। সুখের সন্ধান
২৭। শিশু প্রতিপালন
২৮। যুল হিজ্জার তের দিন
২৯। মহানবীর আদর্শ জীবন
৩০। বার মাসে তের পরব
৩১। হাদীস ও সুন্নাহর মূল্যমান
৩২। জান্নাত জাহান্নাম
৩৩। কাফির বলার মৌলনীতি
৩৪। ইসলামী জীবন ধারা
৩৫। হারাম রুজি ও রোজগার
৩৬। নামাযে বিসমিল্লাহর বিধান
৩৭। আদর্শ ছাত্র জীবন
৩৮। দিগদর্শন
৩৯। রামাযান স্বাগতম
৪০। বরকতময় দিনগুলি
৪১। বিতর্কিত মুনাজাত
৪২। কুইজ প্রশ্নোত্তর
৪৩। মরণকে স্মরণ
৪৪। আদর্শ মুসলিম নারী
৪৫। মুনাফিকী আচরণ
৪৬। মহিলার নামায
৪৭। আমানত ও খিয়ানত
৪৮। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী
৪৯। উমরাহ নির্দেশিকা
৫০। ধর্মের নামে গোঁড়ামী ও সন্ত্রাস
৫১। সূরাতুস সালাত
৫২। তাহকীক রিয়াযুস সালেহীন
৫৩। নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতা অনৈসলামী আক্বীদা